NARSINGHA

ই-পেপার: www.ekdin-epaper.com

# একদিন

EKDIN

এগিয়ে চলার সঙ্গী

এখন বিভিন্ন মাধ্যমে উপলব্ধ
একদিন
Website : www.ekdinnews.com
http://youtub.com/@dailyekdin2165
Epaper : ekdin-epaper.com
শেয়ার এবং সাবস্ক্রাইব করুন

৪ বৌদ্ধ ধর্ম, নীতি ও পালনের ধর্ম

সামান্য বৃষ্টিতেই জলবন্দি চাঁচল, বিক্ষোভ ৬

কলকাতা ২৩ মে ২০২৪ ৯ জ্যৈষ্ঠ ১৪৩১ বৃহস্পতিবার সপ্তদশ বর্ষ ৩৪০ সংখ্যা ৮ পাতা ৩.০০ টাকা ■ Kolkata 23.5.2024, Vol.17, Issue No. 340, 8 Pages, Price 3.00

## বাংলাদেশের সাংসদের ‘খুনের’ ঘটনায় ধৃত ৩

**নিজস্ব প্রতিবেদন:** ভারতে চিকিৎসা করাতে এসে নিউটাউনে ‘খুন’ হলেন বাংলাদেশের ঝিনাইদহের সাংসদ আনোয়ারুল আজিম। আর এই ঘটনায় যুক্ত থাকার অভিযোগ বাংলাদেশ থেকে গ্রেপ্তার করা হল তিনজনকে।

প্রসঙ্গত, গত ৮ দিন ধরে নিখোঁজ ছিলেন বাংলাদেশের শাসকদল আওয়ামি লিগের ৩ বারের এই সাংসদ। এরপরই ওই সাংসদের খোঁজে তদন্ত শুরু করে বাংলাদেশ দূতাবাস ও কলকাতা পুলিশ। এরপর বাংলাদেশের এই সাংসদের দেহ মেলে নিউটাউনের এক অভিজাত আবাসনে। আনোয়ারুল আজিমকে খুনের ষড়যন্ত্রে জড়িত থাকার সন্দেহে বাংলাদেশ থেকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে ৩ জনকে। এদিকে বাংলাদেশের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী আসাদুজ্জামান খান সাংবাদিক বৈঠক করে জানান, ধৃতদের এই ব্যাপারে জিজ্ঞাসাবাদ করা হচ্ছে। প্রসঙ্গত, গত ১২ মে চিকিৎসা করাতে কলকাতা এসেছিলেন বাংলাদেশের ঝিনাইদহের সাংসদ আনোয়ারুল আজিম। এরপর পরিবারের সঙ্গে আর কোনও যোগাযোগ করেননি তিনি। ১৪ মে থেকে তাঁর ফোনও বন্ধ ছিল। পুলিশ সূত্রে খবর, শেষবার তাঁর মোবাইল টাওয়ারের লোকেশন উত্তরপ্রদেশে পাওয়া গিয়েছিল। তবে তাঁর সঙ্গে যোগাযোগ করতে না পেরে আনোয়ারুলের পরিবার যোগাযোগ করে বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সঙ্গে। সেখান থেকে প্রধানমন্ত্রীর দপ্তর যোগাযোগ করে দিল্লি ও কলকাতায় বাংলাদেশের দূতাবাসের সঙ্গে। ওই সাংসদের খোঁজে তদন্ত শুরু করে বাংলাদেশ দূতাবাস ও বিধাননগর পুলিশ। তদন্তে নেমে একাধিক জনকে জিজ্ঞাসাবাদ করে পুলিশ। সেখান থেকেই পুলিশ সূত্রে বুধবার দাবি করা হয়, খুন করা হয়ে থাকতে পারে ওই সাংসদকে। বুধবার এনিয়ে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হন বাংলাদেশের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী আসাদুজ্জামান খান। তিনি জানান, ‘১২ মে চিকিৎসার জন্য ঝিনাইদহের সাংসদ আনোয়ারুল ভারতে গিয়েছিলেন। তার দুদিন পর থেকে ওনার সঙ্গে আর কোনও যোগাযোগ করা যায়নি। উদ্বিগ্ন হয়ে আনোয়ারুলের পরিবার আমাদের কাছে সাহায্য চায়। তার পর থেকে আমাদের পুলিশ ভারতের পুলিশ সঙ্গে যোগাযোগ রাখছিল। আজ আমাদের কাছে খবর আসে খুন করা হয়েছে আনোয়ারুলকে। ভারতের দেওয়া তথ্য অনুযায়ী বাংলাদেশের পুলিশ তদন্তে নামে। এই খুনের ষড়যন্ত্রে জড়িত থাকার সন্দেহে তিনজনকে গ্রেপ্তারও করা হয়। তাদের জিজ্ঞাসাবাদ করা হচ্ছে।’ সঙ্গে এও জানান, ‘আপনারা জানেন ঝিনাইদহ এলাকাটি সন্ত্রাসপ্রবণ এলাকা। এইবারে তিনি সেখান থেকেই সাংসদ নির্বাচিত হয়েছিলেন। তার পরই চিকিৎসা করাতে গিয়ে এই কাণ্ড ঘটে। এই ঘটনার তদন্তে ভারত আমাদের সবরকমভাবে সাহায্য করছে। আমরা এখন এইটুকুই বলতে পারি কলকাতার একটি বাড়িতে ওনাকে পরিকল্পিতভাবে খুন করা হয়েছে। কী কারণে তাঁকে খুন করা হল তা জানতে ভারতের সঙ্গে আমরা যৌথভাবে কাজ করছি।’ ফলে আনোয়ারুল আজিমের খুন হওয়া নিয়ে দানা বেঁধেছে রহস্য।

# ২০১০ সাল পরবর্তী সব ওবিসি শংসাপত্র বাতিল করল হাইকোর্ট

## বাতিল হতে চলেছে প্রায় ৫ লক্ষ সার্টিফিকেট

**নিজস্ব প্রতিবেদন:** লোকসভা নির্বাচনী আবহে বড় রায় কলকাতা হাইকোর্টের। ২০১০ সাল পরবর্তী রাজ্যের দেওয়া সব ওবিসি সার্টিফিকেট বাতিল করল কলকাতা হাইকোর্ট। এর ফলে বাতিল হতে চলেছে প্রায় ৫ লক্ষ ওবিসি শংসাপত্র।

প্রসঙ্গত, আমাদের এখানে যে ওবিসি সার্টিফিকেট দেওয়া হয় তার পুরোটাই নিয়ন্ত্রণ করে ভারত সরকারের সোশ্যাল জাস্টিস ও এমপাওয়ারমেন্ট বিভাগ। সূত্রের খবর, এই বিভাগের কাছেই ভুয়ো ওবিসি সার্টিফিকেট নিয়ে একগুচ্ছ অভিযোগ রয়েছে। যাঁরা ওবিসি হতে পারেন না, বা বলা ভাল ‘যোগ্যতা’ নেই তাঁদের অনেকেই পেয়ে যাচ্ছেন শংসাপত্র। অভিযোগ, তা ইস্যু করেছে রাজ্য সরকার। নেপথ্যে দাললা চক্র কাজ করেছে বলেও অভিযোগ। দালালদের হাত ধরেই তা পেয়ে গিয়েছেন বহু আবেদনকারী। এই অভিযোগই গিয়ে পৌঁছেছে কেন্দ্রীয় সরকারে কাছে।

বুধবার কলকাতা হাইকোর্টের তরফ থেকে যে নির্দেশ দেওয়া হয় সেই নির্দেশ অনুযায়ী, ২০১০ সালের আগের ওবিসি শংসাপত্র বৈধ। তবে ২০১০ পরবর্তী অর্থাৎ ২০১১ থেকে ২০২৪ সাল পর্যন্ত রাজ্যের দেওয়া সমস্ত সার্টিফিকেট বাতিল করে দেওয়া হয়েছে। এর ফলে বাতিল ৫ লক্ষ ওবিসি শংসাপত্র। কলকাতা হাইকোর্টের বিচারপতি তপোব্রত চক্রবর্তী এবং বিচারপতি রাজাশেখর মান্থা বুধবার এই রায় ঘোষণা করেন। ডিভিশন বেঞ্চের দাবি, ২০১০ সাল পরবর্তী ওবিসি সার্টিফিকেট বৈধ নিয়ম মেনে ইস্যু করা হয়নি। তাই শংসাপত্র বাতিলের নির্দেশ।

এদিকে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলিতে সংরক্ষিত আসনে ভর্তি থেকে শুরু করে প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষায় কাট অফ মার্কসে ছাড়, চাকরির পরীক্ষায় আবেদন, সামাজিক প্রকল্পে আবেদন, সরকারি ভাতা-সহ সব ক্ষেত্রেই এই ওবিসি সার্টিফিকেটের ব্যবহার রয়েছে। এই শংসাপত্র কাজে লাগিয়ে অনেকেই চাকরি পেয়েছেন। তবে শংসাপত্র বাতিলের ফলে নিয়োগ প্রক্রিয়ায় কোনও প্রভাব পড়বে না। বহাল থাকবে চাকরি। এদিকে বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে ইতিমধ্যেই ভর্তি প্রক্রিয়া শুরু হয়ে গিয়েছে। অনেকেই ওবিসি সার্টিফিকেট দিয়ে আবেদনও করতে শুরু করেছেন। সেই সমস্ত আবেদনকারীদের কী হবে তা নিয়েও উঠেছে প্রশ্ন। হাইকোর্টের ডিভিশন বেঞ্চ জানিয়েছে, ওয়েস্ট বেঙ্গল ব্যাকওয়ার্ড ক্লাস কমিশন অ্যাক্ট ১৯৯৩ অনুযায়ী ওবিসিদের নতুন তালিকা তৈরি করতে হবে। সেই তালিকা বিধানসভায় পেশ করে চূড়ান্ত অনুমোদন নিতে হবে। তবে ২০১০ সালের আগে যে যে গোষ্ঠীগুলিকে ওবিসি শ্রেণিভুক্ত বলে ঘোষণা করা হয়েছে, সেগুলি বৈধ থাকছে বলেই জানায় হাইকোর্ট।

### এই রায় মানি না, ওবিসি সংরক্ষণ চলছে, চলবে: মমতা

**নিজস্ব প্রতিবেদন:** ওবিসি সার্টিফিকেট বাতিল নিয়ে কলকাতা হাইকোর্টের রায়ের প্রেক্ষিতে কড়া প্রতিক্রিয়া দিতে দেখা গেল তৃণমূল নেত্রী তথা মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে। দমদম লোকসভা কেন্দ্রের তৃণমূল প্রার্থী সৌগত রায়ের সমর্থনে খড়দহে সভা করতে গিয়ে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, ‘কাউকে দিয়ে একটা অর্ডার করিয়েছে। যদিও তাঁর রায় আমি মানি না। ২৬ হাজার শিক্ষককে যখন বাতিল করা হয়েছিল, তখনও আমি বলেছিলাম ওদের রায় আমরা মানি না। তেমনই বলছি আজকে, যে রায় দিয়েছেন, যেই দিয়ে থাকুন, নাম বলব না। জাজমেন্ট নিয়ে বলা যায়, বিজেপির রায় এটা। আমরা মানব না। ওবিসি সংরক্ষণ চলছে চলবে।’ প্রসঙ্গত, বুধবার হাইকোর্টের তরফ থেকে স্পষ্ট জানানো হয়, ওয়েস্ট বেঙ্গল ব্যাকওওয়ার্ড ক্লাস কমিশন অ্যাক্ট ১৯৯৩ অনুসারে ওবিসিদের নতুন তালিকা তৈরি করতে হবে। সেই তালিকা বিধানসভায় পেশ করে চূড়ান্ত অনুমোদন নিতে হবে।

এরই প্রেক্ষিতে খড়দহের সভা থেকে তৃণমূল সুপ্রিমো স্পষ্ট ভাষায় জানান, ‘উপেন বিশ্বাস তখন চেয়ারম্যান ছিলেন। বাড়ি বাড়ি সার্ভে করে করে আমরা ওবিসি সংরক্ষণ করেছিলাম। ২০১২ সাল থেকে চলছে।’ মমতার বক্তব্য, সংবিধান অনুযায়ী, সংবিধানের কাঠামোর মধ্যে থেকে এই ওবিসি সংরক্ষণ করা হয়েছে। বুধবাবের খড়দহের সভা থেকে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদিকেও একহাত নিতে দেখা যায় তৃণমূল সুপ্রিমোকে। মমতা বলেন, ‘কয়েকদিন ধরে প্রধানমন্ত্রী বলে বেড়াচ্ছেন, সংখ্যালঘুরা তপসিলিদের সংরক্ষণ কেড়ে নেবে।’ আর এখানেই তৃণমূল সুপ্রিমোর প্রশ্ন, ‘এটা কোনওদিন হতে পারে? তাহলে সংবিধান ভেঙে দিতে হয়।’ তৃণমূল সুপ্রিমোর আরও সংযোজন, ‘সংখ্যালঘুরা কখনও তপসিলিদের সংরক্ষিত আসনে হাত দেবে না। এটা দিতে পারে না, দেবেও না।’

## আগামী দিনে বাংলা দিল্লি তৈরি করবে: মমতা

**নিজস্ব প্রতিবেদন, ব্যারাকপুর:** দমদম কেন্দ্রের তৃণমূল প্রার্থী সৌগত রায়ের সমর্থনে বুধবার জোড়া জনসভা করেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। জনসভার মঞ্চ থেকে এদিন বিজেপি ও সিপিএমকে একযোগে নিশানা করেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। খড়দহের সূর্যসেন স্পোর্টিং ক্লাবের ময়দানে তিনি প্রথম জনসভা করেন। তিনি পরবর্তী জনসভা করেন পানিহাটির বিবেকানন্দ সমিতি ময়দানে। খড়দহে সভায় মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, আগামীদিনে বাংলা দিল্লি তৈরি করবে। জনতার উদ্দেশ্যে তাঁর সতর্কবাণী, বাংলায় একটা ভোটও সিপিএমকে দেবেন না। ওরা খুনির দল, লুটেরাদের দল, অত্যাচারীর দল, স্বৈরাচারীর দল। বিজেপিকেও ভোট না দেওয়ার পরামর্শ দিলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়।

এদিন তিনি জোরের সঙ্গে দাবি করেন, ‘৩৪ বছরের বামফ্রন্টকে যদি সরাতে পারি। তাহলে এই ভাওতাবাজ, দাঙ্গাবাজ, মাফিয়াবাজ, এজেন্সিবাজ বিজেপিকেও সরাবো। এটাই আমাদের শপথ, এটাই আমাদের অঙ্গীকার। উন্নয়ন প্রসঙ্গে মুখ্যমন্ত্রীর সাফাই, বাংলায় যা উন্নয়ন হয়েছে। সেই উন্নয়ন কোথাও হয়নি। দক্ষিণেশ্বর স্কাইওয়াক দেখলেই বুঝবেন বাংলাটা বদলে গিয়েছে।’ মেট্রোরেল সম্প্রসারণ নিয়ে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, ‘দক্ষিণেশ্বর থেকে নোয়াপাড়া, নোয়াপাড়া থেকে বিমানবন্দর, তারাতলা থেকে মাঝেরহাট, মাঝেরহাট থেকে জোকা, টালিগঞ্জ থেকে গড়িয়া, গড়িয়া থেকে দমদম বিমান বন্দর। পুরোটাই তাঁর করা।’ তিনি বলেন, ‘ব্যারাকপুর নিয়ে একটা পরিকল্পনা করেছিলাম। যদি কোনওদিন সুযোগ আসে, তখন ভেবে দেখবো।’ বিজেপিকে নিশানা করে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, বিজেপির সাহস কত বড়। ওরা বলছে তৃণমূলকে হারিয়ে বাংলা দখল করবো। ওরা কোনওদিনও বাংলা দখল করতে পারবে না। এবার দিল্লিটা তারা দখল করবে। ওবিসি শংসাপত্র বাতিল নিয়ে পানিহাটির বিবেকানন্দ সমিতি ময়দানের জনসভা মুখ্যমন্ত্রী বলেন, আদালতকে তিনি সম্মান করেন। কিন্তু যিনি রায় দিয়েছেন। তাদের রায় মানি না। প্রয়োজনে উচ্চ আদালতে যাবার হুঙ্কার দিলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। মোদি সরকারকে আক্রমণ করে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, ‘দেশে ৮০ শতাংশ বেকার বেড়েছে। তার মানে চাকরির গ্যারান্টি নো গ্যারান্টি। অনলি ফোর টোয়েন্টি।’ সিপিএমকে কড়া ভাষায় আক্রমণ করে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, সিপিএমের কেউ যাদবপুর থেকে দমদমে দাঁড়িয়েছেন। আর বড় বড় জ্ঞান দিচ্ছেন। এঁরা বিজেপির এক নম্বর দালাল। সিপিএমের হার্মাদরা অত্যাচার করেছে, খুন করেছে এবং লুট করেছে। বিজেপিকে সাপোর্ট করে তাঁরা বিজেপি হয়েছিল। তাঁর দাবি, সিপিএম চিরকুটে চাকরি দিয়েছিল। শিক্ষকের চাকরি পেতেন দলীয় মুখপত্রের কর্মচারীর স্ত্রীরা। তাঁরাই এখন দুর্নীতি নিয়ে আওয়াজ তুলছেন।

# অনুপ্রবেশকারীরাই হল মমতাদির ভোটব্যাংক

## কাঁথির সভায় মমতাকে আক্রমণ শাহের

**নিজস্ব প্রতিবেদন:** বঙ্গে ভোট প্রচারে এসে ফের সেই রামমন্দির ও হিন্দু-মুসলিম অঙ্ক অমিত শাহের গলায়। বুধবার তৃণমূল নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে কার্যত ‘হিন্দু বিরোধী’ আখ্যা দিয়ে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর অভিযোগ, মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের ভোটব্যাংক হলেন অনুপ্রবেশকারীরা। রামমন্দিরের প্রাণ প্রতিষ্ঠায় তাঁকে আমন্ত্রণ জানানো হলেও তাদের ভয়েই অযোধ্যায় আসেননি তিনি। এই প্রসঙ্গেই সিএএ ইস্যু তুলে ধরে রাজ্যের শাসকদলকে নিশানা করেন শাহ।

শুভেন্দু অধিকারীকে পাশে নিয়ে বুধবার কাঁথির সভা থেকে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ও তৃণমূলকে একযোগে আক্রমণ করেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ। তিনি বলেন, ‘দীর্ঘ লড়াইয়ের পর আমরা রামমন্দিরের গড়েছি। রামলালার প্রাণ প্রতিষ্ঠায় সমককে আমন্ত্রণ জানানো হয়েছিল। মমতা দিদিকেও আমন্ত্রণ জানানো হয়। কিন্তু উনি সেই অনুষ্ঠানে যোগ দেননি।’ তাঁর রাম মন্দিরে না যাওয়ার কারণ ব্যাখ্যা করে শাহ বলেন, ‘উনি যাননি কারণ উনি ওনার ভোটব্যাংককে ভয় পান। আপনারা ওনার ভোট ব্যাংক নন, জানেন কারা মমতার ভোট ব্যাংক? ওনার ভোট ব্যাংক হলেন অনুপ্রবেশকারীরা। ওদেরকে ভয় পান মমতা দিদি। কিন্তু আমাদের সে ভয় নেই।’

এ প্রসঙ্গেই শাহের গলায় উঠে আসে সিএএ আইনের প্রসঙ্গ। শাহ বলেন, ‘আমরা যখন অ-মুসলিমদের ভারতে নাগরিকত্ব দেওয়ার জন্য সিএএ আইন এনেছি। আইন পাশ হতেই সেই আইনের বিরোধিতায় সরব হলেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। আমরা কিন্তু থামিনি। আমাদের শরণার্থী ভায়েদের জন্য নাগরিকত্বের রাস্তা প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি খুলে দিয়েছেন।’

এছাড়াও বিরোধী শিবিরকে নিশানায় নিয়ে শাহ আরও বলেন, ‘নরেন্দ্র মোদি দেশকে সন্ত্রাস মুক্ত করার কাজ করেছেন। আগে মমতার সমর্থনে সোনিয়া-মনমোহনদের সরকার ছিল। তখন প্রতিদিন আলিয়া-মালিয়া-জামালিয়ারা ভারতে ঢুকে বোমা মেরে আবার পালিয়ে যেত। তাদের কিছু হত না। কিন্তু এখন মোদি সরকারের আমলে, হামলার পালটা সার্জিক্যাল স্ট্রাইক হয়।’

### ‘যত অত্যাচার করবেন, ততই বাড়বে শুভেন্দুর গুরুত্ব’

**নিজস্ব প্রতিবেদন:** শুভেন্দু অধিকারীর বাড়িতে পুলিশি তল্লাশি ঘটনায় সরব অমিত শাহ। বুধবার ভূপতিনগরের সভা থেকে তাঁর দাবি, বিজেপি কর্মীরা পুলিশকে ভয় পায় না। তল্লাশি চালিয়ে পুলিশকে খালি হাতে ফিরতে হয়েছে বলেও দাবি করলেন তিনি। এর পরই কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর খোঁচা, পুলিশি ‘অপব্যবহার’ বন্ধ না করলে বাংলায় একটাও আসন পাবে না তৃণমূল। তাঁর চ্যালেঞ্জ, মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় যত অত্যাচার করবেন, দলে ততই বাড়বে শুভেন্দুর গুরুত্ব। কোলাঘাটের ভাড়াবাড়িতে পুলিশি তল্লাশির খবর এসএমএস মারফত অমিত শাহকে জানিয়েছিলেন শুভেন্দু। বুধবার কাঁথি লোকসভা কেন্দ্রের প্রার্থী সৌমেন্দু অধিকারীর সমর্থনে ভূপতিনগরে সভা করেন তিনি। সেই মঞ্চ থেকেই শুভেন্দুর বাড়িতে পুলিশি তল্লাশি নিয়ে সরব হন। জানান, বিমান থেকে নেমেই খবরটা তিনি পেয়েছেন। সুর চড়িয়ে শাহের হুঁশিয়ারি, ‘শুভেন্দু বিজেপির সদস্য। আর বিজেপির সদস্যরা আপনার পুলিশকে ভয় পায় না।’

### ‘স্বামী প্রণবানন্দ না থাকলে বাংলাদেশে মিশে যেত বাংলা’

**নিজস্ব প্রতিবেদন:** রামকৃষ্ণ মিশন, ভারত সেবাশ্রম, হিন্দু মিলন মন্দির বাংলার ভোটদানকে প্রভাবিত করছে। মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের এই অভিযোগের কড়া জবাব দিলেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ। মুখ্যমন্ত্রীকে উদ্দেশ্য করে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর তোপ, ‘ভোটে জিততে ত্যাগী, তপস্বী, সন্ন্যাসীদের আক্রমণ বন্ধ করুন। আপনি এমনিও জিতবেন না।’ বাংলার ইতিহাসে সাধুসন্তদের অবদান মনে করাতে গিয়ে হিন্দু মিলন মন্দিরের প্রবর্তক স্বামী প্রণবানন্দ মহারাজের প্রসঙ্গ তুলে ধরেন শাহ। তাঁর দাবি, ‘স্বামী প্রণবানন্দ তথা ভারত সেবাশ্রম না থাকলে আজ বাংলা মিশে যেত বাংলাদেশে। আর মমতা দিদি ভোটে জেতার জন্য তাঁদেরই আক্রমণ করছেন।’ কাঁথিতে দাঁড়িয়ে হুঁশিয়ারি, ভোটে জেতার জন্য ত্যাগী, তপস্বী, সন্ন্যাসীদের আক্রমণ বন্ধ করুন। আপনি এমনিও জিতবেন না। বাংলার মানুষ কড়া জবাব দেবে। যে কয়েকটি আসন পেতেন, সেটাও পাবেন না।’

## কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রককে বোমাতঙ্ক

**নয়াদিল্লি, ২২ মে:** বোমা হামলার হুমকি কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রককে। দেশকে সুরক্ষিত রাখার দায়িত্ব স্বরাষ্ট্র মন্ত্রকেরই। দেশের সুরক্ষায় নেওয়া সকল সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়, সংসদের নর্থ ব্লকে অবস্থিত কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রকের কার্যালয় থেকেই। বুধবার সেই কার্যালয়েই দেওয়া হল বোমা হামলার হুমকি। সূত্রের খবর, এদিন বিকেল সাড়ে ৩টে নাগাদ ইমেলে এই হুমকি আসে। সঙ্গে সঙ্গে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ করা হয়। ঘটনাস্থলে ছুটে আসে দমকলের দুটি ইঞ্জিন এবং দিল্লি পুলিশের বোমা নিষ্ক্রিয়কারী দল।

প্রাথমিক অনুসন্ধানের পর, সন্দেহজনক কিছু পাওয়া যায়নি। পুলিশের অনুমান এই হুমকি ভুয়ো। ইমেইলটি কোথা থেকে এবং কোন আইপি অ্যাড্রেস ব্যবহার করে পাঠানো হয়েছে, তা এখনও নিশ্চিতভাবে জানতে পারেনি পুলিশ। লোকসভা নির্বাচন চলাকালীন এই ধরনের হুমকিকে একেবারেই হাল্কা চোখে দেখছে না প্রশাসন। ঘটনার সময় অবশ্য নর্থ ব্লকে ছিলেন না স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ। নির্বাচনী প্রচারে এদিন বাংলায় এসেছিলেন তিনি। কাঁথি, ঘাটাল ও পুরুলিয়া কেন্দ্রে তিন-তিনটি জনসভা ছিল তাঁর।

## ১ ঘণ্টার বৃষ্টিতে ভাসল মহানগর

**নিজস্ব প্রতিবেদন:** এক ঘণ্টার টানা বৃষ্টিতে ভাসল কলকাতা। গত দু’দিন ধরে ভ্যাপসা গরমে নাজেহাল হয়েছিল রাজ্যবাসীর। আবহাওয়া দপ্তরের পূর্বাভাস অনুযায়ী বুধবার সকাল থেকে রোদের তেজ অনেকটাই কম ছিল। তবে বেলা বাড়তেই কলকাতা সহ দক্ষিণবঙ্গের একাধিক এলাকার আকাশ ঢাকে কালো মেঘে। এরপরই ঝেপে বৃষ্টি নামে একাধিক এলাকায়। সঙ্গে ছিল ঝোড়ো হাওয়া। এক ঘণ্টার বৃষ্টিতেই বুধবার দুপুরে বিপর্যস্ত হয় শহরের জনজীবন। অন্তত ১১টি রাস্তায় জমে জল। সঙ্গে তৈরি হয় তীব্র যানজট। সুধু কলকাতাই নয়, কলকাতার আশপাশের জেলাতেও হয় বৃষ্টি। বুধবার দুপুর দেড়টা নাগাদ কলকাতার বিভিন্ন অংশে শুরু হয় বৃষ্টি। সঙ্গে ৪০ থেকে ৫০ কিলোমিটার বেগে ঝোড়ো হাওয়া প্রবাহিত হয়। ঝমঝমিয়ে বৃষ্টির কারণে কলকাতার চিত্তরঞ্জন অ্যাভিনিউ, মহাত্মা গান্ধি রোড, স্ট্র্যান্ড রোড, নেতাজি সুভাষ স্ট্রিট (ক্লাইভ স্ট্রিট), ব্রেবোর্ন রোড, এজেসি বোস রোড, লালবাজার স্ট্রিট, পার্ক স্ট্রিট, থিয়েটার রোড, বিধান সরণি, আর্মহার্স্ট স্ট্রিটে জল জমে। গরমের ছুটির কারণে বন্ধ রয়েছে স্কুল, কলেজ। সে কারণে স্কুল, কলেজ ফেরত পড়ুয়াদের তেমন সমস্যায় পড়তে হয়নি। দুপুরে বৃষ্টি হওয়ার কারণে অফিস যাতায়াতে তেমন কোনও সমস্যা হয়নি। তবে প্রচণ্ড ঝড় বৃষ্টির জেরে বালি নিমতলায় জিটি রোডের উপর গাছ ভেঙে পড়ে পুরোপুরি জিটি রোড বন্ধ হয়ে যায়। একইসঙ্গে বৃষ্টির কারণে হাওড়া স্টেশনের এক নম্বর প্ল্যাটফর্মে সাবওয়েতে জমে জল। কলকাতার বহু রাস্তায় জল জমার কারণে যান চলাচল বিঘ্নিত হয়। কোথাও কোথাও তৈরি হয় তীব্র যানজট। এদিকে শহরের রাস্তায় জল জমার কারণে আবার প্রশ্নের মুখে পুরসভা। নিকাশি ব্যবস্থা নিয়েও প্রশ্ন তুলেছেন শহরবাসীদের একাংশ।

## গ্রামের মানুষের মন জয় করলেই দখলে আসবে মেদিনীপুর

**শুভাশিস বিশ্বাস**

মেদিনীপুর লোকসভা কেন্দ্রে এবার তৃণমূলের তরফে প্রার্থী করা হয়েছে বিধায়ক জুন মালিয়াকে। অন্যদিকে, বিজেপি এবার প্রার্থী করেছে বিধায়ক অগ্নিমিত্রা পালকে। দু-জনেই সেলিব্রিটি, আবার দুজনেই বিধায়ক। সনাতনী সুরে এবারও মেদিনীপুর দখলে রাখার স্বপ্নে বুঁদ বিজেপি নেতারা। তৃণমূল কংগ্রেসও তাঁদের টক্কর দেওয়ার জন্য মাঠ ছাড়ছে না। আর তারই জন্য মাটি কামড়ে ভোটযুদ্ধে নেমেছেন তৃণমূল প্রার্থী জুন মালিয়া। এদিকে মেদিনীপুর লোকসভা কেন্দ্রে অগ্নিমিত্রা পালকে প্রার্থী ঘোষণা করার পরই শান্তিকুঞ্জে গিয়ে বর্ষীয়ান নেতা শিশির অধিকারীর সঙ্গে দেখা করেন তিনি। নির্বাচনী পর্বে শিশির অধিকারী তাঁকে সবরকম সহযোগিতা করার আশ্বাস দেন বলেও জানান অগ্নিমিত্রা। এদিকে বিজেপির অন্দরের খবর, এবার লোকসভা নির্বাচনে বাংলায় মনোনয়ন দেওয়ার পিছনে নাকি হাত রয়েছে শুভেন্দু অধিকারীর। কানাঘুষো এও শোনা যায়, আদতে মেদিনীপুর থেকে দিলীপ ঘোষকে সাইড করার জন্য যাঁরা একজোট হয়েছেন, তাঁরাই অগ্নিমিত্রা পালকে টিকিট দিয়েছেন। এই মেদিনীপুর একসময় পরিচিত ছিল বাম দুর্গ হিসেবেই। এদিকে খুব ধীরে নিজেদের সংগঠন গোছাতে থাকে গেরুয়া শিবির। যার ফল মেলে ২০১৬ সালে। তৃণমূলের জোরালো হাওয়ার মাঝেও সেই বিধানসভা ভোটে কংগ্রেসের দীর্ঘদিনের বিধায়ক ‘চাচা’ জ্ঞান সিং সোহন পালকে হারিয়ে খড়গপুর শহর থেকে বিধায়ক নির্বাচিত হন দিলীপ ঘোষ। এরপর থেকে মাটি কামড়ে পড়ে থেকে তৈরি করেন সংগঠন। যার ফল মেলে ২০১৯ সালে। মেদিনীপুর থেকেই সাংসদ হন দিলীপ ঘোষ। তবে একুশের বিধানসভায় দিলীপের সেই ক্যারিশ্মা চোখে পড়েনি। একমাত্র খড়গপুর গ্রামীণ ছাড়া সাত বিধানসভার অন্য কোনও বিধানসভায় পদ্ম ফোটাতে পারেনি বিজেপি। এদিকে মেদিনীপুরের লড়াই যে কঠিন তা বিলক্ষণ বুঝেছেন অগ্নিমিত্রা। জুন মালিয়া নন, নিজের দলের লোকেদের নিয়েই চিন্তায় ঘুম উড়েছে তাঁর। পুরনো-নতুন দ্বন্দ্বের কাঁটায় মেদিনীপুর লোকসভা কেন্দ্রের বিজেপি প্রার্থী যে রীতিমতো বিদ্ধ তিনি। তবে এই দ্বন্দ্ব ঘোচাতে দলের সর্বস্তরের নেতাকর্মীদের উদ্দেশ্যে তাঁকে বার্তা দিতে শোনা যায়, ‘অভিমান করে যে পুরনো কার্যকর্তারা বাড়িতে বসে গিয়েছেন আমি তাঁদের প্রত্যেকের কাছে যাব। হাত জোড় করে দলের প্রচারে নামাবো। পুরনো ও নতুন কর্মীদের মিশেলেই জয় হাসিল করতে হবে। নইলে মেদিনীপুর লোকসভা আসনের মতো এত ভালো কেন্দ্র আমরা জিততে পারব না।’ এরপর সবথেকে বড় আঘাত আসে লোকসভা নির্বাচনের মাঝেই বিজেপি থেকে শক্তিপদ নায়েক সরে যেতে। ’৯৮ সাল থেকে বামফ্রন্ট থেকে এসে মোহনপুর এলাকায় বিজেপির প্রতিষ্ঠা করেছিলেন এই শক্তিপদ। শুধু তাই নয়, তাঁরই হাত দিয়ে দলে যোগদান করেছিলেন মোহনপুরের বর্তমান নেতৃত্বরা।

*বিস্তারিত দুয়ের পাতায়*

# শ্রেণিবদ্ধ বিজ্ঞাপন

## নাম-পদবী

আমি অমল বিশ্বাস, পিতা-কেষ্ট মোহন বিশ্বাস ১২/৩/২৪ এক্সিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেট কৃষ্ণনগর কোর্টে এফিডেভিটে অমল বিশ্বাস ও অমল চন্দ্র মন্ডল উভয়ে একই ব্যক্তি হলাম। আমার আসল নাম অমল বিশ্বাস। গ্রাম- তেঘরিয়া পোষ্ট জয়পুর নদীয়া।

## বিজ্ঞপ্তি

জেলা- হুগলী, মোকাম চুঁচুড়াস্থিত মাননীয় জেলা জজ আদালত।

মিস কেস নং ১৮৫/২৩

**দরখাস্তকারীঃ- শ্রীমতি প্রিয়াংকা চৌধুরী**, স্বামী- ঁগৌতম চৌধুরী, সাং- 'গৌরাঙ্গ ভবন', ময়নাডাঙ্গা, পোঃ-চুঁচুড়া আর. এস, থানা-চুঁচুড়া, জেলা- হুগলী, পিন-৭১২১০২।

এতদ্বারা সর্ব্ব সাধারনকে জানানো যাইতেছে যে, নাবালিকা রুদ্রাক্ষী চৌধুরী, পিতা- ঁগৌতম চৌধুরী -এর নামীয় নিম্ন তপশীল ভুক্ত সম্পত্তি বিক্রয়ের অনুমতি চাহিয়া দরখাস্তকারী অত্র আদালতে উপরোক্ত মোকর্দ্দমা দায়ের করিয়াছেন। এ বিষয়ে কাহারো কোনও আপত্তি থাকিলে অত্র বিজ্ঞপ্তি জারীর ৩০ (ত্রিশ) দিনের মধ্যে স্বয়ং অথবা নিযুক্তীয় উকিলবাবু মাধ্যমে তাহা জানাইবেন, অন্যথায় আইন মোতাবেক একতরফা শুনানী হইবে।

তপশীল সম্পত্তি

জেলা- হুগলী, থানা- চুঁচুড়া, মৌজা- সিমলা, জে. এল. নং- ১৬

১) খতিয়ান নং ৪৬৮, দাগ নং- ১৭৯৬, ভিটি, পরিমান- ৫৩ শতক তৎসহ গৃহাদি।

২) খতিয়ান নং ৮১৮, দাগ নং- ১৮৪১, ভিটি, পরিমান- ৪৮ শতক তৎসহ বৃক্ষাদি।

৩) খতিয়ান নং- ৫৩৫, দাগ নং- ১৭৯৫, শালি, পরিনাম- ৪০ শতক যাহাতে নাবালিকার ১/২৪ অংশ রহিয়াছে।

**দরখাস্তকারীর পক্ষে**
**স্বাগতা চক্রবর্ত্তী**
**উকিলবাবু**
**হুগলী জেলা জজ আদালত**

**আদালতের অনুমত্যানুসারে**
**শ্রী চরণ সিং,**
**সেরেস্তাদার**
**হুগলী জেলা জজ আদালত**

## NOTIFICATION

This is for the notification and acknowledgement of all concerned that an exchange of property as per land schedule noted below has been done between Smt. Rama Sarangi, W/o - Dr. Bimal Bihari Sarangi of Village - Mahammadpur, P.O. & P.S. - Belda, Dist. Paschim Medinipur, PIN 721424, and the school administration of Belda Gangadhar Academy of Village - Deuli, P.O. & P.S. - Belda, Dist. - Paschim Medinipur, PIN - 721424, as per registered Deed of Exchange being No - 1711/2023 dated - 01 March, 2023 registered in presence of ADSR, Narayangarh, Dist. - Paschim Medinipur. On behalf of the school administration of Belda Gangadhar Academy this Deed of Exchange has been executed by Sri Dhananjoy Samanta, S/o - Late Durgapada Samanta, B.D.O., Narayangarh Block, Vill., P.O. & P.S. - Belda, Dist. - Paschim Medinipur, PIN - 721424 as well as the Administrator of Belda Gangadhar Academy, and on behalf of Smt. Rama Sarangi this exchange deed has been signed by Sri Sitansu Sekhar Ray Mahapatra, S/o - Late Atal Bihari Ray Mahapatra, of Vill. - Deuli, P.O. & P.S. Belda, Dist. Paschim Medinipur, PIN - 721424, her Constituted Attorney, appointed by Smt. Rama Sarangi as per Power-of Attorney Deed No - IV-10, executed on dated 25.02.2000 in presence of ADSR, Narayangarh, Dist. - Paschim Medinipur.

This Deed of Exchange will be processed for mutation duly after one month from the date of the publication of this notification.

**Schedule of Property Transferred to Belda Gangadhar Academy by Smt. Rama Sarangi in P.S. - Belda, Dist. - Paschim Medinipur**

**1)** Mouza – Deuli, J.L. No-312, Khatian No -272/1 (Sabek)/2594 (Hal) Plot No-2120, Measuring Area - 0.1458 acre.
**2)** Mouza – Deuli, J.L. No-312, Khatian No - 582/1 (Sabek)/2594 (Hal) Plot No-2122, Measuring Area - 0.0438 acre.
**3)** Mouza – Deuli, J.L. No-312, Khatian No-272 (Sabek), Plot No-2120/2629, Measuring Area - 0.030 acre.
**4)** Mouza – Deuli, J.L. No-312, Khatian No - 388 (Sabek)/2594 (Hal) Plot No – 2008, Measuring Area - 0.020 acre.

**Schedule of Property Transferred to Smt. Rama Sarangi by Belda Gangadhar Academy in P.S. - Belda, Dist. - Paschim Medinipur**

Mouza – Deuli, J.L. No-312, Khatian No-1227 (Sabek)/1540 (Hal), Plot No-2121, Measuring Area - 0.125 acre.

**Manoj Bhakta**
**ADVOCATE**
**Judge's Court Midnapore**

শ্রেণীবদ্ধ বিজ্ঞাপনের জন্য যোগাযোগ করুন-মোবাইল
৯৩৩১০৫৯০৬০
৯০০৭২৯৯৩৫৩
৯৮৭৪০ ৯২২২০

## আজকের দিনটি কেমন যাবে ?

**আজ ২৩ শে মে , ৯ ই জ্যৈষ্ঠ । বৃহঃ বার। পুর্নিমা তিথি, জন্মে বৃশ্চিক রাশি, অষ্টোত্তরী বুধের দশা, বিংশোত্তরী বৃহস্পতি র মহাদশা। মৃতে দ্বিপাদ দোষ।**

**মেষ রাশি :** সতর্কতা পরিবারের কোন সদস্য দ্বারা আনন্দবৃদ্ধি হলেও সতর্ক দৃষ্টি রাখা উচিত। ছাত্র-ছাত্রীদের জন্যে সুখবর বৃদ্ধি। কর্মে নতুন আসার পথ দেখা যাচ্ছে। মন্ত্রঃ গণেশ মন্ত্র।

**বৃষ রাশি :** আনন্দাদি। কর্মে যোগাযোগের দ্বারা নতুন পথে পরিচালিত হওয়া যাবে। বিশেষত যারা NGO তে কাজ করেন তাদের সতর্ক থাকতে হবে। বেতনভুক কর্মের দ্বারা খ্যাতি। লেখক-সাংবাদিকদের সুখবর প্রাপ্তি। বিদ্যার্থীদের জন্যে সুখবর মন্ত্র। ওঁম নমঃ শিবায়।

**মিথুন রাশি:** অতীব শুভদিন। স্বজন-দ্বারা পরিচালিত, কোনও নিমন্ত্রণে আনন্দাহি। নিজ নামে নয়-এমন কোন সম্পত্তি থেকে অর্থ প্রাপ্তি। কোনও প্রতিবেশীর দ্বারা সমস্যা মুক্তি সম্ভব।

**কর্কট রাশি :** আজ চিন্তা করতে হবে। আজ সচেতন থাকতে হবে। কর্ম প্রার্থীদের জন্যে অতবী শুভদিন। পরিবারে শান্তির বাতাবরন। বৈবাহীক জীবনে, দাম্পত্য জীবনে সুখ প্রাপ্তি, বিদ্যাযোগে-ধৈয্য রাখতে হবে। মন্ত্রঃ গণেশ মন্ত্র।

**সিংহ রাশি :** ভ্রমণে বিষযোগ। পরিবারে কোনও নিমন্ত্রিত সদস্যর দ্বারা, বিভ্রান্তি মূলক আচরনে দুঃখপ্রাপ্তি। ছাত্র-ছাত্রীদের জন্যে সুখবর। গবেষকদের লক্ষ্য পূরণে সময় প্রয়োজন। মন্ত্রঃ বিষ্ণুদেব মন্ত্র।

**কন্যা রাশি :** একরাশ কালো মেঘ থাকলেও আনন্দ প্রাপ্তি।বাণিজ্য বৃদ্ধি। জমি-বাড়ি সংক্রান্ত কাজের মধ্যে যারা রয়েছেন, তাদের লাভ প্রাপ্তি। খাদ্য দ্রব্যের কেমিক্যাল দ্রব্যের ব্যাবসায়িদের লাভ প্রাপ্তি। দাম্পত্য শুভ। বৈবাহীক বিষয়ে কথা পাকা হবে। মন্ত্র দূর্গা দেবী।

**তুলা রাশি :** দাম্পত্য জীবনে স্ত্রীর কর্তব্য হবে স্বামীর সঙ্গে বসে সমস্যা সমাধান করা। প্রবীন নাগরিকদের শারীরিক পীড়া, ধৈয্যচ্যুতি-তে ক্ষতি। ভ্রমনে শান্তি নেই। পারিবারিক কোন কনিষ্ঠ সদস্যর বুদ্ধির দ্বারা সমস্যার সমাধান সম্ভব। মন্ত্রঃ তারা দেবীনীল সরস্বতী।

**বৃশ্চিক রাশি :** প্রবীন নাগরিকের জন্য সম্মান প্রাপ্তি।ব্যাংক ইন্স্যুরেন্স, সম্বদ্বিত কর্মে নজর দেওয়া উচিত। বিশ্বাস রাখা ভালো, কিন্তু বিশ্বাসের পাত্রকে একবার পরীক্ষা করা প্রয়োজন। বিজ্ঞান বিষয়ে কর্মে যারা ব্রতী, তাদের উন্নতি নিশ্চিত। মন্ত্রঃ দেব নারায়ণ।

**ধনু রাশি :** প্রেম শুভ। বৈবাহিক জীবনের বাঁধা কি করে কাটবে ? গোড়ায় গলৎ। মাঙ্গলিক যোগ কি খন্ডন হয়েছিল ? এক প্রতিবেশীর আচরনে দুঃখ প্রাপ্তি। আইনি বিষয়ে সতর্কতা। জমি-বাড়ি-বাস্তু বিষয়ে সতর্কতা। বিদ্যার্থীদের সচেতনা প্রয়োজন। গৃহ-বিবাদের কারেন মনদুঃখ মন্ত্রঃ দেব গণেশ।

**মকর রাশি :** কোন পুরাতন বান্ধবের অসহযোগিতা আজ দুঃশ্চিন্তার কারন হবে।নৈরাশ্য-হতাশা থাকবে। যন্ত্রাংশ বা লৌহ আকরিক ব্যাবাসয়ীদের জন্যে কিছু সুখবর। ছাত্র-ছাত্রীদের জন্যে শুভ। মন্ত্রঃ কালীমন্ত্র।

**কুম্ভ রাশি :** গৌর বর্নের কোন বন্ধু বা বান্ধবী দ্বারা নতুন পথে চলতে হবে।সকলকে আপন করতে গিয়ে বিরূপ সমালোচনা হবে। মন্দিরে কেন যাচ্ছেন না? দেববদেবী কৃপালাভে সমস্যা মুক্তির পথ দেখা দেবে। বৈবাহীক জীবনে ভুল বোঝাবুঝি। বিতর্ক বিবাদ। মন্ত্র কালীমন্ত্র।

**মীন রাশি :** নার্ভের পীড়া। প্রবীন নাগরিকদের পেনশন সংক্রান্ত বিষয়ে দুঃশ্চিন্তা বৃদ্ধি হলেও সমস্যার পথ। বন্ধু বান্ধবের পরামর্শ নেওয়া র আগে এক বার অন্তরাত্মাকে একাধিক বার জিজ্ঞেস করে সিদ্ধান্ত নিতে হবে।দেশের বাইরে আছে এমন এক সন্তানের জন্যে দুঃশ্চিন্তা থাকবে। মন্ত্র শিবমন্ত্র।

**(আজ বুদ্ধ পূর্ণিমা। দেবী গন্ধেশ্বরী পুজা )**

**ঘোষণা-** এই পত্রিকায় প্রকাশিত বিজ্ঞাপনের সত্যতা সম্পর্কে এজেন্ট বা পত্রিকা কর্তৃপক্ষ কোনওভাবে দায়বদ্ধ নয়।

## বিজ্ঞপ্তি

জেলা- হুগলী, মোকাম চুঁচুড়াস্থিত অতিরিক্ত সিভিল জজ (জুনিঃ ডিঃ) আদালত

২০২২ সালের ৩৬৯ নং দেওয়ানী মোকর্দ্দমা

**বাদীঃ- সমীর গুছাইত**
**-বনাম-**
**বিবাদীঃ- রাজু রায় দীং**

উপরোক্ত মোকর্দ্দমায় ৬ নং বিবাদী শ্রীমতী বন্যা সিংহ (মজুমদার) স্বামী সুমিত সিংহ নাম নথীভুক্ত রহিয়াছে, কিন্তু বর্তমানে বন্যা সিংহ (মজুমদার) জেলা- হুগলী, থানা-ধনিয়াখালী, পোঃ- দশঘড়া, শ্রীকৃষ্ণপুর পূর্বপাড়া বসবাস করেন না। শ্রীমতী বন্যা সিংহ (মজুমদার) আপনি অত্র বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের ৩০ দিনের মধ্যে আপনি স্বয়ং অথবা নিযুক্ত উকিলবাবু মারফত অত্র আদালতে উপস্থিত হইয়া আপনার বক্তব্য লিখিত আকারে জানান অন্যথায় আপনার বিরুদ্ধে একতরফা শুনানী হইবে ।

**আবেদনকারীর পক্ষে**
**কেয়া চন্দ্র**
**উকিলবাবু**

**আদালতের অনুমত্যানুসারে**
**সেরেস্তাদার**
**Civil Judge (Jr. Divin.)**
**Addl Court, Hooghly**

## বিজ্ঞপ্তি

জেলা-হুগলীর জেলা ডেলিগেট আদালত

২০২৩ সালের ৩২ নং এ্যাক্ট ৩৯ মোকর্দ্দমা

**দরখাস্তকারিনীঃ - সীমা দাস**

স্বামী- ঁবিদ্যুৎ কুমার দাস, সাং- পোলবা, পোঃ ও থানা- পোলবা, জেলা-হুগলী।

এতদ্বারা জানানো যাইতেছে যে, অত্র দরখাস্তকারিনী তাহার মৃত স্বামীর বিদ্যুৎ কুমার দাস এর ত্যক্ত (টেন্ডার নং- ৩৩৪ (ডি / সি) ২০১৮ - ২০১৯ ই ই / এ ডি । ডি ) ইরিগেশন ও ওয়াটার ওয়ে ডাইরেক্টর অফিস অফ দি একজিকিউটিভ ইঞ্জিনিয়ার লোয়ার দামোদর ইরিগেশন ডিভিশন গভমেন্ট পশ্চিমবঙ্গ এ - বক্রি ও সিকিউরিটি বাবদ ৪৩১০১/, বিল বাবদ ৪৭৪৬৭৮/ এবং ইন্টারেস্ট টাকা ৯৬০০/- মোট ৫,২৭,৬৭৯ /- টাকা মাল্যের সাকশেসনের জন্য অত্র আদালতে উক্ত কেস রুজু করিয়াছেন, তাহাতে কাহারও কোন আপত্তি থাকিলে অত্র বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের ৩০ দিনের মধ্যে আপনি স্বয়ং বা উকিল বাবুর মারফৎ হাজির হইয়া আপত্তি দাখিল করিবেন অন্যথায় উক্ত দরখাস্তকারিনীর অনুকূলে একতরফা আদেশ কার্য্যকর হইবে

**নিবেদন ইতি-**
**দরখাস্তকারীনির পক্ষে**
**অশেষ চন্দ্র ভট্টাচার্য্য**
**উকিলবাবু**

**আদালতের অনুমত্যানুসারে**
**শ্রী চরণ সিং**
**সেরেস্তাদার**
**ডিষ্ট্রিক্ট জেলা জজ আদালত**
**হুগলী**

## বিজ্ঞপ্তি

**আমমোক্তারনামা**

**১) শ্রী সঞ্জয় ভট্টাচার্য্য, ২) শ্রী শৈবাল ভট্টাচার্য্য**, উভয়ের পিতা-ঁনির্মল কৃষ্ণ ভট্টাচার্য্য, **৩) শ্রীমত্যা শুক্লা ভট্টাচার্য্য**, স্বামী- সমীর ভট্টাচার্য্য, **৪) শ্রী শুভজিৎ ভট্টাচার্য্য**, পিতা- ঁসমীর ভট্টাচার্য্য সকলের ধর্ম- হিন্দু (ভারতীয় নাগরীক), পেশা-১ ও ২ অবসরপ্রাপ্ত ও ৩ নং গৃহকর্ম ৪ নং ব্যবসা, সকলের সাং- ঘোষপাড়া, পোঃ-গুপ্তিপাড়া থানা-বলাগড়, জেলা- হুগলী। **৫) শ্রীমতী সুমিতা ব্যানার্জ্জী** ওরফে সমিতা ভট্টাচার্য্য, স্বামী- সুধীন্দ্র নাথ ব্যানার্জ্জী, পেশা-গৃহকর্ম, সাং-রায়পাড়া, পোঃ-কৃষ্ণদেবপুর, থানা-কালনা, জেলা-পূর্ব বর্ধমান। **৬) ইক্রামুল সেখ**, পিতা-মরহুম ফজল সেখ, ধর্মে-মুসলমান (ভারতীয় নাগরীক), পেশা-ব্যবসা, সাং-আয়দা মুসলমানপাড়া, পোঃ- গুপ্তিপাড়া, থানা-বলাগড়, জেলা-হুগলী। **৭) সেখ রাজিয়াল ওরফে রজিয়াল**, পিতা- মরহুম জুড়ন সেখ, ধর্মে-মুসলমান পেশা- ব্যবসা, সাং-আয়দা, পোঃ- আয়দা কিসমত, থানা-বলাগড়, জেলা-হুগলী। ১ হইতে ৫ নং বিক্রেতাগন ইংরাজী ২৭/০১/২০২৩ তারিখে ডি. এস. আর-১ অফিসে রেজিষ্ট্রীকৃত ৩৪৫ নং আমমোক্তার নামা এবং ৬ নং বিক্রেতার পক্ষে বিগত ইংরাজী ২৮/১২/২০২২ তারিখে ডি, এস. আর-১ অফিসে রেজিষ্ট্রীকৃত ১৩৮১৪ নং আমমোক্তার নামা এবং ৭ নং বিক্রেতার পক্ষে বিগত ইংরাজী ২৭/০১/২০২২ তারিখে ডি. এস. আর-১ অফিসে রেজিষ্ট্রীকৃত ১২০০ নং আমমোক্তার নামামূলে আমাকে **শ্রী গৌতম চট্টোপাধ্যায়**, পিতা- দীননাথ চট্টোপাধ্যায়, ধর্মে-হিন্দু, পেশা- ব্যবসা, সাং- ঘোষপাড়া, পোঃ- গুপ্তিপাড়া, থানা-বলাগড়, জেলা- হুগলী, আমমোক্তার হিসাবে নিযুক্ত করেন। নিম্ন তপশীল সম্পত্তি কোবালা দলিল মুলে বিক্রয় করিতেছি।

**তপশীল সম্পত্তি**

জেলা ও সাব রেজিষ্ট্রী অফিস হুগলী থানা বলাগড় এর অধীন জে.এল নং-৭ আরাজী গুপ্তিপাড়া মৌজায় রায়ত স্বত্বের :-

এল আর ১৩৫৪ নং খতিয়ান ভুক্ত :-আর, এস ও এল আর ৫৭/৪৭৯ নং দাগে বাগান জমি ষোল আনায় ৩০ শতক । এল আর ১৭৮ নং খতিয়ান ভুক্ত :-আর এস ও এল আর ৫৮ নং দাগে বাগান জমি ষোল আনায় ১৫৯ শতক।এল আর ৭০৬,৭০৭,৭০৮, ৭০৯, ৭১০, ৭১১, ৭১২ নং খতিয়ান ভুক্ত :-আর এস ও এল আর ৫৯ নং দাগে বাগান জমি ষোল আনায় ১২ শতক । এল আর ৭০৬, ৭০৭, ৭০৮, ৭০৯, ৭১০, ৭১২ নং খতিয়ান ভুক্ত :-আর এস ও এল. আর ৬০ নং দাগে বাগান জমি ষোল আনায় ৩৮ শতক।একুনে উক্ত চারটি দাগে মোট ২৩৯ শতক আমমোক্তারকৃত সম্পত্তি হইতেছে।

এতদ্বারা সকলকে অবগত করা হইতেছে যে যদি কাহারও কোন আইনানুগ আপত্তি বা অধিকার থাকে তার জন্য ১ মাসর মধ্যে সঠিক পদক্ষেপ গ্রহন করিবেন।

**ইতি-**
**গৌতম চট্টোপাধ্যায়**
**ঘোষপাড়া, গুপ্তিপাড়া, বলাগড়, হুগলী**

শ্রেণীবদ্ধ বিজ্ঞাপনের জন্য যোগাযোগ করুন-মোঃ
৯৮৩১৯১৯৭৯১

## বিজ্ঞপ্তি

আমি চন্দ্রীমা বন্দোপাধ্যায়, পিতা- মৃত বৈদ্যনাথ বন্দোপাধ্যায়, সাং- কৃষ্ণনগর, থানা- কোতয়ালি, জেলা- নদীয়া বিগত ইং ২৫/০৪/১৯৮৬ এবং ২২/০১/১৯৮৭ তারিখে পাওয়ার এ্যাটনী নং ১৩৮/১৯৮৬ এবং ৩২/১৯৮৭ (এ.ডি.এস. আর সদর কৃষ্ণনগর) বলে তপশীল বর্ণিত সম্পত্তি সুভাষ চন্দ্র দাস ও কল্পনা দাস কে বিক্রয় করেন। এক্ষনে কাহারো কোন আপত্তি থাকিলে হাঁসখালি বি.এল.এ্যান্ড.এল. আরও অফিসে ৩০ দিনের মধ্যে যোগাযোগ করিবেন।

**তপশীল**

থানা- হাঁসখালি, জেলা- নদীয়া, মৌজা-১৪ নং নতুনগ্রাম, খতিয়ান নং এল.আর ৭১২, ৮২৭, ৮২৮, ৮২৯, ৮৩০, ৮৩১, ৮৩২, এবং ৮৩৩, এল.আর দাগ নং-৩৬৮, রকম- আউস, পরিমান ৫২ শতক, এল.আর দাগ নং-৩৬৬, রকম- আউস, পরিমান ০৭ শতক, এল.আর দাগ নং-৩৫১, রকম- আউস, পরিমান ৩৫ শতক

**Apurba Biswas(Advocate)**

## শ্রেণিবদ্ধ বিজ্ঞাপন গ্রহণ কেন্দ্র

**উত্তর ২৪ পরগনা**

**অ্যাড কানেক্সন**
সন্তোষ কুমার সিং
হোম নং -৩, বিএল নং-১৮, মেঘনা মোড়, পোস্ট ও থানা-জগদ্দল, উত্তর ২৪ পরগনা, ফোন- ৮৩৩৬০ ৮৮৭২১
ইমেইল- **adconnexon@gmail.com**

**এ.এন. বিজ্ঞাপন গ্রহনকেন্দ্র**
সেখ আজাহার উদ্দিন, বারাসাত, জেলা- উত্তর ২৪ পরগনা, কলকাতা-৭০০১২৪, মোঃ- ৯৭৩৩৬৫২৬৩৬

**হুগলি**

**মা লক্ষ্মী জেরক্স সেন্টার,** সবাণী চ্যাটার্জি, ঠিকানা কোটের ধার ওল্ড জেলা পরিষদ, চুঁচুড়া, জেলা হুগলি, পিন: ৭১২১০১, মোঃ ৯৪৩৩১৬৮৯১৮।

**জিৎ অ্যাডভার্টাইজিং এজেন্সি,** প্রসেনজিৎ সামন্ত, ঠিকানা- দলুইগাছা, সিঙ্গুর, বন্ধন ব্যাঙ্কের পাশে, জেলা- হুগলী, পশ্চিমবঙ্গ, মোঃ ৯৮৩১৬৯৯২৪৪

**নদিয়া**

**টাইপ কর্ণার,** নিরঞ্জন পাল, ঠিকানা : কালেক্টরি মোড়, এসপি বাংলোর বিপরীতে, পোঃ কৃষ্ণনগর, জেলাঃ নদিয়া, পিন: ৭৪১১০১, মোঃ ৯৪৭৪৩৩৪৯৭৮

**রাজ টেলিকম,** অমিতাভ বিশ্বাস, ঠিকানা: করিমপুর, জেলা নদিয়া, মোঃ ৯৪৩৪৪২০৬৮৬/ ৯০৯৩৬৮৮৫৩০।

**সুজয়া উদ্যোগ সমূহ,** শ্রীধর অঙ্গন, বাজার রোড, নবদ্বীপ, নদিয়া-৭৪১৩২, মোঃ ৯৩৩৩২২০৬৫৯।

**অবসর,** ডি. বালা, চাকদহ, নদিয়া। মোঃ ৭৪০৭৪৮০১০৮।

**সবিতা কমিউনিকেশন,** প্রোঃ- রুমা দেবনাথ মজুমদার, ৪/১ প্রাচীন মায়াপুর ৩য় লেন, পোস্ট ও থানা- নবদ্বীপ, জেলা- নদীয়া, পিন-৭৪১৩০২, মো-৮১০১৩ ৭৩৫৮১

**পূর্ব মেদিনীপুর**

**আইনক্স অ্যাড এজেন্সি**
সুরজিৎ মাইতি, পিটপুর, কেশপাট, পূর্ব মেদিনীপুর-৭২১১৩৯, মোঃ ৯৭৩২৬৬৩০৫২

**শ্যাম কমিউনিকেশন,** দেবব্রত পাঁজা, দেউলিয়া বাজার, জেলা - পূর্ব মেদিনীপুর, পিন: ৭২১১৫৪, মোঃ ৯৪৭৪৪৪৬৮৯৬/ ৭০৭৪৪৯৩৭৯৬

**মানসী অ্যাড এজেন্সি, শশধর মান্না, মেচেদা ও তমলুক,** ঠিকানা: কাকডিহি, মেচেদা, কোলাঘাট, জেলা - পূর্ব মেদিনীপুর, পিন ৭২১১৩৭, মোঃ ৯৮৩২৭০৯৮০৯/ ৯৯৩২৭৭০৭৬৭

**পশ্চিম মেদিনীপুর**

**মহালক্ষ্মী অ্যাডভার্টাইজিং এজেন্সি** দুর্গেশ চন্দ্র শুক্লা, ঠিকানা: হোল্ডিং নং. ১৬৮/১৪২, ওয়ার্ড নং-১৬, ভগবানপুর কালী মন্দিরের কাছে, খড়্গপুর টাউন, পশ্চিম মেদিনীপুর-৭২১৩০১
মোঃ ৮৯১৮০৬৩৪৪৬

**মুর্শিদাবাদ**

**পি' অ্যাডস্ সলিউশন,** অমিত কুমার দাস, ১৬৭, দয়ানগর রোড, পোঃ- খাগড়া, জেলা- মুর্শিদাবাদ, পিন-৭৪২১০৩। মোঃ ৯৪৭৪৫৭৮৬৩৫/ ৮৪৩৬৯৯৩০১৯।

**বীরভূম**

**সংবাদ সারাদিন,** মৃণালজিৎ গোস্বামী, সিউড়ি, নিউ জঙ্গলপাড়া, বীরভূম-৭৩১১০১। মোঃ ৯৬৭৪১৭০২২৪, ৯৭৭৫২৭৬০২১।

**মিডিয়া হাউস,** প্রঃ- পরিতোষ দাস, কীর্ণাহার স্টেশন রোড, থানা- নানুর, বীরভূম। মোঃ ৯৪৩৪৩৪৮৮১৯, ৯১৫৩০৬০২০৯।

**লক্ষ্মী অনুষ্ঠান ভবন,** প্রযত্নে দীপক কুমার মণ্ডল, নতুন বাসস্ট্যান্ড, রামপুরহাট, বীরভূম। মোঃ ৯৯৩৩০০২৭৩১/ ৯৩৩৩৩১২৬৭১।

**পুরুলিয়া**

**অরিজিৎ সেন,** চকবাজার, কাপড়গলি, বনমালি সেন লেন, পুরুলিয়া-৭২৩১০১, মোঃ ৯৮৫১১৯৮১৬০।

**হাওড়া**

**ঋদ্ধি সিদ্ধি, বিজয় কুমার শ,** রঞ্জিত জেরক্স, ৭, ঋষি বঙ্কিম চন্দ্র রোড, বিল্ডিং, হাওয়া কোর্ট, স্টল নং ০৭, হাওখা-৭১১১০১, ফোন- ৯৩৩০৬৬৯৫১৮

# কলকাতা মেট্রোতে চালু হতে চলেছে সিবিটিসি সিগন্যালিং ব্যবস্থা

**নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা:** মহানগর কলকাতার লাইফ লাইন কলকাতা মেট্রো। ব্যস্ত শহরের যানজট এড়িয়ে খুব অল্প সময়ের মধ্যে শহরের এক প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্তে পৌঁছে যেতে শহরবাসীর এখন প্রথম পছন্দ মেট্রোই। কলকাতা মেট্রোর তরফ থেকে জানানো হচ্ছে, যাত্রী নিরাপত্তাকে ও যাত্রী স্বাচ্ছন্দ্যকে সবসময়ই সর্বোচ্চ গুরুত্ব দিয়ে দেখেছে কলকাতা মেট্রো। আর এবার সেই লক্ষ্যেই সিগনালিং ব্যবস্থাকে আরও আধুনিক করে তোলা হচ্ছে। স্পেন, ডেনমার্ক-সহ অন্যান্য উন্নত দেশগুলির মতো কলকাতা মেট্রোতেও চালু হতে চলেছে কমিউনিকেশন বেসড ট্রেন কন্ট্রোল অর্থাৎ সিবিটিসি সিগনালিং ব্যবস্থা। এখন জোকা থেকে এসপ্ল্যানেড এবং কবি সুভাষ থেকে বিমানবন্দর পর্যন্ত মেট্রোর করিডোরে এই উন্নত সিগনালিং ব্যবস্থা চালু করা হচ্ছে। যার জন্য খরচ হবে প্রায় ৮০০ কোটি টাকা। কলকাতা মেট্রোর কর্তাদের মতে, এই অত্যাধুনিক সিগনালিং ব্যবস্থা অত্যন্ত নিরাপদ। এটি ট্রেন পরিচালন ব্যবস্থাকে আরও নমনীয় করে তুলবে বলেই মত তাঁদের। স্পেন, ডেনমার্কের মতো দেশগুলিতে এই সিগনালিং ব্যবস্থার ফলে মোটরম্যান ছাড়াই মেট্রো চালানো সম্ভব হচ্ছে। দিল্লি মেট্রোও মোটরম্যান-বিহীন মেট্রো পরিষেবা চালু করেছে। এখানে বলে রাখা শ্রেয়, কলকাতা মেট্রোতে সিবিটিসি সিগনালিং ব্যবস্থায় অটোমেটিক ট্রেন অপারেশনস (এটিও) মোডে (অর্থাৎ স্বয়ংক্রিয় ট্রেন পরিচালন ব্যবস্থায়) ট্রেন চালানোর সময় মোটরম্যানদের কোনও ভূমিকা থাকে না। তাঁরা কেবল বোতাম টিপে দরজা বন্ধ ও স্টেশন থেকে ট্রেন ছাড়ার কাজটি করেন। ভারতের অন্যান্য মেট্রোতে এই কাজ যাঁরা করেন তাঁদের ট্রেন অপারেটর বলে।

কলকাতা মেট্রো নতুন করিডোরগুলি ছাড়াও পুরনো নর্থ-সাউথ করিডোরেও এই সিবিটিসি ব্যবস্থা বসানো হচ্ছে। এর জন্য বরাদ্দ হয়েছে ৫০০ কোটি টাকা। এই কাজে অভিজ্ঞ আন্তর্জাতিক সংস্থাকে এই সিগনাল বসানোর দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে। আগামী ৫ বছরের মধ্যে কলকাতা মেট্রোর পুরো নেটওয়ার্ক সিবিটিসি সিগন্যালিং ব্যবস্থার এটিও মোডে পরিচালিত হবে, সেরকমই টার্গেট নেওয়া হয়েছে। মেট্রো কর্তাদের মতে, এই বিষয়টি মেট্রো যাত্রীদের কাছে এক নতুন অভিজ্ঞতা হবে। এর ফলে প্রয়োজন হলে ট্রেনের সংখ্যাও বাড়ানো যেতে পারে।

# মমতার মন্তব্যে হাইকোর্টের দ্বারস্থ বিশ্ব হিন্দু পরিষদ

**নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা:** মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের মন্তব্যের পর সাধু-সন্তদের উপর আক্রমণ হতে পারে। এই আশঙ্কায় বুধবার কলকাতা হাইকোর্টের দ্বারস্থ বিশ্ব হিন্দু পরিষদ। তাদের দাবি, মুখ্যমন্ত্রীর বিরুদ্ধে আইনি পদক্ষেপ করুক কলকাতা হাইকোর্ট। প্রধান বিচারপতির এজলাসে এই আবেদনের শুনানি হবে। সম্প্রতি ভোট প্রচারে গিয়ে মুখ্যমন্ত্রী তথা তৃণমূল সুপ্রিমো মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের করা বেশ কিছু মন্তব্য নিয়ে বিতর্ক শুরু হয় বিভিন্ন মহলে। সাধু-সন্তদের নিয়ে কেন মন্তব্য করা হল, সেই প্রশ্ন তুলেছেন অনেকেই।

প্রসঙ্গত, আরামবাগের সভা থেকে মমতা বলেছিলেন, বহরমপুরের একজন মহারাজ আছেন। কার্তিক মহারাজ।

# পানিহাটিতে বয়স্ক নাগরিকদের ভোটগ্রহণ ঘিরে উত্তেজনা

**নিজস্ব প্রতিবেদন, ব্যারাকপুর:** বয়স্ক নাগরিকদের ভোটগ্রহণ নিয়ে বুধবার উত্তেজনা ছড়ালো পানিহাটি পুরসভার ১৭ নম্বর ওয়ার্ডের অমরাবতী এলাকায়। এদিন সকালে নির্বাচন কমিশনের লোকজন অমরাবতী এলাকায় বাড়ি বাড়ি গিয়ে বয়স্ক নাগরিকদের ভোটগ্রহনের কাজ শুরু করেন। দু'জন সিনিয়র সিটিজেনের ভোটগ্রহণ হতেই গন্ডগোলের সূত্রপাত হয়। অভিযোগ, বিজেপির এজেন্ট ছাড়াই ভোটগ্রহণের কাজ শুরু করে দেয় নির্বাচন কমিশনের লোকজন। নিয়ম অনুযায়ী, ভোটগ্রহণের সময় প্রতিটি দলের এজেন্টদের উপস্থিত থাকা দরকার। কিন্তু এদিন ভোটগ্রহণের সময় বিজেপির কোনও এজেন্ট ছিল না। বিজেপির যুব মোর্চা নেতা জয় সাহার নেতৃত্বে দলীয় কর্মীরা হাজির হন অমরাবতী এলাকায়। ভুয়ো বিজেপির এজেন্ট বানিয়ে ভোটগ্রহণের অভিযোগ তুলে সেক্টর অফিসার শুভাশিস চ্যাটার্জিকে ঘিরে বিক্ষোভ বিক্ষোভ দেখায় বিজেপি কর্মীরা। সিনিয়ার সিটিজেনদের ব্যালট ভোট ঘিরে পানিহাটির অমরাবতী এলাকায় তৃণমূল-বিজেপির মধ্যে তীব্র বচসা থেকে ধস্তাধস্তি বেধে যায়। দু'পক্ষের মধ্যে ধস্তাধস্তির জেরে উত্তেজনার সৃষ্টি হলে কেন্দ্রীয় বাহিনী উভয় পক্ষকে সরিয়ে দেয়। ঘটনা নিয়ে বিজেপির যুব নেতা জয় সাহার অভিযোগ, পানিহাটির ১৭ নম্বর ওয়ার্ডের ৩৮ নম্বর পার্টে দলীয় এজেন্ট ছিল না। ভুয়ো এজেন্ট বানিয়ে তাঁকে দিয়ে সই করে 'ফলস' ভোট দেয় তৃণমূল। এই বিষয়ে তারা নির্বাচন কমিশনের দ্বারস্থ হবেন। পাশাপাশি তারা সেক্টর অফিসারের বিরুদ্ধে আদালতে মামলাও করবেন। ভোটগ্রহণ নিয়ে পানিহাটির ১৭ নম্বর ওয়ার্ডের তৃণমূল সভাপতি বাপি চৌধুরী বলেন, ওই ওয়ার্ডে বয়স্ক নাগরিকের মাত্র ১৪ টা ভোট। এদিন ভোটগ্রহণের সময় বিরোধী দল সিপিএমের এজেন্ট ছিল। কিন্তু ওরা কোনও প্রতিবাদ করেনি। বিজেপি বহিরাগতদের এনে বিশৃঙ্খলার সৃষ্টি করেছে। তাঁর দাবি, এখানে কোনও ফলস ভোটিং হয়নি। যদিও বিজেপির তোলা অভিযোগ নিয়ে সেক্টর অফিসার কোনও প্রতিক্রিয়া দেননি।

# মুখ্যমন্ত্রীকে বরখাস্ত করা উচিত, বললেন অর্জুন সিং

**নিজস্ব প্রতিবেদন, ব্যারাকপুর:** কলকাতা হাইকোর্টের নির্দেশে বাতিল ২০১০ সালের পর রাজ্য সরকারের প্রদেয় সমস্ত ওবিসি শংসাপত্র। বুধবার খড়দা ও পানিহাটির জনসভা থেকে হাইকোর্টের এই রায় নিয়ে মুখ খোলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। তিনি সাফ জানিয়ে দেন, এই রায় মানব না। ওবিসি সংরক্ষণ যেমন চলছে, তেমনি চলবে। আদালতের রায় নিয়ে মুখ্যমন্ত্রীর প্রতিক্রিয়ার জবাবে ব্যারাকপুরের বিদায়ী সাংসদ অর্জুন সিং বলেন, একজন মুখ্যমন্ত্রী হয়ে হাইকোর্টের রায় মানি না বলছেন। উনি এটা বলতে পারেন না। মুখ্যমন্ত্রীকে বরখাস্ত করা উচিত। বিচার ব্যবস্থাকে মুখ্যমন্ত্রী চ্যালেঞ্জ করছেন বলে দাবি তাঁর। বিদায়ী সাংসদের কথায়, পাকিস্তানের কোনও মুখ্যমন্ত্রী যদি এই কথা বলতেন। তাহলে তাঁকে তৎক্ষনাৎ জেলে ঢুকিয়ে দেওয়া হত। ভাগ্যিস দেশের প্রধানমন্ত্রী মোদিজি।

# আপনার ঘরের আলো জ্বালান অর্ধেক খরচে এলইডির মাধ্যমে

**সত্যব্রত কবিরাজ**

সম্প্রতি দেশের গুরুত্বপূর্ণ সড়ক, সরকারি অফিস, পুরসভা, হাসপাতাল ইত্যাদি স্থানে এলইডি আলোর ব্যবহার বেড়ে গিয়েছে। এতে বিদ্যুৎ খরচ এবং ব্যবহারকারীর ব্যয় অর্ধেক হয়েছে বলে এক সমীক্ষায় দাবি করা হয়েছে। কলকাতা থেকে এক ইংরেজি দৈনিক টাইমস অব ইন্ডিয়ায় প্রকাশিত প্রতিবেদনে কলকাতা পুরসভার রাস্তার আলোর জন্য বিদ্যুৎ খরচ এবং কোষাগার থেকে খরচ কমেছে বছরে সত্তর কোটি টাকা বলে দাবি করা হয়েছে।

আগামী পাঁচ বছরে কলকাতা পুরসভা তার প্রধান কার্যালয়, অন্যান্য কার্যালয়গুলি, হাসপাতাল, বিদ্যালয়ের আলো এলইডিতে পরিবর্তন করার কর্মসূচি গ্রহণ করেছে। কলকাতা পুরসভায় ২০১৪ সালে প্রথম পরীক্ষামূলকভাবে প্রধান কার্যালয়ের একটি অংশে এবং আশপাশের কয়েকটি সড়কে যেমন এসএন ব্যানার্জি রোড ইত্যাদিতে তিনশো এলইডি লাইটের ব্যবহার শুরু হয়। এতে খরচের দিকটিতে সুরাহা মেলে। সিদ্ধান্ত হয় পুরসভার ১৪৪ টি ওয়ার্ডের সকল রাস্তার আলো এবং কার্যালয়গুলির আলো বদলে ফেলা হবে। সেই মতো কাজ শুরু হয় ২০১৮-১৯ সাল থেকে।

কলকাতা পুরসভার রাস্তাগুলিতে আলো দেওয়ার জন্য তিন লাখ লাইট পোল রয়েছে। ইতিমধ্যে দেড় লাখ পোলের আলো বদল করে এলইডি লাগানো হয়েছে। সুফল ফলেছে হাতে হাতে। রাস্তার আলোগুলি এলইডিতে পরিবর্তন করার ফলে প্রতিটির ক্ষেত্রে দু' হাজার টাকা করে সাশ্রয় হচ্ছে। সাধারণ ব্যবস্থায় আলো জ্বালানোর জন্য পুরসভার বছরে পনেরো কোটি টাকা খরচ হত। কিন্তু এলইডি অর্ধেক বদলের ফলে এখনই বিদ্যুৎ বিলের খরচ কমে হয়েছে ন' কোটি টাকা বলে পুরসভার লাইটিং বিভাগের এক আধিকারিক জানিয়েছেন। সকল পোলের আলো এবং কার্যালয়গুলির আলো বদল করা সম্ভব হলে বিদ্যুৎ বাবদ পুরসভার খরচ কমে হবে চার কোটি টাকা বছরে।

এলইডির আলো দেওয়ার ক্ষমতাও অনেক বেশি। রাতের বেলায় বাইক আরোহীদের দুর্ঘটনার সংখ্যাও কমেছে এলইডি লাইটের জন্য বলে জানা গিয়েছে। সোডিয়াম ভেপার লাইটের সংস্থাপনের জন্য খরচ হয় দশ হাজার টাকা। সেখানে এলইডি লাইট লাগাতে খরচ আট হাজার টাকা। যেখানে সোডিয়াম ভেপার লাইট লাগাতে হত চারশো ওয়াটের সেখানে এলইডি লাগে দুশো ওয়াটের। লাইট বদলের কর্মসূচি রূপায়ণের জন্য কলকাতা পুরসভা দেড়শো কোটি টাকা বরাদ্দ করেছে। ২০২৯ সালের মধ্যে কলকাতায় আলো বদলানোর কাজ শেষ হয়ে যাবে বলে আশাপ্রকাশ করেছেন সংশ্লিষ্ট আধিকারিক।

সাধারণ মানুষও এই এলইডি আলো ব্যবহার করে বিদ্যুৎ খরচ কমাতে পেরেছেন। এখন দেখা যাক এলইডি কী?

আলোক নিঃসারী ডায়োড বা লাইট এমিটিং ডায়োড বা সংক্ষেপে এলইডি। এলইডি এমন একটি অর্ধপরিবাহী ডায়োড। এলইডি এমন একটি অর্ধপরিবাহী যন্ত্রাংশ, যা কিনা আলোও বিকিরণ করে। এটি বিভিন্ন রংয়ের হয়ে থাকে, প্রায় প্রতিটি ইলেক্ট্রনিক্সের যন্ত্রে এর ব্যবহার হয়ে থাকে। মোবাইল ফোনের কি প্যাড জ্বলে ওঠাও এই এলইডির অবদান। এতে খুবই কম তড়িৎ প্রবাহ প্রয়োজন হয়। সাধারণত ১০-২০ মিলি এম্পিয়ার কারেন্ট ও ৩ ভোল্ট একটি এলইডি জ্বালানোর জন্যে ব্যবহার হয়। রাস্তায় ইদানিং যে বড় স্ক্রিনের টিভি দেখা যায়, তাও অসংখ্য এলইডির সমন্বয়। এগুলির এক একটি সাতটি পর্যন্ত রং প্রদর্শন করতে পারে।

# ইউপিআই পেমেন্ট ভিত্তিক টিকিটিং ব্যবস্থা গ্রিন লাইন-১ করিডোরের সব স্টেশনে চালু

**নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা:** মেট্রো যাত্রীদের জন্য সুখবর। শিয়ালদার পর ইউপিআই পেমেন্ট ভিত্তিক টিকিটিং ব্যবস্থা গ্রিন লাইন - ১ করিডোরের সল্টলেক সেক্টর ফাইভ থেকে ফুলবাগান- অবশিষ্ট এই সাতটি স্টেশনেও চালু ২০ মে থেকে। এর ফলে শিয়ালদা থেকে সল্টলেক সেক্টর ফাইভ-গ্রিন লাইন -১ করিডোরের সব কটি স্টেশনের বুকিং কাউন্টার থেকে ইউপিআই পেমেন্ট ভিত্তিক টিকিটিং ব্যবস্থার সুবিধা পাওয়া যাচ্ছে। ফলে যাত্রীদের আর সঠিক ভাড়া দিয়ে টিকিট কাটার সমস্যার মুখে পড়তে হবে না। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য গ্রিন লাইন - ১ এর শিয়ালদা স্টেশনে এই টিকিটিং ব্যবস্থা সর্বপ্রথম চালু হয় ৭ তারিখে।

# গ্রামের মানুষের মন জয় করলেই দখলে আসবে মেদিনীপুর

*প্রথম পাতার পর...*

শক্তিপদ নায়েক ২০২১ সালের বিধানসভার ভোটে গুড্রদাঁড়িয়ে দাঁতন বিধানসভা কেন্দ্রে তৃণমূল প্রার্থী বিক্রমচন্দ্র প্রধানের কাছে মাত্র ৬২৩ ভোটে পরাজিত হন। যে শক্তিপদর নিজের এলাকায় ভালো সংগঠন তৈরিতে যথেষ্ট বড় ভূমিকা ছিল এণন তিনিই জানাচ্ছেন, আজ তিনি ব্রাত্য। সঙ্গে এও জানান, দলে পুরনো কর্মীদের কোনও সম্মান নেই। তৃণমূলকে হারাতে যে সমস্ত কর্মীরা এতদিন দলের হয়ে কাজ করে এসেছে, তাঁদেরকে দলের একশ্রেণির চাটুকাররা ব্রাত্য করে দিয়েছেন। পাশাপাশি এও বলেন, ২০১৯ এর লোকসভা নির্বাচনে দিলীপ ঘোষকে দাঁতন বিধানসভা কেন্দ্র থেকে ৬ হাজার ৭০০ ভোটের লিড এনে দিয়েছিলেন তিনিই। তিনি এও বলেন, জেলা জুড়ে আগামী দিনে একে একে পুরনো কর্মীরা দল ছাড়তে শুরু করবেন। অর্থাৎ, সবমিলিয়ে দলের মধ্যে যে একটা চাপা অসন্তোষ রয়েছে তা স্পষ্ট। আর এই প্রতিবন্ধকতাকে জয় করা মোটেই সহজ ব্যাপার হবে না অগ্নিমিত্রার। শুধু তাই নয়, ২০২৪-এর লোকসভা নির্বাচনে প্রার্থী চয়নে দিলীপ ঘোষকে এই কেন্দ্র থেকে সরিয়ে জুন মালিয়ার জয়ের রাস্তা বিজেপি অনেকটাই সহজ করে দিয়েছে বলেও মতপোষণ করছেন রাজনৈতিক বিশ্লেষকদের একাংশ। কারণ, অগ্নিমিত্রা জনসংযোগের দিক থেকেও প্রতিদ্বন্দ্বী জুন মালিয়ার থেকে পিছিয়ে। কারণ, জুন সহজেই মিশে যান সকলের সঙ্গে। অন্যদিকে অগ্নিমিত্রার এই সহজাত ক্ষমতাটা অনেকটা কম। তবে জুন মালিয়া সম্পর্কে বিদায়ী সাংসদ দিলীপ ঘোষের কটাক্ষ, 'সুন্দর মুখ দেখে মানুষ ভোট দেবে না। কারণ পুরানো দিনের অভিজ্ঞতা ভালো নয় মেদিনীপুরের মানুষের।'

তবে প্রচারে খামতি রাখছেন না অগ্নিমিত্রা। মেদিনীপুরের মানুষের মন জয় করতে সেখানে অন্যতম ইস্যু অনুন্নয়নকেই হাতিয়ার করেছেন তিনি। গ্রামীণ এলাকায় দুয়ারে-দুয়ারে গিয়ে মানুষের সুবিধা অসুবিধার কথা জানতে চান তিনি। কথা বলেন সকলের সঙ্গে। শুধু তাই নয়, নির্বাচনে জয়লাভের পর গ্রামীণ এলাকায় পানীয় জল থেকে নানা উন্নয়নেরও আশ্বাস দেন অগ্নিমিত্রা। এরই পাশাপাশি ভবিষ্যতে গ্রামীণ মহিলাদের তিন হাজার টাকা অন্নপূর্ণা ভাতা দেওয়ার প্রতিশ্রুতিও দিতে দেখা যায় তাঁকে।

অন্যদিকে মেদিনীপুরের দলীয় প্রার্থী জুনকে নিয়ে সম্প্রতি এক রোড শো করতে হাজির হয়েছিলেন তৃণমূল সুপ্রিমো মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। তবে এই রোড শোতে অংশ নিতে এগিয়ে এলেন না তৃণমূলের অনেক কর্মীই। তাই কিছুটা রোড শো করার পর তিনি থমকে যান এবং পুলিশকে জিজ্ঞেস করেন রোড শোতে লোক না আসার কারণ। এ বিষয়ে প্রশ্ন করেন জেলা সভাপতি সুজয় হাজরাকেও। তবে শেষ পর্যন্ত পথযাত্রা শেষ করেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। এদিকে এই পদযাত্রা থেকে রাজনৈতিক মহলে প্রশ্ন ওঠে, মেদিনীপুর প্রার্থীর ভবিষ্যত নিয়ে! এই প্রসঙ্গে রাজনৈতিক বিশ্লেষকদের ব্যাখ্যা, মেদিনীপুরের মানুষ তৃণমূলের থেকে মুখ ফিরিয়েছেন।

এদিকে এখন লাখ টাকার প্রশ্ন, অগ্নিমিত্রা না জুন কে দখল নেবে মেদিনীপুরের? এই প্রসঙ্গে রাজনৈতিক মহলের ধারনা, মেদিনীপুরে প্রায় ১৫ লক্ষ ভোটারের বাস। যার বেশিরভাগ মানুষই কৃষিনির্ভর। ফলে গ্রামের সাধারণ মানুষের মন জয় করতে পারবেন যিনি, ভাগ্যদেবী সহায় হবেন তাঁরই।

একদিন
আমার শহর

কলকাতা ২৩ মে ২০২৪ ৯ জ্যৈষ্ঠ ১৪৩১ বৃহস্পতিবার

# ভোটের কাজে ৯০ শতাংশ বাস তুলে নেওয়ার শঙ্কা, ভোগান্তি পরিবহণ ব্যবস্থায়

**নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা:** ভোটের আগে থেকেই কলকাতার রাস্তা থেকে অধিকাংশ বাস ও মিনিবাসের উধাও হয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা। যা নিয়ে আশঙ্কা ছড়িয়েছে জন মানসে। সপ্তম তথা শেষ দফায় আগামী ১ জুন ভোট গ্রহণ কলকাতায়। ভোটের আগে ২৮ মে থেকেই কলকাতা ও শহরতলি থেকে ৯০ শতাংশ বাস-মিনিবাস রাস্তা থেকে তুলে নেওয়া হবে। পাশাপাশি ষষ্ঠ দফার ভোটের আগে ২৩ মে কলকাতা থেকে ৪০ শতাংশ বাস- মিনিবাস তুলে নেওয়া হবে। সবমিলিয়ে ২৩ মে থেকে ১ জুন, টানা ১০ দিন বাসের অভাবে নাকাল হওয়ার সম্ভাবনা তৈরি হয়েছে। এমনই আশঙ্কা করছে কলকাতা ট্রাফিক পুলিশের আধিকারিকেরা। তাঁদের দাবি, যারা লোকাল ট্রেন, মেট্রো রেল, অটোতে করে যাতায়াত করেন, তাঁদের তেমন একটা ভোগান্তি হবে না। কিন্তু এর বাইরে যে যাত্রীরা নিত্যদিন যাতায়াত করেন তাঁদের ভোগান্তি হবে মাত্রাছাড়া। বছরের অন্যান্য সময় বাস-মিনিবাস অমিল থাকলে অনেকেই অ্যাপ ক্যাব ভাড়া করে বাড়ি ফেরেন। কিন্তু ভোটের জন্য সেই ক্যাবের সিংহভাগই তুলে নেওয়া হচ্ছে। ফলে চাহিদা মতো ক্যাবও পাওয়া যাবে না। আর যে ক'টি ক্যাব রাস্তায় থাকবে, তার ভাড়াও আকাশছোঁয়া হওয়ার প্রবল সম্ভাবনা।

জানা গিয়েছে, এবারের ভোটে পুরুলিয়া, বাঁকুড়া, ঝাড়গ্রাম সহ দুই মেদিনীপুরের মতো জেলাতে বাহিনী পাঠাতে হচ্ছে কলকাতা পুলিশকে। সূত্রের খবর, ষষ্ঠ দফায় দুই মেদিনীপুরের ভোটে ৩ হাজার পুলিশকর্মী কলকাতা থেকে রওনা দেবেন। তাঁদের যাতায়াতের জন্য বাসের প্রয়োজন। ফলে মানুষের যাতায়াতের জন্য শহরে বাসের সংখ্যা স্বাভাবিকভাবেই কম থাকবে। এই অবস্থায় সিটি সুবারবান বাস সার্ভিসের সাধারণ সম্পাদক টিটো সাহা বিস্ফোরক দাবি করেছেন। তাঁর দাবি, 'কার্যত জোর করে প্রতি রুট থেকে সব বাস তুলে নেওয়া হচ্ছে। তার ফলে গণ পরিবহণ ব্যবস্থা ভেঙে পড়বে। আমরা প্রশাসনকে বারবার অনুরোধ করেছিলাম, রুট থেকে ৩০ শতাংশ বাস তোলা হোক। কিন্তু তা হয়নি। ফলে ভোগান্তি অনিবার্য। আমরা নিরুপায়। যাত্রীদের কাছে আগাম ক্ষমা চেয়ে নিচ্ছি।' এমনিতেই কোভিডের পর কলকাতার প্রায় সব রুট থেকেই কমবেশি বাস কমে গিয়েছে। তার জায়গায় নতুন বাস পথে নামেনি। সরকারি বাস চলাচলেরও একই হাল। পাশাপাশি ১৫ বছরের সময়সীমার জেরে রোজ কিছু সংখ্যক বাস বাতিল হচ্ছে। সেই জায়গায় রুটে নতুন বাসের জোগান নেই। এরপর মরার ওপর খাঁড়ার ঘা দিচ্ছে ভোট।

# বিজেপি প্রতীক সম্বলিত উত্তরীয় পরিহিত রাজ্যপালের ছবি তুলে ধরে ইস্তফার দাবি

**নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা:** রাজ্যপালের গলায় গেরুয়া উত্তরীয়, তাতে আবার বিজেপির প্রতীক পদ্মের ছাপ, এমনই এক ছবি এল প্রকাশ্যে। আর বঙ্গের রাজ্যপাল সিভি আনন্দ বোসের এই এক ছবি তুলে ধরে সরব তৃণমূল। রাজ্যের শাসক দলের তরফ থেকে প্রশ্ন তোলা হল, একটি রাজ্যের সাংবিধানিক প্রধান কীভাবে একটি রাজনৈতিক দলের প্রতীক পরে ঘুরতে পারেন তা নিয়ে। তবে রাজ্যপালের এই ছবি সত্য না ভুয়ো তা নিয়ে সংশয় রয়েছে। কারণ, এই ছবির সত্যতা যাচাই করেনি 'একদিন'। সঙ্গে এ প্রশ্নও উঠেছে, যদি ছবি সত্যিও হয় তাহলে তা কবেকার ছবি তা নিয়েও। পাশাপাশি রাজ্যপাল পদ থেকে তাঁর ইস্তফার দাবিতে সরব হয়েছে শাসকদল।

রাজ্যপালের বিরুদ্ধে বিজেপি যোগের অভিযোগ নতুন নয়। রাজভবনকে বিজেপির পার্টি অফিস বলে বারবার অভিযোগ তুলেছে বঙ্গের শাসকদল। এহেন পরিস্থিতির মাঝেই বিজেপির প্রতীক আঁকা ব্যাজ পরিহিত সিভি আনন্দ বোসের ছবি তুলে ধরে এক্স হ্যান্ডেলে সরব হন তৃণমূলের তারকা প্রচারক কুণাল ঘোষ।

তিনি তাঁর এক্স হ্যান্ডেলে লেখেন, 'রাজ্যপাল সিভি আনন্দের একটি ছবি প্রকাশ্যে এসেছে। যেখানে দেখা যাচ্ছে তাঁর বুকে বিজেপির প্রতীক চিহ্ন। এই ছবি সত্যি নাকি মিথ্যে তা স্পষ্ট করা উচিত রাজ্যপালের। যদি সত্যি হয় তাহলে রাজ্যপালকে বলতে হবে এই ছবি কবে কোন সময়ে নেওয়া। যদি রাজ্যপাল পদে থাকাকালীন তিনি বিজেপির প্রতীক চিহ্ন ব্যবহার করে থাকেন তাহলে তাঁকে অবিলম্বে ইস্তফা দেওয়ার দাবি জানাচ্ছি। বিজেপির ব্যাজ পরে এক মুহূর্তের জন্য রাজ্যপাল পদে থাকতে পারেন না তিনি।' প্রঙ্গত, রাজ্যপালের এই ছবির সঙ্গেই একটি সংবাদমাধ্যমের খবরের লিঙ্কও প্রকাশ্যে এসেছে। যা গত ২৩ জানুয়ারি প্রকাশিত হয়েছিল। ওই প্রতিবেদনে কলকাতার রামমন্দিরে রাজ্যপালের প্রার্থনার ছবি রয়েছে। সেই ছবিতেও রাজ্যপালের বুকে পদ্ম এবং তার নিচে ইংরেজিতে 'বিজেপি' লেখা। একজন সাংবিধানিক প্রধানের এমন ছবি প্রকাশ্যে আসার স্বাভাবিকভাবেই বঙ্গ রাজনীতিতে বিতর্ক চরম আকার নিয়েছে।

# কোলাঘাটের বাড়িতে পুলিশি হানার ঘটনায় কমিশনের দ্বারস্থ শুভেন্দু

**নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা:** শুভেন্দুর কোলাঘাটের ভাড়াবাড়িতে পুলিশি হানায় এই ঘটনায় এবার নির্বাচন কমিশনের কাছে অভিযোগ দায়ের করলেন রাজ্য বিধানসভার বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী। অভিযোগ দায়েরের পাশাপাশি পুলিশ সুপার, অতিরিক্ত পুলিশ সুপারকে সরিয়ে দেওয়ার দাবিও জানান শুভেন্দু। সূত্রের খবর, কমিশনের কাছে যে চিঠি দিয়েছেন শুভেন্দু তাতে তিনি ছ'জন পুলিশকর্তার নাম উল্লেখ করেছেন। এদিকে সামনেই ষষ্ঠ দফার ভোট। শুভেন্দুর বক্তব্য, পুলিশ আধিকারিককে রেখে অবাধ ও সুষ্ঠু নির্বাচন সম্ভব নয়।

শুভেন্দু যাঁদের অপসারণের কথা উল্লেখ করেছেন সেই তালিকায় নাম রয়েছে, পূর্ব মেদিনীপুরের পুলিশ সুপার আইপিএস সৌম্যদীপ ভট্টাচার্য, অ্যাডিশনাল এসপি আইপিএস নিখিল আগরওয়াল, তমলুকের সার্কেল ইন্সপেক্টর চম্পকরঞ্জন চৌধুরী, সিএমজি সেল ওসি সৌরভ মিত্র, এমটিও অ্যাসিস্ট্যান্ট সাব ইন্সপেক্টর কৌশিক ঢাল, কোলাঘাট থানার ওসি সৌরভ চিন্না। চিঠিতে শুভেন্দু অভিযোগ করেছেন,সংশ্লিষ্ট পুলিশ কর্তারা শাসকদলের হয়ে কাজ করেন।

শুভেন্দু অধিকারী তাঁর এই অভিযোগে এও জানিয়েছেন, মঙ্গলবার সন্ধ্যায় যাঁরা তল্লাশিতে গিয়েছিলেন, তাঁদের দু'জনের গায়ে উর্দি থাকলেও পায়ে হাওয়াই চটি ছিল। নেম ট্যাগ ছিল না। আর দু'জন সাধারণ পোশাকে ছিলেন। তাঁরা এলাকায় সিভিক ভলান্টিয়ার্স বলেও শুভেন্দু তাঁর চিঠিতে উল্লেখ করেছেন। তাঁদের কাছে সার্চ ওয়ারেন্ট দেখতে চাওয়া হলে তাঁরা তা না দেখিয়ে অভব্য আচরণ করেন বলেও অভিযোগ।

প্রসঙ্গত, মঙ্গলবার সন্ধ্যায় শুভেন্দুর কোলাঘাটের ভাড়া বাড়িতে যায় পুলিশ। অভিযোগ, ৭০-৮০ জন পুলিশকর্মী বাড়ি ঘিরে ফেলেন। পুলিশের দাবি, এক দুষ্কৃতীর খোঁজে সেখানে তল্লাশিতে গিয়েছিল। যদিও পুলিশের দাবি উড়িয়ে দিয়ে শুভেন্দুর অভিযোগ, মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নির্দেশে এই 'হামলা' হয়েছে। বাড়ির লোকের উপস্থিতি ছাড়া কী ভাবে অভিযান হতে পারে সেই প্রশ্নও এদিন নির্বাচন কমিশনের কাছে তোলেন শুভেন্দু। এদিকে সূত্রে এ খবরও মিলছে, এই সমগ্র ঘটনা কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহকেও জানিয়েছেন শুভেন্দু। এরইমধ্যে বুধবার বঙ্গে নির্বাচনী প্রচার মঞ্চে দাঁড়িয়ে এ বিষয়ে মুখ খোলেন অমিত শাহ। এই প্রসঙ্গ টেনে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী কটাক্ষের সুরে বলেন, 'মমতা দিদি রেড করাচ্ছেন। কিচ্ছু পাওয়া যাবে না। আমাদের শুভেন্দু অধিকারীর বাড়িতে রেড করিয়েছেন, ২৫ পয়সাও পাওয়া যায়নি। আমাদের নেতার বাড়িতে রেড করলে কিচ্ছু পাওয়া যাবে না। আমাদের এইভাবে ভয় পাওয়ানো যাবে না। যত সন্ত্রাস করবেন, ততই পদ্ম ফুটবে।'

# বিতর্কিত আবহের মধ্যে দিল্লি গেলেন রাজ্যপাল

**নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা:** বিগত বেশ কয়েকদিন ধরেই রাজ্যপাল সি ভি আনন্দ বোসকে নিয়ে একাধিক বিতর্ক দানা বেঁধেছে। কখনও শ্লীলতাহানি কখনও আবার ধর্ষণের মতো অভিযোগ উঠছে তাঁর বিরুদ্ধে। এই সব বিতর্কের মধ্যেই এবার দিল্লির উদ্দেশ্যে রওনা দিলেন রাজ্যপাল সি ভি আনন্দ বোস। রাজভবন সূত্রে খবর, বুধবার সকালেই দিল্লি রওনা হন তিনি। তাঁর সঙ্গে রাজধানী গিয়েছেন ওএসডি সন্দীপ সিং রাজপুতও।

এদিকে এইসব বিতর্কের মধ্যেই রাজভবনের তিন কর্মীর বিরুদ্ধে এফআইআর দায়ের করে পুলিশ। যার মধ্যে অন্যতম ছিলেন রাজ্যপালের ওএসডি সন্দীপ সিং রাজপুত। তবে মঙ্গলবার ওএসডি সহ তিনজন আদালতে আগাম জামিন নেন। এর পাশাপাশি পুলিশের ডাকে সাড়া দিয়ে হেয়ার স্ট্রিট থানায়ও পৌঁছন তাঁরা। বাকি আরও ৬ জন নিজেদের বয়ান দিতে যান থানায়। এরপরই বুধবার সকালে দেখা যায় বিমানে চড়ে দিল্লি উড়ে গেলেন রাজ্যপাল। আচমকাই কেন তাঁদের এই দিল্লি সফর তাই নিয়ে শুরু হয়েছে জল্পনা।

**কখনও শ্লীলতাহানি কখনও আবার ধর্ষণের মতো অভিযোগ উঠছে তাঁর বিরুদ্ধে। এই সব বিতর্কের মধ্যেই এবার দিল্লির উদ্দেশ্যে রওনা দিলেন রাজ্যপাল সি ভি আনন্দ বোস। রাজভবন সূত্রে খবর, বুধবার সকালেই দিল্লি রওনা হন তিনি। তাঁর সঙ্গে রাজধানী গিয়েছেন ওএসডি সন্দীপ সিং রাজপুতও।**

সি ভি আনন্দ বোসের এই দিল্লি রওনা নিতান্তই তাৎপর্যপূর্ণ মনে করছে রাজনৈতিক মহল। কারণ, শুধু শ্লীলতাহানি নয়, ধর্ষণের অভিযোগ পাওয়ার পর অনুসন্ধান কমিটি তৈরি করেছে পুলিশ। এ দিকে আবার শ্লীলতাহানির অভিযোগ যিনি এনেছিলেন, সেই অভিযোগকারিণীর আদালতে গোপন জবানবন্দির পরে

রাজনৈতিক কারবারিদের প্রাথমিক অনুমান, আইনি পরামর্শ নিতে হয়তো তিনি দিল্লি যেতে পারেন। কারণ বিগত কয়েক মাসে মুম্বই, কোচি গেলেও দিল্লিতে যেতে দেখা যায়নি তাঁকে। সেই কারণেই হঠাৎ তাঁর এই দিল্লি সফর নিয়ে তৈরি হয়েছে জল্পনা।

# পুলিশের অকর্মণ্যতায় এক ব্যক্তির মৃত্যুর জেরে ডিজিকে তলব আদালতে

**নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা:** পুলিশের অকর্মণ্যতার জেরে এক ব্যক্তির মৃত্যুর ঘটনায় এবার আদালতে তলব করা হল রাজ্য পুলিশের ডিজিকে। প্রসঙ্গত, ২০২২-এর অগস্টের ট্রেন বন্ধের জেরে যাত্রী বিক্ষোভের ঘটনায় পুলিশ গ্রেপ্তার করেছিল বছর চৌষট্টির বৃদ্ধ স্বপন কুমার হাজরাকে। তবে আদালত থেকে তিনি জামিন পান দিন কয়েকের মধ্যেই। তবে মুক্তি মেলেনি। কারণ, যে হাজার টাকা বেল বন্ড হিসেবে জমা দেওয়ার কথা ছিল তা তিনি জমা দিয়ে উঠতে পারেননি। এদিকে পরিবারও ঘুণাক্ষরে জানতেই পারেনি এই গ্রেপ্তারি এবং তারপর দীর্ঘ জেল-জীবনের কথা। এরপর নয় মাস জেলবন্দি থাকার পর মৃত্যু হয় দমদম রোডের বাসিন্দা স্বপনকুমার হাজরার। সূত্রে খবর, জেল থেকে হাসপাতালের পথে নিয়ে যাওয়ার পথে মৃত্যু হয় তাঁর। এরপরই খবর পৌঁছয় বাড়িতে। আসে দেহ নিয়ে যাওয়ার বার্তা। স্বপনের বাড়ির ঠিকানা যে পুলিশের জানা ছিল তা তাঁর মৃত্যুসংবাদ বাড়িতে পৌঁছনোতেই প্রমাণিত। আর এখানেই প্রশ্ন উঠেছে তাহলে নিয়ম মেনে গ্রেপ্তারের ২৪ ঘণ্টার মধ্যে কেন জানানো হল না তাঁর পরিবারকে। প্রশ্ন ওঠে, জামিন পেয়েও বন্দি থাকা একজনের বেল বন্ডের টাকা মিটিয়ে তাঁকে মুক্ত করার সুযোগ কেন পেল না পরিবার। আর এই প্রশ্ন তুলে এবং সংসারের একমাত্র রোজগেরে মানুষটির রহস্যমৃত্যুর বিচার ও ক্ষতিপূরণ চেয়ে সরকারের কাছে আর্জি জানান স্বপনের স্ত্রী স্বাতী।

প্রসঙ্গত, ২০২২-র অগস্টের শেষ দিকে বই ক্যানভাসিংয়ের কাজে বেরিয়েছিলেন স্বপন। প্রাথমিক গন্তব্য ছিল মালদা। কলেজ স্ট্রিটের প্রকাশনা সংস্থায় কাজ করতেন। মানসিক ভাবে কিছুটা অসুস্থ ছিলেন। যখন একটু সুস্থ থাকতেন, কাজে বেরোতেন নিম্নবিত্ত পরিবারের মানুষটি। ৫ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত বাড়ির সঙ্গে ফোনে যোগাযোগ ছিল। কিন্তু ৬ তারিখ কয়েক বার ফোন বেজে গেলেও সাড়া মেলেনি।

সমগ্র এই ঘটনা রাজ্য সরকারের কাছে জানানো হলেও সরকারের তরফ থেকে কোনও উত্তর পাননি স্বাতী দেবী। এরপর আইনজীবী কৌশিক গুপ্তর সহযোগিতায় মামলা করেন হাইকোর্টে। প্রাথমিক শুনানিতে গত ২ মে সরকারি ভূমিকায় ক্ষোভ প্রকাশ করেন বিচারপতি জয় সেনগুপ্ত। নাগেরবাজার থানায় পরিবারের পক্ষে দায়ের মিসিং ডায়েরির সূত্রে ব্যারাকপুর পুলিশ কমিশনারেটের ডিসি-র কাছে রিপোর্ট তলব করে আদালত। এরপর মঙ্গলবার ডিসি-র দায়সারা রিপোর্ট দেখে প্রবল অসন্তুষ্ট বিচারপতি সরাসরি রাজ্য পুলিশের ডিজি-কে রিপোর্ট পেশের নির্দেশ দেন। ১৪ জুন সেই রিপোর্ট দেখে আদালত পরবর্তী পদক্ষেপ করবে বলে আদালত সূত্রে খবর।

# বিজ্ঞাপন মামলায় সিঙ্গল বেঞ্চের নিষেধাজ্ঞাই বহাল ডিভিশন বেঞ্চে

**নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা:** লোকসভা ভোটের মাঝে বিজেপির নির্বাচনী বিজ্ঞাপন নিয়ে সিঙ্গল বেঞ্চের নিষেধাজ্ঞাই বহাল রাখল ডিভিশন বেঞ্চ। সেই সঙ্গে ডিভিশন বেঞ্চের পর্যবেক্ষণ, যে কোনও বিজ্ঞাপনের লক্ষ্মণরেখা থাকা উচিত। মামলার শুনানি চলাকালীন এমনই মন্তব্য করতে কলকাতা হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি টিএস শিবজ্ঞানমকে।

প্রসঙ্গত, গত ৪, ৫, ১০ ও ১২ মে বিভিন্ন সংবাদপত্রে বিজেপি যে বিজ্ঞাপন দিয়েছিল, সেই জাতীয় কোনও বিজ্ঞাপন আর প্রকাশ করতে পারবে না বিজেপি। সেগুলি পরীক্ষিত নয় বা আনভেরিফায়েড বলে উল্লেখ করে এমনই নির্দেশ দেন হাইকোর্টের বিচারপতি সব্যসাচী ভট্টাচার্য। সিঙ্গল বেঞ্চের সেই নির্দেশকে চ্যালেঞ্জ করে ডিভিশন বেঞ্চের দ্বারস্থ হয় বিজেপি। বুধবার মামলার শুনানি ছিল প্রধান বিচারপতি শিবজ্ঞানম এবং বিচারপতি হিরণ্ময় ভট্টাচার্যের ডিভিশন বেঞ্চে। শুনানিতে ডিভিশন বেঞ্চ জানিয়ে দেয়, বিজেপির নির্বাচনী বিজ্ঞাপন নিয়ে সিঙ্গল বেঞ্চের নির্দেশে হস্তক্ষেপ করবে না তারা। তবে সিঙ্গল বেঞ্চে গিয়ে নির্দেশ প্রত্যাহার অথবা পুনর্বিবেচনার জন্য আবেদন আর্জি করতে পারবে গেরুয়া শিবির।

ডিভিশন বেঞ্চে এই মামলার শুনানির সময় প্রধান বিচারপতি এও জানান, 'আমার মনে হয় আদর্শ আচরণবিধি মেনে পোস্টার, ব্যানার নিষিদ্ধ করা হয়েছে। বিমানবন্দরে গেলে দেখবেন সেখান থেকে প্রধানমন্ত্রীর ছবিও সরিয়ে দেওয়া হয়েছে। তবে রাষ্ট্রপতির ছবি থাকতে পারে।'

উল্লেখ্য, বিজেপির নির্বাচনী বিজ্ঞাপন নিয়ে তৃণমূলের তরফে উচ্চ আদালতে মামলা করা হয়। বিজেপির যে দুই বিজ্ঞাপন নিয়ে তৃণমূল আপত্তি করেছে, তার একটিতে 'দুর্নীতির মূল মানেই তৃণমূল' এবং অন্যটিতে 'সনাতন বিরোধী তৃণমূল' স্লোগান ছিল। এই দুটি বিষয়ই বিভ্রান্তিকর এবং অবমাননামূলক বলেই মনে করেছে তৃণমূল। সোমবারের সেই শুনানিতে বিজেপির তরফে কোনও আইনজীবী উপস্থিত ছিলেন না। বিজেপিকে মামলা সংক্রান্ত নথি দেওয়া হয়েছে, এই মর্মে কোনও তথ্য আদালতে জমা দিতে পারেননি তৃণমূলের তরফের আইনজীবীরাও। এরপরও মামলার গুরুত্ব বিবেচনা করে বিচারপতি অন্তর্বর্তী স্থগিতাদেশ দিয়েছিলেন। এবার সেই নিষেধাজ্ঞাই বহাল রাখল ডিভিশন বেঞ্চ।

বিজেপি প্রার্থী তাপস রায়ের প্রচারে কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্যমন্ত্রী ডা. মনসুখ মান্ডভিয়া।
ছবি: অদিতি সাহা

# বিজেপি নেতা ও তাঁর ভাইয়ের বাইক পুড়িয়ে দেওয়া হল বেলগাছিয়ায়

**নিজস্ব প্রতিবেদন, বেলগাছিয়া:** বিজেপি নেতা ও তাঁর ভাইয়ের বাইক পুড়িয়ে দেওয়ার ঘটনা ঘটল উত্তর কলকাতা লোকসভা কেন্দ্রের অন্তর্গত কাশীপুর-বেলগাছিয়ায়। এই ঘটনায় ইতিমধ্যেই টালা থানায় অভিযোগ দায়ের করা হয়েছে তারক দাস নামে স্থানীয় ওই বিজেপি নেতার তরফ থেকে। এদিকে সূত্রে খবর, এই তারক দাস বিজেপি প্রার্থী তাপস রায়ের বুথ এজেন্ট। ঘটনায় অভিযোগের তির উঠেছে তৃণমূলের দিকেই। যদিও অভিযোগ অস্বীকার করেছে তৃণমূল। এদিকে ১ জুন সপ্তম দফায় ভোট রয়েছে কলকাতায়। তার আগে এমন এক ঘটনায় উত্তপ্ত হয়ে উঠল বেলগাছিয়া। পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, টালা এলাকার জে কে মিত্র রোডের ফুটপাতের ধারেই প্রতিদিন বাইক পার্ক করে রাখেন তারক দাস। তাঁর ভাইও সেখানে বাইক পার্ক করতেন। বুধবার সকালে তাঁরা কাজে যাওয়ার জন্য সেখান থেকে বাইক আনতে গিয়ে দেখেন, পুড়ে ঝলসে গিয়েছে সেই বাইক। শুধু কালো কাঠামো পড়ে।

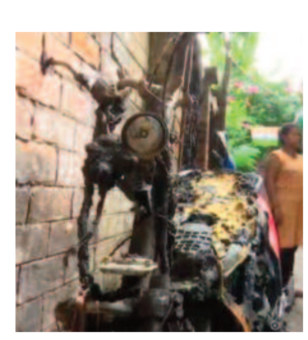

ঘটনাকে ঘিরে তপ্ত হয়ে ওঠে বেলগাছিয়া এলাকা। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছয় পুলিশ। স্থানীয় বাসিন্দাদের সঙ্গে কথাও বলেন। তারক দাসের বক্তব্য, 'মাঝরাতেই এই কাজ করা হয়েছে। আমার বাইকটার পাশেই রাখা ছিল ভাইয়ের বাইকটা। সেটাও পুড়িয়ে দেওয়া হয়েছে। কিন্তু আমার ভাই কোনও রাজনীতি করে না।' এদিকে এলাকায় তারকের একটি দোকান রয়েছে। সেটিতেও হামলা হতে পারে বলে আশঙ্কা করছেন তিনি।

উল্লেখ্য, তারক দাসের বক্তব্য, একুশের নির্বাচনের পরও তিনি হামলার মুখে পড়েছিলেন। ভোট পরবর্তী হিংসার মুখে পড়ে তিনি বেশ কিছু মাস ঘরছাড়া ছিলেন। যদিও এসব অভিযোগ অস্বীকার করেছে তৃণমূল। এ প্রসঙ্গে তৃণমূলের মুখপাত্র শান্তনু সেন বলেন, 'কাশীপুর বেলগাছিয়ার তিন নম্বর ওয়ার্ডের যে জায়গার কথা বলা হচ্ছে, আমি সেখানে ২০১৫-২০২১ ৬ বছর কাউন্সিলর ছিলাম। ওখানে সমস্তটাই তৃণমূল। কিছু মানুষ আছেন যাঁরা বামপন্থী। বিজেপি খুঁজতে গেলে সেখানে দূরবীন দিয়ে খুঁজতে হবে। এখন সেখানে মরা মেরে খুনের দায় কে নেয়?'

## সম্পাদকীয়

# আধুনিক ভারতের রূপকার আম্বেডকরের স্বপ্নের ভারত নির্মাণ আজও সুদূর পরাহত

ভারতের মার্ক্সবাদের বর্ণহিন্দু নেতৃবর্গ পিছিয়ে রাখা সমাজের প্রতিনিধিদের পার্টির সিদ্ধান্ত নেওয়ার সুযোগ তেমন দেননি। অন্যতম কারণ, জাতপাত। জাতিবাদী বর্ণহিন্দুদের মানসিকতা কেমন, তা বোঝা যায় পশ্চিমবঙ্গের সিপিআইএম-এর প্রথম দিকের কিছু শীর্ষ স্থানীয় নেতার মন্তব্য থেকেও। শোনা যায়, তাঁদেরই এক জন বলেছিলেন; চাষি-মজুরের ছেলে ইংরেজি শিখে কী করবে? তাদের বেশি লেখাপড়ার দরকার কী? এই মানসিকতা কেবলমাত্র কয়েক জন নয়, উচ্চস্থানীয় প্রায় সকল নেতৃত্বেরই ছিল। ফলে, নেতৃত্বের মনোভাব ও মানসিকতাই পার্টির নীতি ও কর্মসূচি তৈরি করে। নেতৃত্বের এ-হেন মানসিকতার ভিত্তিতে সিপিআইএম, আরও স্পষ্ট করে বলা যায় বামফ্রন্টের শিক্ষানীতি নির্ধারিত হয়েছিল। পরিণতিতে, চাষি-মজুরের ছেলেমেয়েরা যে সরকারি প্রাথমিক স্কুলে পড়ত, সেখান থেকে ইংরেজি তুলে নেওয়া হল। বর্ণবাদী নেতৃত্বের মানসিকতা তৈরি করেছিল দলের নীতি, আর দলের নীতি তৈরি করেছিল সরকারের কর্মসূচি; যে কর্মসূচির ফলে চাষি-মজুরের লক্ষ লক্ষ ছেলেমেয়ে ইংরেজিতে দুর্বল হয়ে পড়ল। কিন্তু ভারতের বামপন্থীরা, বিশেষ করে পশ্চিমবঙ্গের বামপন্থীরা যদি মার্ক্স সাহেবকেই অনুসরণ করতেন, তা হলে কিউবার বামপন্থী বিপ্লবের অগ্রপথিক হোসে মার্তির কথায় বলা যায়; 'সরকারের কর্তব্য সব মানুষকে শিক্ষিত করা।' দুই গোলার্ধের দুই বামপন্থী কমরেডের মধ্যে আশ্চর্য অমিল। এর কারণ হল কিউবায় শ্রেণি শোষণ, সাম্রাজ্যবাদ ও পুঁজিবাদ ছিল। কিন্তু ভারত তথা পশ্চিমবঙ্গে যা আছে তা হল; জাতপাতের ভিত্তিতে শোষণ, আর্য সাম্রাজ্য-পুঁজিবাদ। আর জাতের কারবারিরাই সরকারে বসে আছে। সুতরাং, যা হওয়ার তা-ই হয়েছে। স্বাধীনতা, সাম্য ও মৈত্রী তখনই আসবে যখন শাসকরা আম্বেডকরের আদর্শকে সরকারের কর্মসূচিতে গ্রহণ করবে। সুভাষের ভারত, গান্ধীর ভারত, নেহরুর ভারত আমরা প্রত্যক্ষ করেছি। বর্তমানে আমরা প্রত্যক্ষ করে চলেছি মনুর ভারত, গোলওয়ালকরের ভারত নির্মাণ। কিন্তু আধুনিক ভারতের রূপকার বাবাসাহেব আম্বেডকরের স্বপ্নের ভারত নির্মাণ আজও সুদূর পরাহত। '...পরবর্তী কালে যোগেন মণ্ডলের সঙ্গে তাঁর একটি অস্পষ্ট মানসিক দূরত্বও তৈরি হয়...।' এটি একটি ভুল ন্যারেটিভের উপর দাঁড়িয়ে থাকা বর্ণহিন্দু ভাষ্য। মহাপ্রাণ যোগেন্দ্রনাথ মণ্ডল প্রধান রাজনৈতিক সিদ্ধান্তগুলো মূলত তাঁর রাজনৈতিক পথপ্রদর্শক বাবাসাহেব আম্বেডকরের সঙ্গে আলোচনা সাপেক্ষেই নিতেন। প্রবন্ধকার এখানে যে সূক্ষ্ম ইঙ্গিত করতে চেয়েছেন, তার পরিপ্রেক্ষিতে মহাপ্রাণের সর্বক্ষণের ছায়াসঙ্গী প্রয়াত জ্ঞানেন্দ্রনাথ হালদারের কথা স্মরণযোগ্য। তিনি লিখেছেন '...এরপর যোগেন্দ্রনাথ তাঁর ভবিষ্যৎ কর্মসূচি নির্ধারণ করার উদ্দেশ্যে ডঃ আম্বেদকরের সঙ্গে আলোচনা করতে দিল্লী রওনা হয়ে যান। দুই নেতার মধ্যে কয়েকদিন ধরে আলোচনার পর স্থির হলো যে, বর্তমান সামাজিক ও রাজনৈতিক অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে, বিশেষতঃ দেশভাগজনিত কারণে পূর্ববঙ্গ থেকে ক্রমাগত উদ্বাস্তুর স্রোত ভারতের গায়ে আছড়ে পড়ার পরিপ্রেক্ষিতে এখখুনি কোনরূপ রাজনৈতিক কার্যকলাপ শুরু করা সম্ভব হবে না; আপাততঃ যোগেন্দ্রনাথের উচিত হবে তাঁর স্বভূমি থেকে উৎখাৎ হওয়া শরণার্থীদের সেবা করা এবং এই মুহূর্তে তাঁর বিরুদ্ধে যেসব অপবাদ দেয়া হচ্ছে তাকে থিতোতে দেয়া। তাই দিল্লী থেকে ফিরে এসে তিনি রাজনীতি থেকে সাময়িক অবসর নিয়ে উদ্বাস্তুদের কল্যাণে আত্মনিয়োগ করবেন বলে মনস্থির করলেন।' (মহাপ্রাণ যোগেন্দ্রনাথ, বঙ্গভঙ্গ ও অন্যান্য প্রসঙ্গ, সদানন্দ বিশ্বাস, প্রথম প্রকাশ মার্চ ২০০৪, পৃ ৪)। আম্বেডকরের নির্দেশ তাঁর মৃত্যুর পরেও পালন করেছেন মহাপ্রাণ যোগেন্দ্রনাথ মণ্ডল। মৃত্যুর পূর্ব পর্যন্ত পূর্ববঙ্গ থেকে আগত দেশভাগের বলি মানুষদের মানবাধিকার প্রতিষ্ঠার লড়াইয়ে অবিচল ছিলেন তিনি। পশ্চিমবঙ্গের পরিপ্রেক্ষিতে আম্বেডকর চর্চার মূল স্থপতি হলেন প্রয়াত রণজিৎ কুমার সিকদার। তিনি আম্বেডকরের জীবনী প্রথম বাংলায় প্রকাশ করেন। তাঁর নেতৃত্বে একটি শক্তিশালী অনুবাদগোষ্ঠীর প্রকাশ ঘটে নব্বইয়ের দশকে, যাঁদের জীবনের লক্ষ্য ছিল আম্বেডকরের বিভিন্ন ইংরেজি গ্রন্থের বাংলা অনুবাদ। তার ফসল আট খণ্ডের আম্বেডকর রচনাবলি।

## জন্মদিন

## আজকের দিন

তেজস্বিনী পন্ডিত

*১৯৫৮ বিশিষ্ট রাজনীতিবিদ জাগমিত সিং ব্রার জন্মদিন।*
*১৯৬৩ বিশিষ্ট চলচ্চিত্রাভিনেতা জয় বন্দ্যোপাধ্যায়ের জন্মদিন।*
*১৯৮৬ বিশিষ্ট চলচ্চিত্রাভিনেত্রী তেজস্বিনী পন্ডিতের জন্মদিন।*

# বৌদ্ধ ধর্ম

# নীতি ও পালনের ধর্ম

**অমলেন্দু চৌধুরী**

আজ ২৫৬৮ তম বুদ্ধ জন্মজয়ন্তী বা INTERNATIONAL VESAK DAY মৈত্রীময় শুভেচ্ছা ও হার্দিক অভিনন্দন।

বৌদ্ধধর্ম পালি বৌদ্ধধম্ম, একটি ভারতীয় ধর্ম বা দার্শনিক ঐতিহ্য। এটি বিশ্বের চতুর্থ বৃহত্তম ধর্ম, যার অনুসারী সংখ্যা ৫২০ মিলিয়নেরও বেশি বা বিশ্বের জনসংখ্যার ৭ শতাংশের অধিক এবং তারা বৌদ্ধ হিসেবে পরিচিত। বৌদ্ধধর্ম বৈচিত্র্যময় ঐতিহ্য, বিশ্বাস ও আধ্যাত্মিক চর্চাকে ধারণ করে যেগুলো মূলত সিদ্ধার্থ গৌতমের মৌলিক শিক্ষা ও এর ব্যাখ্যাকৃত দর্শনের উপর ভিত্তি করে গড়ে উঠেছে। এটি খ্রিষ্টপূর্ব ষষ্ঠ ও চতুর্থ শতাব্দীর মাঝামাঝি সময়ে প্রাচীন ভারতে একটি শ্রমণ ঐতিহ্য হিসেবে উৎপত্তিলাভ করে এবং এশিয়ার বেশিরভাগ অঞ্চলে ছড়িয়ে পড়ে। বৌদ্ধধর্মের তিনটি প্রধান বিদ্যমান শাখা সাধারণত পণ্ডিতদের দ্বারা স্বীকৃত থেরবাদ, মহাযান ও বজ্রযান।

বুদ্ধের চার আর্যসত্য মোতাবেক বৌদ্ধধর্মের লক্ষ্য হল তৃষ্ণা বা আসক্তি ও অবিদ্যার ফলে উদ্ভূত দুঃখ নিরসন করা। অধিকাংশ বৌদ্ধ ঐতিহ্য নির্বাণলাভের মাধ্যমে অথবা বোধিসত্ত্বকে অনুসরণপূর্বক সংসার তথা মৃত্যু ও পুনর্জন্মচক্রের অবসান ঘটিয়ে স্বতন্ত্র সত্তাকে অতিক্রম করার ওপর জোর দিয়ে থাকে। বৌদ্ধ চিন্তাধারাগুলোতে তাদের মোক্ষলাভের উপায়ের ব্যাখ্যা, বিভিন্ন বৌদ্ধ ধর্মগ্রন্থের আপেক্ষিক গুরুত্ব ও ধর্মসম্মতি এবং তাদের নির্দিষ্ট শিক্ষা ও অনুশীলনের ক্ষেত্রে ভিন্নতা পরিলক্ষিত হয়। ব্যাপকভাবে উদ্‌ যাপিত অনুশীলনগুলোর মধ্যে রয়েছে বুদ্ধ, ধর্ম ও সংঘের শরণ নেওয়া, নৈতিকতা, ভিক্ষুত্ব, ধ্যান এবং পারমিতার চর্চা।

থেরবাদ বৌদ্ধধর্ম শ্রীলঙ্কা এবং দক্ষিণপূর্ব এশিয়ার কম্বোডিয়া, লাওস, মায়ানমার ও থাইল্যান্ডে ব্যাপকভাবে অনুসৃত হয়। মহাযান বৌদ্ধধর্ম; পুণ্যভূমি, জেন, নিচিরেন, শিঙ্গোন ও তিয়ান্তাই ঐতিহ্য যার অন্তর্ভুক্ত; মূলত পূর্ব এশিয়া জুড়ে পাওয়া যায়। বজ্রযান বৌদ্ধধর্ম;যা ভারতীয় মহাসিদ্ধদের তন্ত্রসাধনা ও শিক্ষা দ্বারা উদ্ভূত; একটি পৃথক শাখা অথবা মহাযান বৌদ্ধধর্মের একটি ধারা হিসেবে বিবেচিত হয়। তিব্বতি বৌদ্ধধর্ম;যা অষ্টম শতাব্দীর ভারতের বজ্রযান শিক্ষাবলিকে ধারণ করে; হিমালয় অঞ্চল, মঙ্গোলিয়া ও কালমিকিয়াতে চর্চিত হয়।

ঐতিহাসিকরা অনুমান করেন যে বৌদ্ধ ধর্মের প্রতিষ্ঠাতা, সিদ্ধার্থ গৌতম, ৫৬৬ থেকে ৪৮০ খ্রিস্টপূর্বাব্দ পর্যন্ত বেঁচে ছিলেন একজন ভারতীয় ক্ষত্রিয়-রাজার পুত্র, গৌতম প্রারম্ভিক যৌবনের মধ্য দিয়ে একটি রাজকীয় জীবন যাপন করেছিলেন কিন্তু রাজকীয় জীবনের ভোগান্তিতে উদাস হয়ে গৌতম দু মুক্তির সন্ধানে ঘুরে বেড়ান। একজন বৃদ্ধ, একজন অসুস্থ মানুষ, একটি মৃতদেহ এবং একজন তপস্বীর মুখোমুখি হওয়ার পর, গৌতম নিশ্চিত হয়েছিলেন যে সমস্ত অস্তিত্বের শেষে দুঃখকষ্ট রয়েছে। তিনি তার রাজকীয় উপাধি ত্যাগ করেছিলেন এবং সন্ন্যাসী হয়েছিলেন, তার চারপাশের বিশ্বের সত্য বোঝার আশায় নিজেকে পার্থিব সম্পদ থেকে বঞ্চিত করেছিলেন। অশ্বথ গাছের নীচে ধ্যান করার সময় তাঁর অনুসন্ধানের চূড়ান্ত পরিণতি হয়েছিল, যেখানে তিনি অবশেষে বুঝতে পেরেছিলেন কীভাবে দুঃখ থেকে মুক্ত হতে হবে এবং শেষ পর্যন্ত, পরিত্রাণ অর্জন করতে হবে। এই পথ অনুসরণ করে, বুদ্ধ হিসাবে পরিচিতি লাভ করেন। যার অর্থ 'আলোকিত ব্যক্তি'। গৌতমবুদ্ধ তাঁর বাকি জীবন ভারতের বিভিন্ন স্থান ভ্রমণ তিনি যা বুঝতে পেরেছিলেন তা অন্যদের শেখাতেন।

চারটি মহৎ সত্যচারটি মহৎ সত্য বুদ্ধের শিক্ষার সারাংশ নিয়ে গঠিত। দুঃখের সত্য, দুঃখের কারণের সত্য, দুঃখের অবসানের সত্য এবং সেই পথের সত্য যা দুঃখের অবসানের দিকে নিয়ে যায়। আরও সহজ করে বললে, দুর্ভোগ বিদ্যমান; এটি একটি কারণ আছে; এর শেষ আছে; এবং এর শেষের কারণ আছে। যন্ত্রণার ধারণাটি একটি নেতিবাচক বিশ্ব দৃষ্টিভঙ্গি প্রকাশ করার উদ্দেশ্যে নয়, বরং, একটি বাস্তববাদী দৃষ্টিভঙ্গি যা বিশ্ববাসীকে সেই সত্যের মোকাবিলা করে তার থেকে মুক্তি লাভের চেষ্টা। আনন্দের ধারণাটি অস্বীকার করা হয় না, তবে ক্ষণস্থায়ী হিসাবে স্বীকার করা হয়। পরিতোষের সাধনা কেবল তা চালিয়ে যেতে পারে যা শেষ পর্যন্ত অদম্য তৃষ্ণা। একই যুক্তি সুখের বোধগম্যতাকে অস্বীকার করে। শেষ পর্যন্ত, শুধুমাত্র বার্ধক্য, অসুস্থতা এবং মৃত্যু নিশ্চিত এবং অনিবার্য।

চারটি নোবেল ট্রুথ হল দুর্দশাগ্রস্ত মানবতার সুখের সাথে মোকাবিলা করার জন্য একটি পরিকল্পনা — শারীরিক ধরনের বা মানসিক প্রকৃতির যন্ত্রণা। প্রথম সত্য দুঃখের উপস্থিতি চিহ্নিত করে। দ্বিতীয় সত্য, অন্যদিকে, দুঃখের কারণ নির্ধারণ করতে চায়। বৌদ্ধ ধর্মে দুঃখের মূলে রয়েছে কামনা ও অজ্ঞতা। আকাঙ্ক্ষা দ্বারা, বৌদ্ধরা আনন্দ, বস্তুগত দ্রব্য এবং অমরত্বের আকাঙ্ক্ষাকে বোঝায়, এগুলি সবই এমন চাহিদা যা কখনই পূরণ করা যায় না। ফলস্বরূপ, তাদের আকাঙ্ক্ষা কেবল দুর্ভোগ ডেকে আনতে পারে। অজ্ঞতা, তুলনা করে, পৃথিবীকে বাস্তবে যেমন আছে তেমন না দেখার সাথে সম্পর্কিত। মানসিক একাগ্রতা এবং অন্তর্দৃষ্টির ক্ষমতা ব্যতীত, বৌদ্ধধর্ম ব্যাখ্যা করে, একজনের মন অনুন্নত থাকে, প্রকৃত জিনিসের উপলব্ধি করতে অক্ষম। লোভ, হিংসা, ঘৃণা এবং ক্রোধের মতো পাপগুলি এই অজ্ঞতা থেকে উদ্ভূত হয়। তৃতীয় মহৎ সত্য, দুঃখ-কষ্টের অবসানের সত্য, এর দ্বৈত অর্থ রয়েছে, যা এই জীবনে, পৃথিবীতে, অথবা আধ্যাত্মিক জীবনে নির্বাণ অর্জনের মাধ্যমে দুঃখ-কষ্টের অবসানের পরামর্শ দেয়। যখন কেউ নির্বাণ অর্জন করেছে, যা দুঃখ থেকে মুক্ত একটি অতীন্দ্রিয় অবস্থা এবং আমাদের জন্ম ও পুনর্জন্মের জাগতিক চক্র, আধ্যাত্মিক জ্ঞানে পৌঁছেছে। চতুর্থ নোবেল সত্য যন্ত্রণার সমাপ্তি অর্জনের পদ্ধতির তালিকা করে, বৌদ্ধদের কাছে নোবেল আটফোল্ড পাথ হিসাবে পরিচিত। নোবেল

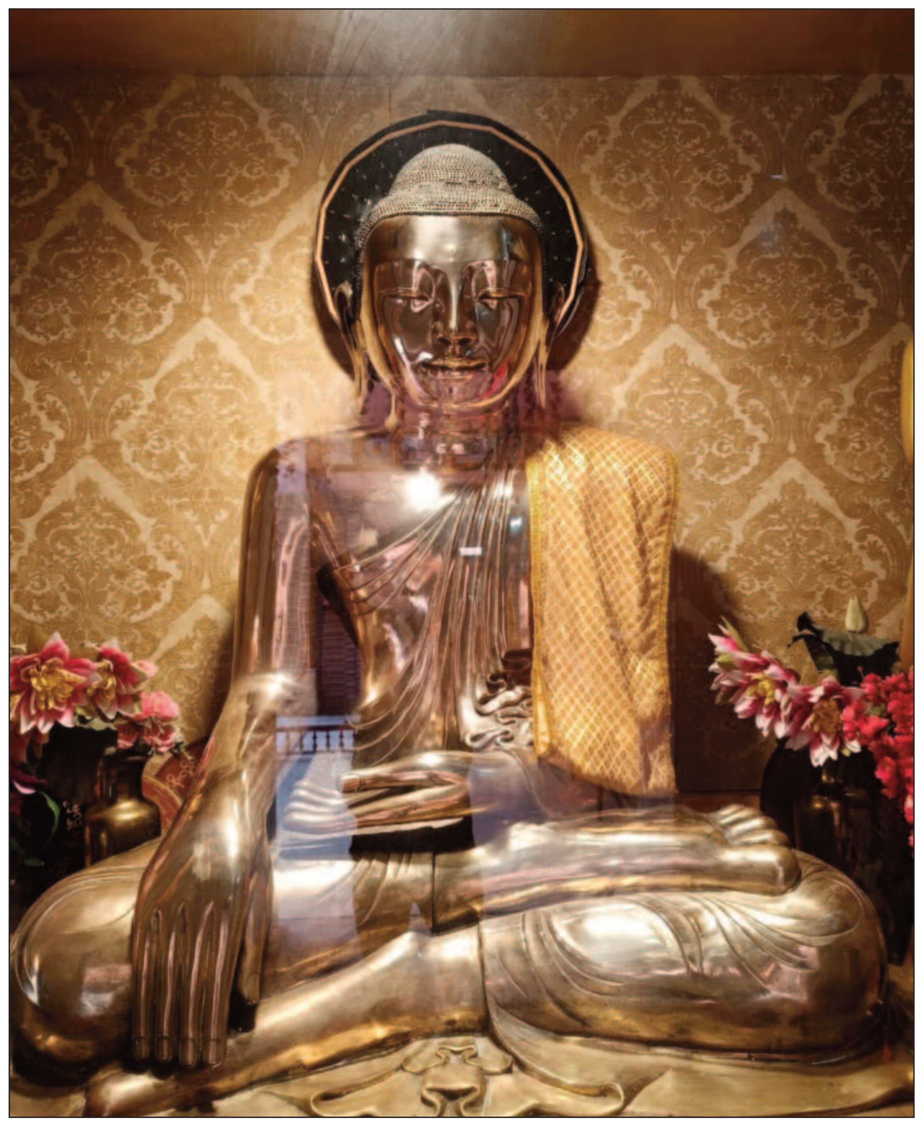

**চারটি মহৎ সত্যচারটি মহৎ সত্য বুদ্ধের শিক্ষার সারাংশ নিয়ে গঠিত। দুঃখের সত্য, দুঃখের কারণের সত্য, দুঃখের অবসানের সত্য এবং সেই পথের সত্য যা দুঃখের অবসানের দিকে নিয়ে যায়। আরও সহজ করে বললে, দুর্ভোগ বিদ্যমান; এটি একটি কারণ আছে; এর শেষ আছে; এবং এর শেষের কারণ আছে। যন্ত্রণার ধারণাটি একটি নেতিবাচক বিশ্ব দৃষ্টিভঙ্গি প্রকাশ করার উদ্দেশ্যে নয়, বরং, একটি বাস্তববাদী দৃষ্টিভঙ্গি যা বিশ্ববাসীকে সেই সত্যের মোকাবিলা করে তার থেকে মুক্তি লাভের চেষ্টা। আনন্দের ধারণাটি অস্বীকার করা হয় না, তবে ক্ষণস্থায়ী হিসাবে স্বীকার করা হয়। পরিতোষের সাধনা কেবল তা চালিয়ে যেতে পারে যা শেষ পর্যন্ত অদম্য তৃষ্ণা। একই যুক্তি সুখের বোধগম্যতাকে অস্বীকার করে। শেষ পর্যন্ত, শুধুমাত্র বার্ধক্য, অসুস্থতা এবং মৃত্যু নিশ্চিত এবং অনিবার্য। চারটি নোবেল ট্রুথ হল দুর্দশাগ্রস্ত মানবতার সুখের সাথে মোকাবিলা করার জন্য একটি পরিকল্পনা -- শারীরিক ধরনের বা মানসিক প্রকৃতির যন্ত্রণা। প্রথম সত্য দুঃখের উপস্থিতি চিহ্নিত করে। দ্বিতীয় সত্য, অন্যদিকে, দুঃখের কারণ নির্ধারণ করতে চায়। বৌদ্ধ ধর্মে দুঃখের মূলে রয়েছে কামনা ও অজ্ঞতা। আকাঙ্ক্ষা দ্বারা, বৌদ্ধরা আনন্দ, বস্তুগত দ্রব্য এবং অমরত্বের আকাঙ্ক্ষাকে বোঝায়, এগুলি সবই এমন চাহিদা যা কখনই পূরণ করা যায় না। ফলস্বরূপ, তাদের আকাঙ্ক্ষা কেবল দুর্ভোগ ডেকে আনতে পারে। অজ্ঞতা, তুলনা করে, পৃথিবীকে বাস্তবে যেমন আছে তেমন না দেখার সাথে সম্পর্কিত। মানসিক একাগ্রতা এবং অন্তর্দৃষ্টির ক্ষমতা ব্যতীত, বৌদ্ধধর্ম ব্যাখ্যা করে, একজনের মন অনুন্নত থাকে, প্রকৃত জিনিসের উপলব্ধি করতে অক্ষম। লোভ, হিংসা, ঘৃণা এবং ক্রোধের মতো পাপগুলি এই অজ্ঞতা থেকে উদ্ভূত হয়।**

আটফোল্ড পাথের ধাপগুলো হল সঠিক বোঝাপড়া, সঠিক চিন্তা, সঠিক বাক্য, সঠিক কর্ম, সঠিক জীবিকা, সঠিক প্রচেষ্টা, সঠিক মননশীলতা এবং সঠিক একাগ্রতা। তদুপরি, তিনটি থিম রয়েছে যার মধ্যে পথটি বিভক্ত ভাল নৈতিক আচরণ (বোঝা, চিন্তাভাবনা, বাক্য); ধ্যান এবং মানসিক বিকাশ (ক্রিয়া, জীবিকা, প্রচেষ্টা), এবং প্রজ্ঞা বা অন্তর্দৃষ্টি (মননশীলতা এবং একাগ্রতা)।

সমসাময়িক সমাজে যা গৃহীত হয় তার বিপরীতে, কর্মের বৌদ্ধ ব্যাখ্যা পূর্বনির্ধারিত ভাগ্যকে নির্দেশ করে না। কর্ম বলতে একজন ব্যক্তি তার জীবদ্দশায় করা ভাল বা খারাপ ক্রিয়াগুলিকে বোঝায়। ভালো কাজ, যার মধ্যে হয় খারাপ কর্মের অনুপস্থিতি, অথবা প্রকৃত ইতিবাচক কাজ, যেমন উদারতা, ধার্মিকতা এবং ধ্যান, দীর্ঘমেয়াদে সুখ নিয়ে আসে। খারাপ কাজ, যেমন মিথ্যা বলা, চুরি করা বা হত্যা, দীর্ঘমেয়াদে অসুখী করে। ক্রিয়াগুলি যে ওজন বহন করে তা পাঁচটি শর্ত দ্বারা নির্ধারিত হয় ঘন ঘন, পুনরাবৃত্তিমূলক কর্ম; নির্ধারিত, ইচ্ছাকৃত কর্ম; অনুশোচনা ছাড়া সঞ্চালিত কর্ম; অসাধারণ ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা; এবং যারা অতীতে একজনকে সাহায্য করেছে তাদের প্রতি পদক্ষেপ। অবশেষে, নিরপেক্ষ কর্মফলও রয়েছে, যা শ্বাস-প্রশ্বাস, খাওয়া বা ঘুমের মতো কাজ থেকে উদ্ভূত হয়। নিরপেক্ষ কর্মের কোন সুবিধা বা খরচ নেই।

বৌদ্ধধর্মের পুনর্জন্মের চক্রে কর্ম পরিলক্ষিত হয়। ছয়টি পৃথক অবস্থা রয়েছে যেখানে যে কোনও জীবের পুনর্জন্ম হতে পারে — তিনটি ভাগ্যবান রাজ্য এবং তিনটি দুর্ভাগ্যজনক রাজ্য। যাদের অনুকূল, ইতিবাচক কর্ম রয়েছে তারা ভাগ্যবান রাজ্যগুলির মধ্যে একটিতে পুনর্জন্ম গ্রহণ করে দেবতাদের রাজ্য এবং মানুষের রাজ্য। দেবতাদের রাজ্য বলতে সৎকর্ম-সৎচিন্তা এবং মানুষের রাজত্বে কামনা, ঈর্ষা ও হিংসার শিকার হন। মানুষের রাজ্যে পুনর্জন্মের সর্বোচ্চ ক্ষেত্র হিসাবে বিবেচিত হয়। তবে তাদের নিরলস প্রচেষ্টায় এর থেকে মুক্ত হওয়া সম্ভব। একইভাবে, তৃতীয়টি দুর্ভাগ্য রাজ্যের বাসিন্দারা - প্রাণী, ভূত এবং নরক - অকথ্য যন্ত্রণা ভোগ করে, মানুষের রাজ্যের দুঃখকষ্ট অনেক কম।

মানুষের রাজ্য অন্য পাঁচটি সমতলে অনুপস্থিত অন্য একটি দিকও নির্দেশ করে, জ্ঞান অর্জনের সুযোগ বা নির্বাণ। জীবন্ত বস্তুর নিছক সংখ্যার পরিপ্রেক্ষিতে, মানুষ জন্মগ্রহণ করা বৌদ্ধদের কাছে আধ্যাত্মিক আনন্দের একটি মূল্যবান সুযোগ।

বৌদ্ধ দর্শনের প্রধান বৈশিষ্ট্য হচ্ছে স্বাধীন চিন্তা। বৌদ্ধ ধর্মে স্বাধীন চিন্তা ও গতিধারা যুগে যুগে বিকশিত হয়েছে বিচিত্র ভঙ্গিমায়। বুদ্ধের উপদেশ, বাণী ও চিন্তাধারাই বৌদ্ধ দর্শনের উৎস ও ভিত্তি।

ধর্মের কুসংস্কার ও অন্ধবিশ্বাস এ ধর্ম দর্শনকে কুলষিত করতে পারেনি কখন। অলৌকিক ধ্যান-ধারণা ও রহস্যবাদ থেকে এ দর্শন সম্পূর্ণভাবে মুক্ত। অতিজাগতিক ও অতীন্দ্রীয় কিছু বা ঈশ্বরের অন্ধবিশ্বাস এ দর্শনে কোনো জায়গা পায়নি। স্বচ্ছযুক্তি ও বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণ এ দর্শনের প্রধান বৈশিষ্ট্য। কোনোরূপ অন্ধবিশ্বাসের স্থান বৌদ্ধ দর্শনে নেই। অন্ধবিশ্বাসের পরিবর্তে প্রজ্ঞা সমর্থিত প্রত্যয় বা শ্রদ্ধার কথাই তথাগত ঘোষণা করেছেন। বুদ্ধের প্রতি তাঁর অনুসারিদের বিশ্বাস একজন চিকিৎসকের প্রতি একজন রোগীর কিংবা একজন শিক্ষকের প্রতি একজন ছাত্রের বিশ্বাসের মতো। নিছক বিশ্বাসের চেয়ে জ্ঞানের মধ্য দিয়ে বিশ্বাসের প্রতিষ্ঠাই বৌদ্ধ দর্শনের বৈশিষ্ট্য দুখ-কষ্ট থেকে মুক্তি।

বুদ্ধ যে কোনো উপদেশ বা মতবাদকে অন্ধভাবে বা নির্বিচারে বিশ্বাস করতে নিষেধ করেছেন। যে কোনো উপদেশ বা মতবাদকে যাচাই করে কল্যাণকর ও যুক্তিসঙ্গত মনে হলে তিনি তা গ্রহণ করতে বলেছেন। অন্ধভাবে নির্বিচারে গ্রহণ না করার জন্যে আহ্বান করেন, বুদ্ধ সেখানে তাঁর অনুসারিদের উদ্দেশ্যে বলেন, তআমি যা বলছি তা তোমরা নির্বিচারে মেনে নিও না, আমার কথাকে তোমরা নিজেরা পরীক্ষা করে দেখ।'

জীবনকে বুদ্ধ বস্তুবাদী দৃষ্টিকোন থেকে দেখেছেন। নিজের অভিজ্ঞতা দিয়ে উপলব্ধি করেছেন, বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণ দ্বারা বিচার করেছেন এবং যুক্তি দিয়ে বুঝাবার চেষ্টা করেছেন। বৌদ্ধ দর্শনক প্রাধাণ্য দিয়েছে বুদ্ধিকে, যুক্তিকে এবং জীবনও জগতের সব জিনিসের বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যার দেবার চেষ্টা করেছেন। জীবন দুঃখময়, এদুঃখের কারণ আছে , এ দুঃখ থেকে মুক্তি পাওয়া যায় এবং এ জন্যে উপায় আছে- এ চারটি আর্য সত্যকে কেন্দ্র করেই বৌদ্ধ দর্শন বিকাশ ও প্রসার লাভ করেছে। জীবন যে দুঃখময় — তা অস্বীকার করার কোন উপায় নেই। জরা মরণ আমাদের অপরিহার্য পরিণতি। বৌদ্ধ দর্শন মতে জগতের প্রত্যেকটি জিনিস কার্যকারণ শৃঙ্খলাবদ্ধ। কোনো বস্তুই স্বয়ং উৎপন্ন হয় না- একটি ঘটনা অন্য একটি ঘটনা থেকে সঞ্জাত। সব কিছুই উৎপন্ন হয় ঘটনা থেকে। বৌদ্ধ দর্শনে একে প্রতীত্যসমুৎপাদ বলা হয়। এ তত্ত্বানুসারে দুঃখেরও কারণ আছে। এ কারণ দ্বাদশ নিদান বা ভবচক্রের মাধ্যমে বুদ্ধ ব্যাখ্যা করেছেন। বুদ্ধ জীবনকে যেমন দুঃখময় বলেছেন, তেমনি দুঃখ নিবৃত্তির উপায় দেখিয়েছেন। বৌদ্ধ ধর্ম দর্শন তাই দুঃখবাদী নয়- আশাবাদী। প্রাকৃতিক ঘটনাপুঞ্জ চিরপ্রবাহমান, নিত্য পরিবর্তনশীল। প্রকৃতি যেন এক অবিভক্ত সমগ্র, যার সমস্ত ঘটনা পরস্পর নির্ভরশীল, একটি অপরটির সাথে গ্রথিত ও সম্পর্কিত। এখানে চিরস্থায়ী অপরিবর্তনীয় বলে কিছু নেই- আছে এক অবিরাম প্রবাহ, পুরাতনের ক্ষয় ও নতুনের অভ্যুদয়। আপাতদৃষ্টিতে কোনো বস্তুকে স্থায়ী মনে হলেও আসলে তা স্থায়ী নয়, ধ্বংস তার অনিবার্য। সমস্ত প্রকৃতিতে ক্ষুদ্রতম জিনিস থেকে বৃহত্তম জিনিস পর্যন্ত চলছে এক অবিরাম প্রবাহ- আবির্ভাব ও তিরোভাবের একটানা ছন্দ। এটাই ডাইলেকটিসের কথা এবং এটাই বৌদ্ধ দর্শনের মূল বক্তব্য। মার্কস ও এঙ্গেলসের মত বুদ্ধ সর্বতোভাবে একজন বস্তুবাদী। তাঁর প্রচারিত ধর্মে ঈশ্বর নেই, আত্মা নেই, পরলোক নেই- আছে শুধু অবিরাম প্রবাহ, পরিবর্তন ও রূপান্তর। সমগ্র বিশ্ব চলেছে এক নিয়মের অধীন। এই প্রাকৃতিক নিয়মের নামই ধম্ম বা ধর্ম। তাঁর দর্শন ছিল সম্পূর্ণভাবে জীবনমূখী। জীবন সমস্যা সমাধানে যে জিনিস কোন প্রয়োজনে আসে না, বুদ্ধ সে জিনিসকে সম্পূর্ণভাবে বর্জন করেছেন। বুদ্ধের মতে জগত কি নিত্য বা অনিত্য, সসীম না অসীম, ঈশ্বর আছেন কি নেই — এধরনের তত্ত্ববিচারের আত্মনিয়োগ করা অর্থহীন এবং সময়ের অপচয় মাত্র; কারণে এতে দুঃখের অবসান হয় না, জীবনের লক্ষ্য অর্জিত হয় না। বৌদ্ধ ধর্মে কোনো প্রার্থনা নেই। প্রার্থনার মধ্য দিয়ে কেউই মুক্তি মুক্তি পেতে পারে না। বুদ্ধের কাছে প্রার্থনা করলে তিনি পৃথিবীতে কোন বিশেষ অনুগ্রহ প্রদর্শন করতে পারেন না। বৌদ্ধ ধর্মে মুক্তির জন্য ঈশ্বর বা অতিজাগতিক শক্তির ভূমিকা নেই। বৌদ্ধ দর্শন অনুযায়ী মানুষের মুক্তিদাতা মানুষ নিজেই। প্রতিটি মানুষকে স্বীয় মুক্তির জন্য চেষ্টা করতে হবে। মানুষই মানুষের ভাগ্যবিধাতা— এটা আজকের মানুষের জন্য এক বড় শিক্ষা এবং এটা আধুনিক মানবতাবাদী দর্শনের ভিত্তি। বৌদ্ধ দর্শন অত্যন্ত বাস্তবদর্শী। পৃথিবীর জীব ও জীবনকে নিয়েই এ দর্শনের জন্ম। মানুষ ইচ্ছে করলে এ দুঃখ জর্জরিত জীবন থেকে মুক্তি পেতে পারে। তবে নিজের মুক্তির জন্য নিজেকে সচেষ্ট হতে হবে। বুদ্ধের উপর নির্ভরশীল হয়ে তাঁর পূজা- আরাধনা করলে কারও মুক্তি সম্ভব নয়। কারণ বুদ্ধ কারও ত্রাণকর্তাও নন, মুক্তিদাতাও নন। তিনি মুক্তির পথ দেখিয়েছেন মাত্র। তাঁর আবিষ্কৃত পথই যে জগতে একমাত্র চরম ও পরম সত্য তা তিনি কখনও দাবি করেননি। এটাই বৌদ্ধ দর্শনের শ্রেষ্ঠত্ব । তিনি তথাগত, তিনি তথা হইতে আগত, আমরা সবাই তথা হইতেই আগত। ভক্ত বা ভগবানের কোনো অস্তিত্ব নেই এই দর্শনে।

## লেখা পাঠান

**সময়োপযোগী উত্তর সম্পাদকীয় লেখা পাঠান। যে কোনও বিষয়ে আপনার মতামত বা অভিযোগ জানিয়ে পাঠান চিঠিপত্র। অবশ্যই Unicode-এ টাইপ করে পাঠাতে হবে।**

email : dailyekdin1@gmail.com

# লাইসেন্স, চালান না থাকায়ও বুদবুদে বালি লুঠের কারবার চলার অভিযোগ

**নিজস্ব প্রতিবেদন, বুদবুদ:** বালিঘাট, বৈধ লাইসেন্স, বৈধ চালান না থাকা সত্ত্বেও প্রশাসনকে বুড়ো আঙুল দেখিয়ে রীতিমতো অবাধে বুদবুদের রণডিহা ড্যামের কাছে বালি লুঠের কারবার চলছে বলে অভিযোগ। স্থানীয়দের কাছে অভিযোগ পাওয়ার পরই সংবাদ মাধ্যমের কর্মীরা সেখানে গিয়ে ছবি তুলতেই। ক্যামেরা দেখে রীতিমতো মুখ ঢেকে দামোদর নদের মাঝেই ট্রাক্টরের লোড করা বালি খালি করে ট্রাক্টর নিয়ে পালিয়ে যান চালকরা। অন্যদিকে ক্যামেরা দেখেই যে সমস্ত শ্রমিকরা কোদাল বেলচা নিয়ে ট্রাক্টরে বালি তোলার কাজ করছিলেন, তাঁরাও দ্রুত এলাকা ছেড়ে পালিয়ে যান বলে দাবি।

নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক স্থানীয়রা জানিয়েছেন, এলাকার বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের নেতারা এই পাচারের সঙ্গে যুক্ত রয়েছেন। যার কারণে প্রশাসন কোনও নজরদারি চালায় না ওই এলাকায়। তাঁদের দাবি, দামোদর নদের যেখান থেকে বালি তোলা হচ্ছে, বর্ষার সময় নদের গতিপথ পরিবর্তন হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। এলাকাই প্রায় ১৫ জন ট্রাক্টরের মালিক এই অবৈধ বালি পাচারে কারবার চালাচ্ছেন।

এই বিষয়ে রণডিহা ও চাকতেঁতুল এলাকার বিজেপি নেতাদের প্রতিক্রিয়া জানতে চাওয়া হলে, তাঁরা এই বিষয়ে কোনও প্রতিক্রিয়া দিতে চাননি। এমনকি স্থানীয় তৃণমূল নেতৃত্বকে এই বিষয়ে ফোন করা হলে তাঁরা এই ঘটনার কথা জানেনেই না বলে দাবি করেছেন। অন্যদিকে চাকতেঁতুল গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান অনুপ কুমার মেটেকে ফোন করা হলে তিনি ফোনে প্রথমেই বিষয়টি জানেন না বলে দাবি করেন। পরে তাঁকে উপযুক্ত প্রমাণ থাকার কথা বলা হলে তিনি জানান, যেহেতু দামোদর নদ বাঁকুড়া জেলায় পড়ে তাই তিনি এই বিষয়ে কিছু জানেন না এবং এই বিষয়ে কিছু বলতেও পারবেন না।

প্রশ্ন উঠেছে, বালি যদি বাঁকুড়া জেলায় তোলা হয় সেই অবৈধ বালি যখন বুদবুদের রণডিহা,চাকতেঁতুল হয়ে বিভিন্ন এলাকায় যাচ্ছে তখন পঞ্চায়েত বা প্রশাসন এই বিষয়ে কেন কোনও নজরদারি করে না। সকলের মুখে কুলুপ আঁটার ফলে প্রশ্ন উঠছে তবে কি বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের মদতেই অবাধে চলছে এই বালির পাচারের কারবার। এলাকা সূত্রে জানা গিয়েছে, স্থানীয় বাসিন্দা জয়রাম ঘোষ, সৌরভ ঘোষ (রাজা), দিলীপ ঘোষ সহ একাধিক ব্যক্তি এই বালি পাচারের সঙ্গে যুক্ত বলে দাবি। এর মধ্যে দিলীপ ঘোষ ফোনে সংবাদ মাধ্যমকে জানিয়েছেন, পুলিশকে তাঁরা রীতিমত টাকা দিয়েই এই বালি কারবার চালাচ্ছে। প্রশ্ন উঠেছে ট্যাক্স ফাঁকি দিয়ে পুলিশের মদতেই কি বালি কারবারিদের এত বাড়বাড়ন্ত!


## পূর্ব রেলওয়ে

**ওপেন টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নং ঃ টিআরডি-ডব্লুসি-টি-২০২৪-২৫-০৬, তারিখ ২১.০৫.২০২৪।** সিনিয়র ডিভিশনাল ইলেক্ট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়ার/টিআরডি, পূর্ব রেলওয়ে, আসানসোল ডিভিশন, স্টেশন রোড, আসানসোল, পিন-৭১৩৩০১ নিম্নলিখিত কাজের জন্য বৈধ ইলেক্ট্রিক কন্ট্রাক্টর লাইসেন্স ও সুপারভাইজারি লাইসেন্স আছে ও আর্থিকভাবে কাজ শেষ করতে সক্ষম এরূপ নামী টেন্ডারদাতাদের থেকে ই-টেন্ডার আহ্বান করছেন ঃ **টেন্ডার কেস নং ঃ টিআরডি-ডব্লুসি-টি-২০২৪-০৫-০৬। কাজের নাম ঃ** (ক) নিম্নলিখিত কাজের জন্য ওপেন টেন্ডার ঃ "(ক) আসানসোল ডিভিশন ঃ এসটিএন–জেএজে শাখায় জেআরডব্লু-এমডিপির মধ্যে কিমি ২৮৭.৫৯৪তে এলসি গেট নং ১৭/এসপিএল/ই এবং এমডিপি-জিআরডি শাখায় এমডিপি-জেজিডির মধ্যে এলসি গেট নং ১/সি/ই-এর পরিবর্তে এলএইচএস নির্মাণ। (খ) আসানসোল ডিভিশন ঃ এসটিএন–জেএজে শাখায় বোদমা-জামতারার মধ্যে কিমি ২৪৮.৫২৬তে এলসি গেট নং ৮/এসপিএল/ই-এর পরিবর্তে এলএইচএস নির্মাণ। (গ) আসানসোল ডিভিশন ঃ এসটিএন–জেএজে শাখায় এনআরজিও-জেএজের মধ্যে এলসি গেট নং ৩৭/এসপিএল/ই-এর পরিবর্তে এলএইচএস নির্মাণ। (ঘ) আসানসোল ডিভিশন ঃ এসটিএন–জেএজে শাখায় টিটিএন-এলএইচবির মধ্যে এলসি গেট নং ৩৩/এ/ই-এর পরিবর্তে এলএইচএস নির্মাণ। (ঙ) আসানসোল ডিভিশন ঃ এসটিএন–জেএজে শাখায় এসএনকিউ-এমইউডব্লুর মধ্যে এলসি গেট নং ২৪/সি/ই-এর পরিবর্তে এলএইচএস নির্মাণ। (চ) আসানসোল ডিভিশন ঃ এমডিপি–জিআরডি শাখায় জেজিডি-এমডিপির মধ্যে এলসি গেট নং ৬/সি/ই-এর পরিবর্তে এলএইচএস নির্মাণ। (ছ) আসানসোল ডিভিশন ঃ এসটিএন–জেএজে শাখায় কেইই-ভিডিএস-এর মধ্যে এলসি গেট নং ১১ এ/টি-এর পরিবর্তে এলএইচএস নির্মাণ। (জ) ডিইএন/৪/এএসএন-এর অধীনে এসটিএন-বিবিআইতে এলসি গেট নং ৩৮/সি/ই-এর পরিবর্তে এলএইচএস নির্মাণ। **টেন্ডার মূল্যমান ঃ** ৭৩,১২,২৯০.৮২ টাকা। **বায়নামূল্য ঃ** ১,৪৬,৩০০ টাকা। **খোলার তারিখ ও সময় ঃ** ২০.০৬.২০২৪-এ বেলা ১১টা। **কাজ শেষ করার সময়সীমা ঃ** লেটার অফ অ্যাকসেপ্ট্যান্স ইস্যুর তারিখ থেকে ১২ মাস। **কাজের জন্য অফারের বৈধতা ঃ** খোলার তারিখ থেকে ৪৫ দিন। রেলওয়ের ওয়েব সাইট **www.ireps.gov.in**-এ সম্পূর্ণ বিবরণ দেখা যাবে।

(ASN-54/2024-25)

**টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি ওয়েবসাইট www.er.indianrailways.gov.in / www.ireps.gov.in-এও পাওয়া যাবে।**

আমাদের অনুসরণ করুন ঃ @EasternRailway @easternrailwayheadquarter


## খসড়া নোটিশ

**কলকাতাস্থ সিটি সিভিল কোর্টে মহামান্য ১৩তম বেঞ্চ সমীপে স্বত্ব মামলা নং ৩৪০৯-২০১০ সালের**

**স্টেট ব্যাঙ্ক অব ইন্ডিয়া :** একটি ১৯৫৫ সালের স্টেট ব্যাঙ্ক অব ইন্ডিয়া আইন অধীনে গঠিত, স্থানীয় প্রধান কার্যালয় "সমৃদ্ধি ভবন", ১ স্ট্র্যান্ড রোড, কলকাতা : ৭০০০০১ এবং অন্যান্য বিষয়ের সঙ্গে কলুটোলা স্ট্রিট শাখা- ৬৬এ-কলুটোলা স্ট্রিট, থানা : জোড়াসাঁকো, কলকাতা : ৭০০০৭৩ এবং তার অ্যাকাউন্ট রক্ষণাবেক্ষণ করা হয় স্ট্রেসড অ্যাসেটস রেজলিউশন সেন্টার, ৯বি এসপ্ল্যানেড রো, (পূর্ব), থানা : হেয়ার স্ট্রিট, কলকাতা : ৭০০০৬৯ ঠিকানায়।

............আবেদনকারী

বনাম

**১. শ্রীমতি শ্রুতি চৌধুরী,** মেসার্স সিমরন টেলিকম এর সম্পূর্ণ স্বত্বাধিকারী হিসেবে ব্যবসা পরিচালনাকারী, অন্যান্য বিষয়ের সঙ্গে ৪৪ সীতারাম ঘোষ স্ট্রিট, কলকাতা : ৭০০০৯ ঠিকানায় এবং বসবাসের ঠিকানা : ১বি, রাজা সুবোধ মল্লিক স্কোয়ার, কলকাতা:৭০০০১৩।

**২. শ্রী মুকেশ চৌধুরী,** সাকিন : ১বি, রাজা সুবোধ মল্লিক স্কোয়ার, কলকাতা : ৭০০০১৩।

......বিবাদীগণ

প্রতি

**১. শ্রীমতি শ্রুতি চৌধুরী**

**২. শ্রী মুকেশ চৌধুরী**

অনুগ্রহ করে অবগত হোন এই নোটিশ মারফত যে আবেদনকারী আপনাদের বিরুদ্ধে ২৮.০৯.২০১০ তারিখে একটি মামলা দায়ের করেছেন ৬,৯০,৬৭৭.৯৭ টাকা দাবির সপক্ষে ডিক্রির জন্য এবং আপনাদের ২৫ জুন ২০২৪ তারিখে এই আদালত সমীপে স্বয়ং বা যথাযথভাবে অনুমোদিত এবং তথ্য অবগত আইনজীবী মারফত বা সকল প্রশ্নের উত্তর দিতে সক্ষম ব্যক্তিদ্বারা সকাল ১০টায় হাজির হয়ে দাবির বিষয়ে দাবি সম্পর্কিত সকল প্রশ্নের উত্তর দেওয়ার জন্য এবং সংশ্লিষ্ট মামলায় হাজির হওয়ার সমন জারি করা হচ্ছে এবং আরও আপনাদের নির্দেশ দেওয়া হচ্ছে আপনাদের সপক্ষে বক্তব্য লিখিত বিবৃতির আকারে দাখিল করতে উক্ত তারিখে এবং আপনাদের হেফাজতে থাকা যাবতীয় নথি বা ক্ষমতাদত্ত এর নথি যা দ্বারা সপক্ষ সমর্থন বা দাবির বিষয়ে বিরোধিতা বা দাবির বিরুদ্ধে বক্তব্য পেশের জন্য, এবং যা নথির উপর আপনারা নির্ভর করেন যা সপক্ষ সমর্থনের সহায়ক বা দাবির বিরুদ্ধে বা বিপরীতে দাবি, যা আপনাদের দ্বারা সম্পাদিত নথি এমন তালিকা সংযুক্ত করে লিখিত বিবৃতির সঙ্গে দাখিল করতে।

আরও অবগত হোন যে, আদালত সমীপে আপনাদের অনুপস্থিতির কারণে সংশ্লিষ্ট দিনে মামলার একতরফা শুনানি হবে এবং আপনাদের অনুপস্থিতিতেই সিদ্ধান্ত গৃহীত হবে।

তারিখ : ০৬.০৫.২০২৪

আদেশক্রমে
**চিফ অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ অফিসার**
**সিটি সিভিল কোর্ট-কলকাতা**

## ফর্ম নং. ইউআরসি-২

আইনের XXI অধ্যায়ের ১ম অংশের অধীনে নিবন্ধন সংক্রান্ত বিজ্ঞপ্তি প্রদানকারী বিজ্ঞাপন [কোম্পানিজ (অথরাইজড টু রেজিস্টার) রুলস,২০১৪ এর রুল ৪(১) এবং কোম্পানিজ এক্ট, ২০১৩ এর সেকশন ৩৭৪(বি) এর অধীন অনুসারে]

১. এতদ্বারা বিজ্ঞপ্তি দেওয়া হল যে কোম্পানিজ এক্ট, ২০১৩ এর ধারা ৩৬৬-এর সাব-সেকশন (২) অনুসারে, এখন থেকে পনের দিন পরে কিন্তু পরবর্তী ত্রিশ দিনের মেয়াদ শেষ হওয়ার আগে "মেনকা ফেব্রিকস", একটি অংশীদারি সংস্থা হিসেবে ২০১৩ সালের কোম্পানি আইনের অধ্যায় XXI এর অংশ I অধীনে শেয়ার দ্বারা লিমিটেড কোম্পানি হিসেবে নথিভুক্তির জন্য এক আবেদন দাখিলের প্রস্তাব করা হয়েছে।

২. কোম্পানির প্রধান উদ্দেশ্যসমূহ নিম্নরূপ :
ক) হোসিয়ারি বস্ত্র তৈরি
খ) টেক্সটাইল পণ্য তৈরি
গ) সংশ্লিষ্ট কাজগুলি কোম্পানির প্রধান উদ্দেশ্য হিসেবে গণ্য

৩. প্রস্তাবিত কোম্পানির মেমোরান্ডাম অ্যান্ড আর্টিকেলস অফ অ্যাসোসিয়েশন-এর একটি খসড়া কপি [illegible]

৪. এতদ্বারা বিজ্ঞপ্তি দেওয়া হল যে এই আবেদনে আপত্তিকারী যেকোন ব্যক্তি তাদের আপত্তি লিখিতভাবে রেজিস্ট্রারের কাছে, সেন্ট্রাল রেজিস্ট্রেশন সেন্টার (সিআরসি), ইন্ডিয়ান ইনস্টিটিউট অফ কর্পোরেট অ্যাফেয়ার্স (আইআইসিএ), প্লট নং ৬, ৭, ৮, সেক্টর-৫, আইএমটি মানেসার, জেলা গুরগাঁও (হরিয়ানা), পিন কোড-১২২০৫০ এ জানাতে পারেন এই বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের তারিখ থেকে একুশ দিনের মধ্যে, কোম্পানির নিবন্ধিত অফিসে একটি অনুলিপি প্রেরণ সহ।

**তারিখ ২৩ মে ২০২৪**

**আবেদনকারীর নাম(গুলি)**
১. বিধান সাহা (অংশীদার)
২. সুস্মিতা সাহা (অংশীদার)

## ফর্ম নং আইএনসি-২৬

[২০১৪ সালের কোম্পানি (ইনকর্পোরেশন) রুলসের রুল ৩০ সংস্থান অধীনে]

কোম্পানির রেজিস্টার্ড অফিস এক রাজ্য থেকে অন্য রাজ্যে স্থানান্তরের নিমিত্ত সংবাদপত্রে প্রজ্ঞাপন

কেন্দ্রীয় সরকার
রিজিওনাল ডিরেক্টর, ইস্টার্ন রিজিওন, কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ সমীপে

২০১৩ সালের কোম্পানি আইনের ১৩ ধারার (৪) উপধারা এবং ২০১৪ সালের কোম্পানি (ইনকর্পোরেশন) রুলসের রুল ৩০ এর সাব-রুল (৫) এর ক্লজ (এ) সম্পর্কিত

এবং

**শ্রী বর্ধমান টিউব কোং প্রাইভেট লিমিটেড (CIN : U51909WB2010PTC155554)** ১৯৫৬ সালের কোম্পানি আইন অধীনে গঠিত, রেজিস্টার্ড অফিস **ডিসি-৯০/১, নারায়ণ তলা (প), ১ম তল, মহারাজা অ্যাপার্টমেন্ট, কলকাতা - ৭০০০৫৯** সম্পর্কিত

....দরখাস্তকারী

এতদ্বারা সাধারণের উদ্দেশ্যে বিজ্ঞাপিত হচ্ছে, **২০ মে ২০২৪ তারিখে** অনুষ্ঠিত কোম্পানির অতিরিক্ত সাধারণ সভায় গৃহীত প্রস্তাব অনুযায়ী কোম্পানির মেমোরান্ডাম অব অ্যাসোসিয়েশনের পরিবর্তনক্রমে **"পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য"** থেকে **"তামিলনাড়ু রাজ্যে"** কোম্পানির রেজিস্টার্ড অফিস স্থানান্তর নিমিত্ত ২০১৩ সালের কোম্পানি আইনের ১৩ ধারাধীনে কেন্দ্রীয় সরকার সমীপে এক আবেদন দাখিলের প্রস্তাব করেছে।

যেকোনও ব্যক্তির সংশ্লিষ্ট কোম্পানির রেজিস্টার্ড অফিস প্রস্তাবিত পরিবর্তনের কারণে স্বার্থ ক্ষুন্ন হওয়ার আশঙ্কা থাকলে **বিনিয়োগকারীগণের অভিযোগের ফর্ম পূরণ সাপেক্ষে এমসিএ-২১ পোর্টাল (www.mca.gov.in)** বা রেজিস্টার্ড ডাকে স্বার্থের ধরন এবং হলফনামা দ্বারা সমর্থিত মতে আপত্তির কারণ সম্বলিত নোটিশ এই বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের চৌদ্দদিনের মধ্যে রিজিওনাল ডিরেক্টর, ইস্টার্ন রিজিওন, ২য় এমএসও বিল্ডিং, ৪র্থ তল, ২৩৪/৪ এ জে সি বোস রোড, কলকাতা-৭০০০২০ ঠিকানায় নোটিশ পাঠাতে পারেন, একটি কপি অবেদনকারী কোম্পানির নিম্নোক্ত রেজিস্টার্ড অফিসে পাঠাতে হবে :

ঠিকানা :
**শ্রী বর্ধমান টিউব কোং প্রাইভেট লিমিটেড রেজিস্টার্ড অফিস ডিসি-৯০/১, নারায়ণ তলা (প), ১ম তল, মহারাজা অ্যাপার্টমেন্ট, কলকাতা - ৭০০০৫৯**

আবেদনকারীর পক্ষে
স্বা/-
মণীশ কুমার বৈদ
(ডিরেক্টর)
ডিন-০৭৭০২৬৮৬

তারিখ : ২৩.০৫.২০২৪
স্থান : কলকাতা

## BIRENDRANATH SASMAL PRIMARY TEACHERS' TRAINING INSTITUTE

P.O: Contai, Dist.- Purba Medinipur, Mob:7001360650/9474895500
Recognised by NCTE Affiliated to BSEAU & WBBPE.

**Wanted Assistant Professor**

**A**. Perspective in Education: Post-2, and **B**. Curriculum & Pedagogy: Post- English-1, Bengali-1, Geography-1, Life Science-1. Qualification-Master Degree with 50% marks, & M.Ed with 50% marks. **C**. Physical Education: Post-1, Qualification-M.P.Ed. with 50% marks. **D**. Performing Arts: Post-1, Qualification-Master Degree with 50% marks.

Qualified candidates are requested to send CV with copies of testimonials to the director of the college through email-**bnsptti@gmail.com** with in 25-05-2024

## মেট্রো রেলওয়ে, কলকাতা

ভারতের রাষ্ট্রপতির তরফে **প্রিন্সিপ্যাল চিফ ইঞ্জিনিয়ার, মেট্রো রেলওয়ে, কলকাতা** নিম্নলিখিত কাজে ই-টেন্ডারিংয়ের জন্য **টেন্ডার** আহ্বান করছেন ঃ **কাজের নাম ঃ** "জোন ০২ অর্থাৎ মেট্রো রেলওয়ে, কলকাতার টালিগঞ্জ ইয়ার্ড এবং কারশেড লাইন সমেত নেতাজী ভবন (অন্তর্ভুক্ত) এবং মহানায়ক উত্তমকুমার (অন্তর্ভুক্ত)-এর মধ্যে কিমি ১২/০২ থেকে কিমি ১৬/১৮ পর্যন্ত আপ এবং ডাউন উভয় লাইনের ট্র্যাক এবং ট্র্যাক বেডের আপকিপ-এর জন্য জোনাল কন্ট্র্যাক্ট।" **কাজের আনুমানিক ব্যয় ঃ** ২,৪৫,০২,১৮২.০৪ টাকা। **বায়নামূল্য ঃ** ২,৭২,৫০০ টাকা। **কাজ শেষ করার সময়সীমা ঃ** ২৪ (চব্বিশ) মাস। **বন্ধের তারিখ ও সময় ঃ** ১৪.০৬.২০২৪-এ বেলা ১২.০০টা। টেন্ডার নথিপত্র এবং অন্যান্য বিবরণ ওয়েবসাইট **www.ireps.gov.in** থেকে পাওয়া যাবে। পরিবর্তন/সংশোধন, যদি থাকে, কেবলমাত্র ওয়েবসাইটে আপলোড করা হবে।

**সংক্ষিপ্ত ই-টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নং ঃ সিভিল-২৪৭৯-২০২৪ (ওপেন)**

আমাদের অনুসরণ করুন ঃ /metrorailwaykol /metrorailkolkata

## পাঞ্জাব অ্যান্ড সিন্ধ ব্যাঙ্ক — Punjab & Sind Bank

পরিশিষ্ট IV
[রুল ৮(১)]
**দখল নোটিশ**
(স্থাবর সম্পত্তির জন্য)

**যশোর রোড শাখা (এসআরএলবি)**
**৩০, যশোর রোড, কলকাতা - ৭০০ ০২৮, ই-মেল আইডি : k1373@psb.co.in**

যেহেতু

নিম্নস্বাক্ষরকারী **পাঞ্জাব অ্যান্ড সিন্ধ ব্যাঙ্ক,** ২০০২ সালের (২০০২ এর ৫৪) সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অব ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অব সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট আইনের ১৩(১২) ধারা এবং তৎসহ পঠিত ২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলসের রুল ৩ সংস্থান অধীনে **০৪.০৩.২০২৪ তারিখে ঋণগ্রহীতা শ্রী তাপস ঘোষ এবং শ্রীমতি মধুমিতা ঘোষ** কে নোটিশে উল্লিখিত বকেয়া পরিমাণ **১৩,৫১,১৪৩.০২ টাকা** (তেরো লাখ একান্ন হাজার একশ তেতাল্লিশ টাকা এবং দুই পয়সা) টাকা নোটিশ পাওয়ার তারিখ থেকে সুদ সহ ৬০ দিনের মধ্যে আদায়দানের জন্য এক **দাবি নোটিশ** ইস্যু করেছিলেন।

ঋণগ্রহীতা সংশ্লিষ্ট বকেয়া পরিমাণ আদায়দানে ব্যর্থ হওয়ায় ঋণগ্রহীতাকে এবং সাধারণকে অবগত করা হচ্ছে নিম্নস্বাক্ষরকারী উক্ত আইনের ১৩ ধারার উপধারা (৪) ধারা এবং উক্ত অধ্যাদেশ তৎসহ পঠিত ২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলসের রুল ৮ সংস্থান অধীনে প্রদত্ত ক্ষমতাবলে নিম্নোক্ত বিস্তারিত মতে সম্পত্তির স্বত্ব দখল করেছেন **২০ মে ২০২৪ তারিখে।**

ঋণগ্রহীতাকে বিশেষভাবে এবং সাধারণকে সাধারণভাবে সতর্কিত করা হচ্ছে কোনওভাবেই উক্ত জামিনদত্ত সম্পত্তির লেনদেন না করতে কোনওরূপ লেনদেন **পাঞ্জাব অ্যান্ড সিন্ধ ব্যাঙ্ক,** নিকট বকেয়া **১৩,৫১,১৪৩.০২ টাকা** এবং সুদ সহ আদায়দান সাপেক্ষ।

ঋণগ্রহীতার অবগতির জন্য জানানো হচ্ছে উক্ত আইনের ১৩ ধারার উপধারা (৮) সংস্থান অধীনে নির্ধারিত সময়ের মধ্যে বকেয়া আদায় দিয়ে জামিনদত্ত সম্পত্তি উদ্ধার করতে পারেন।

**স্থাবর সম্পত্তির বিবরণ :** সংশ্লিষ্ট সকল অংশ বসবাসের ভবন দোতলা ভবন পরিমাণ ১০৩৫ বর্গফুট (৫১৭.৫ বর্গফুট প্রতি তল) নির্মিত প্লট জমি পরিমাণ সিএস দাগ নং ৬৪৪, সিএস খতিয়ান নং ৫৯২, আরএস দাগ নং ৪৫২, ৪৫৩ , আরএস খতিয়ান নং ১৩৮৪, ১৩৮৬, ১৩৮৮ , মৌজা : বনহুগলি, থানা : বেলঘড়িয়া, জেএল নং ৬, আরএস নং ৫, তৌজি নং ১৩৮৫, পুরসভা হোল্ডিং নং ৭৪/১, বি টি রোড, বর্তমানে ৬২/২, নরেন্দ্র নগর , কামারহাটি পুরসভা, হোল্ডিং নং ১৩৯৬, ওয়ার্ড নং ১৭, কামারহাটি পুরসভা, কলকাতা : ৭০০০৫৬। নথিভুক্ত বুক নং ১, ভলুম নং ১০৯, পৃষ্ঠা ১ থেকে ৬, দলিল নং ৪৪৮৮-১৯৮৮ সালের, সম্পত্তি **শ্রী লক্ষ্মী কান্ত ঘোষের** নামে। রেজিস্ট্রেশন জেলা উত্তর ২৪ পরগনা, এডিএসআর : কাশীপুর, দম দম, উত্তর ২৪ পরগনা। **চৌহদ্দি :** উত্তরে : জয়সূর্য হালদার এর জমি, দক্ষিণে : নিকাশি এবং পূর্ব রেলের জমি, পূর্বে : ৬ ফুট চওড়া সাধারণ স্থান, পশ্চিমে : অসীমা দাসের সম্পত্তি।

**তারিখ : ২০.০৫.২০২৪**
**স্থান : কলকাতা**

**অনুমোদিত অফিসার**
**পাঞ্জাব অ্যান্ড সিন্ধ ব্যাঙ্ক**

## KAZI NAZRUL ISLAM B.ED COLLEGE

**Vill-Armia, P.O-Noapara, P.S-Dhubulia,**
**Dist-Nadia, Pin-741140, W.B.**
**Recognised by N.C.T.E & Affiliated to BSAEU & WBBPE,**
**Email-knibedc@gmail.com**

Invites applications for appointments in the posts of Lecturer for **Life- Science-1, Health and Physical Education-1, Performing Art (Music)-1 and Librarian** for D.El.Ed department. As per NCTE norms 2014. Apply within **07 days by post.**

**Cont-Secretary - 8900303133**

## কেনারা ব্যাঙ্ক Canara Bank

**বালুরঘাট ব্রাঞ্চ**
**প্রাইভেট বাস স্ট্যান্ডের নিকট**
**দক্ষিণ দিনাজপুর**
**পশ্চিমবঙ্গ, পিন - ৭৩৩১০১**

**বিষয় : মূল বিক্রয় দলিল উল্লেখ্য নং ১-১৭০২০৪৫৭৬/২০২২- ২০২২ সালের-এডিএসআর বালুরঘাট-হারিয়ে গিয়েছে।**

একটি মূল রেজিস্ট্রিকৃত বিক্রয় দলিল যৌথ নামে **১) শ্রী দেবদুলাল বসাক এবং ২) শ্রীমতি কস্তুরী বসাক** এর যৌথ নামে সাকিন গ্রাম : আগছা, ডাঙ্গারহাট , পো : কুমারগঞ্জ, থানা : কুমারগঞ্জ, জেলা : দক্ষিণ দিনাজপুর, পিন : ৭৩৩১৪১, ফ্ল্যাট পরিমাণ ৮২২.৫ বর্গফুট ক্রেতা হিসেবে অবস্থিত মৌজা : খাদিমপুর, জেএল নং ১১০, আরএস খতিয়ান নং ১২, এলআর খতিয়ান নং ২৫৩৮, দাগ নং ১৯০স খানা এবং এডিএসআর অফিস বালুরঘাট, জেলা : দক্ষিণ দিনাজপুর (পব) উক্ত **শ্রী দেবদুলাল বসাক এবং শ্রীমতি কস্তুরী বসাক** কর্তৃক বন্ধকদত্ত বর্তমান মালিক হিসেবে হোম লোন উল্লেখ্য **লোন অ্যাকাউন্ট নং ১৬০০০১০৯৩৩৪৭** এর জন্য।

উক্ত রেজিস্ট্রিকৃত মূল দলিলের কপি ব্যাঙ্কের হেফাজত থেকে হারিয়েছে এবং উল্লেখ্য **বালুরঘাট থানায় ২৪/০৪/২০২৪ তারিখে জিডি এন্ট্রি নং ১৫৪২** দায়ের করা হয়েছে।

তারিখ : ২৩.০৫.২০২৪

**শ্রী সতীশ কুমার সুমন, সিনিয়র ম্যানেজার**
**কানাড়া ব্যাঙ্ক, বালুরঘাট শাখা**

## পাঞ্জাব অ্যান্ড সিন্ধ ব্যাঙ্ক — Punjab & Sind Bank

পরিশিষ্ট IV
[রুল ৮(১)]
**দখল নোটিশ**
(স্থাবর সম্পত্তির জন্য)

**যশোর রোড শাখা (এসআরএলবি)**
**৩০, যশোর রোড, কলকাতা - ৭০০ ০২৮, ই-মেল আইডি : k1373@psb.co.in**

যেহেতু

নিম্নস্বাক্ষরকারী **পাঞ্জাব অ্যান্ড সিন্ধ ব্যাঙ্ক,** ২০০২ সালের (২০০২ এর ৫৪) সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অব ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অব সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট আইনের ১৩(১২) ধারা এবং তৎসহ পঠিত ২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলসের রুল ৩ সংস্থান অধীনে **২৬.১২.২০২৩ তারিখে ঋণগ্রহীতা শ্রীমতি রীতা দাস এবং বাসুদেব দাস (সহ-ঋণগ্রহীতা)** কে নোটিশে উল্লিখিত বকেয়া পরিমাণ **১২,৭০,৮০৪.৩৭ টাকা** (বারো লাখ সত্তর হাজার আটশ চার টাকা এবং সাঁয়ত্রিশ পয়সা) টাকা নোটিশ পাওয়ার তারিখ থেকে সুদ সহ ৬০ দিনের মধ্যে আদায়দানের জন্য এক **দাবি নোটিশ** ইস্যু করেছেন।

ঋণগ্রহীতা সংশ্লিষ্ট বকেয়া পরিমাণ আদায়দানে ব্যর্থ হওয়ায় ঋণগ্রহীতাকে এবং সাধারণকে অবগত করা হচ্ছে নিম্নস্বাক্ষরকারী উক্ত আইনের ১৩ ধারার উপধারা (৪) ধারা এবং উক্ত অধ্যাদেশ তৎসহ পঠিত ২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলসের রুল ৮ সংস্থান অধীনে প্রদত্ত ক্ষমতাবলে নিম্নোক্ত বিস্তারিত মতে সম্পত্তির স্বত্ব দখল করেছেন **২০ মে ২০২৪ তারিখে।**

ঋণগ্রহীতাকে বিশেষভাবে এবং সাধারণকে সাধারণভাবে সতর্কিত করা হচ্ছে কোনওভাবেই উক্ত জামিনদত্ত সম্পত্তির লেনদেন না করতে কোনওরূপ লেনদেন **পাঞ্জাব অ্যান্ড সিন্ধ ব্যাঙ্ক,** নিকট বকেয়া **১২,৭০,৮০৪.৩৭ টাকা** এবং সুদ সহ আদায়দান সাপেক্ষ।

ঋণগ্রহীতার অবগতির জন্য জানানো হচ্ছে উক্ত আইনের ১৩ ধারার উপধারা (৮) সংস্থান অধীনে নির্ধারিত সময়ের মধ্যে বকেয়া আদায় দিয়ে জামিনদত্ত সম্পত্তি উদ্ধার করতে পারেন।

**স্থাবর সম্পত্তির বিবরণ :** সংশ্লিষ্ট সকল অংশ দুটি ঢাকা গ্যারেজ দলিল নং ২ এবং ৩, একতলা, উত্তর-পশ্চিম মুখী, সুপার বিল্ট আপ এরিয়া ৭০০ বর্গফুট কমবেশি ভবনে পরিচিত "সুখনীড় অ্যাপার্টমেন্ট", বর্তমানে উত্তর দমদম পুরসভা, যা বাণিজ্যিক স্থানে পরিবর্তিত পরিমাণ আনুমানিক ৭০০ বর্গফুট অবস্থিত মৌজা : নিমিতা, আরএস খতিয়ান নং ৫১৫,সংশোধিত খতিয়ান নং ৩৩৫, নিউ আরএস খতিয়ান নং ২৯৪৫, আরএস দাগ নং ২৯১৬ এবং আরএস খতিয়ান নং ১২৯২,আরএস দাগ নং ২৯২১, জেএল নং ২, আরএস নং ১০২, তৌজি নং ১৭২/১৭৩, পুরসভা হোল্ডিং নং ২০৫ (১৭৬/১), কালী টেম্পল রোড, থানা : নিমতা, উত্তর দমদম পুরসভা অধীন, ওয়ার্ড নং ২৬, জেলা : উত্তর ২৪ পরগনা, কলকাতা : ৭০০০৪৯, সম্পত্তি **শ্রীমতি রীতা দাস** এর নামে, রেজিস্ট্রিকৃত এডিএসআর -বেলঘড়িয়া। **চৌহদ্দি :** উত্তরে : জমি ব্লক বি, দক্ষিণে : দাগ নং ২৯২১, পূর্বে : ১৮ ফুট কালী টেম্পল রোড, পশ্চিমে : দাগ নং ২১১৭।

**তারিখ : ২০.০৫.২০২৪**
**স্থান : কলকাতা**

**অনুমোদিত অফিসার**
**পাঞ্জাব অ্যান্ড সিন্ধ ব্যাঙ্ক**

## ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক Indian Bank — ALLAHABAD

**জোনাল অফিস, কলকাতা উত্তর, জি ডি ব্লক প্লট ৩৭৭-৩৭৮, ৩য় তল, সল্টলেক, সেক্টর - ৩**
**কলকাতা - ৭০০১০৬, ইমেল : zokolkatanorth@indianbank.co.in**

### লকার ভেঙে খোলার নোটিশ

ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্কের নিম্নোক্ত শাখাগুলির নিম্নোক্ত লকারহোল্ডারগণকে ব্যাঙ্ক কর্তৃক একাধিক তাগাদার নোটিশ দেওয়া সত্ত্বেও যে সকল লকারহোল্ডার লকারের ভাড়া দেননি বা কোনও উত্তর দেননি তাদের উদ্দেশ্যে আইনি নোটিশ ইস্যু করা হয়েছে।

নিম্নোক্ত লকার হোল্ডারগণকে জানানো হচ্ছে এই বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের ৭ দিনের মধ্যে লকারের ভাড়া প্রদান না করা হলে ব্যাঙ্ক সংশ্লিষ্ট লকার ভেঙে খুলতে বাধ্য হবে।

অনুগ্রহ করে অবগত হোন লকারের মধ্যে থাকা যাবতীয়, যদি কিছু থাকে, বিক্রি করা হবে এবং লকারের ভাড়া উশুল করা হবে এবং ব্যাঙ্ক অবশিষ্ট ভাড়া বকেয়া আদায়ের জন্য আইনি প্রক্রিয়া শুরু করবে সংশ্লিষ্ট লকার হোল্ডারদের বিপক্ষে।

| ক্রম নং | শাখা নাম | লকার ভাড়াকারীগণের নাম | লকারের বকেয়া পরিমাণ টা, | লকারের বকেয়া পরিমাণ সংশ্লিষ্ট সময় থেকে |
|---|---|---|---|---|
| ১ | উল্টোডাঙা শাখা | বিনোদ বিহারী দাস | ২৫৩৭৭ | ৩১.০৬.২০০৬ |
| ২ | | শঙ্কর ভট্টাচার্য | ১২০০০ | ৩১.০৩.২০০৮ |
| ৩ | | সুজয় বসাক | ৩০০০০ | ৩১.০৩.২০১৫ |
| ৪ | | সুকুমার রায় | ২০০০০ | ৩১.০৩.২০১১ |
| ৫ | | কালাচাঁদ নাগ | ১৮৯৮২ | ৩১.০৩.২০১৩ |
| ৬ | | জয়ন্ত চক্রবর্তী | ১৯০৭৭ | ৩১.০৩.২০১৩ |
| ৭ | | প্রীতি দাস | ১৯৩৫৯ | ৩১.০৩.২০১৩ |
| ৮ | | অশোক কুমার দত্ত | ১৯৩৫৯ | ৩১.০৩.২০১৩ |
| ৯ | | সুরেশ চন্দ্র পাল | ১৯০৭৭ | ৩১.০৩.২০১৪ |
| ১০ | | মানিক লাল সাহা | ২০০০০ | ৩১.০৩.২০১২ |
| ১১ | | পার্থ সেনগুপ্ত | ১৫৮১৯ | ৩১.০৩.২০১৫ |
| ১২ | | শ্যামল কুমার অধিকারী | ১৩৭৬৭ | ৩১.০৩.২০১৬ |
| ১৩ | | সজনীতোষ শাস্বতী চ্যাটার্জি | ১২৫৮৭ | ৩১.০৩.২০১৮ |
| ১৪ | | ইলা ভট্টাচার্য | ২৭০৭৬ | ৩১.০৩.২০২১ |
| ১৫ | | গৌরব গাঙ্গুলি | ১২০০০ | ৩১.০৩.২০১৬ |

তারিখ : ২৩.০৫.২০২৩
স্থান : কলকাতা

অনুমোদিত অফিসার
ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক

## SBI — এসবিআই, ডানকুনি ব্রাঞ্চ (০১৮৯৬)

"সানি টাওয়ার", টি এন মুখার্জি রোড, হুগলি, পিন - ৭১২৩১১,
ই-মেল- sbi.01896@sbi.co.in, ফোন নং - (০৩৩) ২৬৫৯ ৪৮৮১/৪৮৮৪

**দখল বিজ্ঞপ্তি**
(স্থাবর সম্পত্তির জন্য)
[ রুল-৮(১)]

**A/C No-38930462070 (CC), 40308303419 (WCTL)**

যেহেতু

স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া, ডানকুনি অনুমোদিত অফিসার হিসেবে নিম্নস্বাক্ষরকারী ২০০২ (২০০২ এর নং ৩) সালের সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট আইনের ১৩(১২) ধারা এবং তৎসহ পঠিতব্য ২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলসের রুল ৩ সংস্থান অধীনে ০৭.০৩.২০২৪ তারিখে ঋণগ্রহীতা **মেসার্স হালদার ফিশ সেন্টার স্বত্বা. গোপাল হালদার পিতা সুনীল হালদার ৪৬/৫এ হাজরা পাড়া লেন, বালি, জেলা - হুগলি, পশ্চিমবঙ্গ - ৭১১২০১** কে নোটিশে উল্লিখিত বকেয়া পরিমাণ **১,১০,৭৩,৭৮০.০০ টাকা (এক কোটি দশ লাখ তিয়াত্তর হাজার সাতশ আশি টাকা) ০৬.০৩.২০২৪ অনুযায়ী** এবং সংশ্লিষ্ট তারিখ পর্যন্ত পুঞ্জীভূত সুদ এবং জরিমানা আদায়দানের জন্য এক দাবি নোটিশ ইস্যু করেছেন। আপনারা উল্লিখিত পরিমাণের সঙ্গে তাৎক্ষণিক ব্যয়, শুল্ক, চার্জ ইত্যাদি সহ চুক্তির হারে পরবর্তী সুদ নোটিশ পাওয়ার তারিখ থেকে ৬০ দিনের মধ্যে আদায়দানের দায়বদ্ধ।

ঋণগ্রহীতা উক্ত বকেয়া পরিমাণ আদায়দানে ব্যর্থ হওয়ায় ঋণগ্রহীতা এবং সাধারণের প্রতি অবগত করা হচ্ছে নিম্নস্বাক্ষরকারী উক্ত আইনের ১৩ ধারার উপধারা (৪) এবং উক্ত ২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলসের রুল ৮ সংস্থান অধীনে প্রদত্ত ক্ষমতাবলে **১৬ মে ২০২৪** তারিখে নিম্নোক্ত জামিনদত্ত সম্পত্তির স্বত্ব দখল করেছেন।

ঋণগ্রহীতা/জামিনদাতাকে বিশেষভাবে এবং সাধারণের প্রতি সাধারণভাবে সতর্কিত করা হচ্ছে কোনওভাবেই সংশ্লিষ্ট সম্পত্তির লেনদেন না করতে এবং কোনওরূপ লেনদেন **স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া, ডানকুনি শাখার** নিকট বকেয়া **১,১০,৭৩,৭৮০.০০ টাকা (এক কোটি দশ লাখ তিয়াত্তর হাজার সাতশ আশি টাকা) ০৬.০৩.২০২৪ অনুযায়ী** পরবর্তী সুদ, তাৎক্ষণিক ব্যয়, শুল্ক ইত্যাদি সহ আদায়দান সাপেক্ষ। **(বর্তমান মোট বকেয়া ১৬.০৫.২০২৪ পর্যন্ত ১,১৩,৭৮,৮৮৯.০০ টাকা)**

**ঋণগ্রহীতার অবগতির জন্য জানানো হচ্ছে উক্ত আইনের ১৩ ধারার উপধারা (৮) সংস্থান অধীনে নির্ধারিত সময়ের মধ্যে বকেয়া আদায় দিয়ে জামিনদত্ত সম্পত্তি উদ্ধার করতে পারেন।**

### স্থাবর সম্পত্তির বিবরণ

সংশ্লিষ্ট সকল অংশ জমি সম্পত্তি এবং তদস্থিত ভবন, গ্রাম এবং মৌজা : পয়রাটুঙ্গি, জ্যোতি গিরি বার্নিং ঘাটের নিকট, জেএল নং ৩৭, আরএস এবং এলআর দাগ নং ১৩২৭, ১৩২৮/১৫৩১, এলআর খতিয়ান নং ১৪৫২, মাকড়দহ-২ গ্রাম পঞ্চায়েত অধিক্ষেত্র অধীন, থানা : ডোমজুড়, পো : মাকড়দহ, পিন : ৭১১৪০৯, জেলা : হাওড়া, পশ্চিমবঙ্গ।

চৌহদ্দি : উত্তরে : ক্যানাল, দক্ষিণে : সড়ক, পূর্বে : সড়ক এবং মগম শাউ এর সম্পত্তি, পশ্চিমে : অন্যান্যর সম্পত্তি।

সম্পত্তি শ্রী হালদার ফিস্ট সেন্টার এর নামে, উল্লেখ্য দলিল নং ০৫০৪০৬৬১২-২০১৮ সালের, বুক নং ১, ভলুম নং ০৫০৪-২০১৮, পৃষ্ঠা ১৭৩৬৯৭ থেকে ১৭৩৭২০, এডিএসআর ডোমজুড়, তারিখ ১৯.১২.২০১৮, উল্লেখ্য দলিল নং ০৫০৪০৫৬৫৮-২০১৮ সালের, বুক নং ১, ভলুম নং ০৫০৪-২০১৮। পৃষ্ঠা ১৪৮৭৪৮ থেকে ১৪৮৭৭২, এডিএসআর ডোমজুড়, তারিখ ১২.১০.২০১৮, উল্লেখ্য দলিল নং ০৫০৪০৫৬৫৯-২০১৮ সালের, বুক নং ১, ভলুম নং ০৫০৪-২০১৮, পৃষ্ঠা ১৪৮৭৭৩ থেকে ১৪৮৭৯৭, এডিএসআর ডোমজুড়, তারিখ ১২.১০.২০১৮।

**দ্রষ্টব্য-** ঋণগ্রহীতা/জামিনদাতাকে ইতিমধ্যেই স্পিড পোস্টে দখল নোটিশ পাঠানো হয়েছে। ঋণগ্রহীতা/জামিনদাতা কোনও কারণে নোটিশ না পেয়ে থাকলে সংশ্লিষ্ট এই নোটিশকে বিকল্প নোটিশ হিসেবে গণ্য করতে হবে।

তারিখ - ১৬.০৫.২০২৪
স্থান - ডানকুনি

অনুমোদিত অফিসার
স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া

বিজ্ঞাপনের জন্য যোগাযোগ করুন-9331059060, 9831919791

Information regarding individuals with pending criminal cases, who have been selected as candidates, along with the reasons for such selection, as also as to why other individuals without criminal antecedents could not be selected as candidates.(As per the Commission's directions issued in pursuance of the Order dated 13.02.2020 of the Hon'ble Supreme Court in Contempt petition (C) No. 2192 of 2018 in WP(C) No. 536 of 2011)

**Name of Political Party : JHARKHAND PEOPLES PARTY**
**Name of the Election : General Elections to the House of People-2024 (Lok Sabha)**
**Name of State : WEST BENGAL**
**Name of the Constituency: 33 JHARGRAM (S.T)**
**Name of the Candidate : SURYA SINGH BESRA**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Criminal antecedents | | | | |
| | a. | Nature of the Offences | U/S 171(E), 188, 123 RPCL | 153(A),295(A), 504,505(3) IPC | Not Applicable |
| | b. | Case No. | G.R.CASE NO- 143/2020 | GR CASE NO- 800/2017 | Not Applicable |
| | c. | Name of the Court | Court of S.D.J.M. Ghatshila | Court of SDJM Latehar | Not Applicable |
| | d. | Whether charges have been framed (Yes/No) | No | No | Not Applicable |
| | e. | Date of conviction, if any | Not Applicable | Not Applicable | Not Applicable |
| | f. | Details of Punishment undergone, if any | Not Applicable | Not Applicable | Not Applicable |
| | g. | Any other information required to be given | Not Applicable | Not Applicable | Not Applicable |
| 2. | The reasons for the selection of the candidate. Selection shall be with reference to the qualifications, achievements and merit of the candidate, and not mere "winnability" at the polls (not more than 100 words) | | He is a senior politician and is a well known social worker having good leadership quality. He is the President of the Party and is one of the prominent leader of the Jharkhand movement and has great support & backing from the people of the area. He is the ex MLA from the Ghatshila Constituency. | | |
| 3. | Reasons as to why other individuals without criminal antecedents could not be selected as candidates (not more than 100 words) | | As a senior leader and President of the Party whatever charges has been alleged in the cases have no substance and purely alleged by the political enemies. And the party believes that there will no adverse outcomes against the alleged accused. | | |

Signature of office bearers of the political party.

Name - Surya Singh Besra
Designation President

## NOTICE

**BEFORE THE LEARNED DISTRICT DELEGATE AT HOOGHLY AT CHINSURAH**
**ACT – XXXIX Case No. 48 OF 2022 (Succession)**

**(1) Smt. Bishakha Banerjee,** Wife of Tanmoy Banerjee, Daughter of Late Deb Kumar Mukherjee alias Mukhereji, Residing at 239/1, N.SC., Bose Road, Naktala, Police Staion—Netaji Nagar, Kolkata-700047, Dist.- South 24 Parganas.

(**2**) **Smt. Bipasha Chatterjee,**Daughter of Late Deb Kumar Mukherjee alias Mukhereji, Residing at 1/1D, J.N. Avenue, Uttarpara Kotrung M., Hooghly, Police Station- Uttarpara, District- Howrah, Pin-712258.

**……………Applicants**

It is hereby notified to all the persons that the applicants (1) Smt. Bishakha Banerjee, Wife of Tanmoy Banerjee, Daughter of Late Deb Kumar Mukherjee alias Mukhereji, residing at 239/1, N.SC., Bose Road, Naktala, Police Station—Netaji Nagar, Kolkata-700047, Dist.- South 24 Parganas and (2) Smt. Bipasha Chatterjee,Daughter of Late Deb Kumar Mukherjee alias Mukhereji, Residing at 1/1D, J.N. Avenue, Uttarpara Kotrung M., Hooghly, Police Station-Uttarpara, District- Howrah, Pin-712258 have filed the aforesaid case to get Succession Certificate in respect of shares of different company left by **(1) Sri Deb Kumar Mukherji**, son of Late Lalit Mohan Mukherji and **(2) Smt. Supti Mukherji,** wife of late Deb Kumar Mukhrerji, now deceased, as follows:-

**Deb Kumar Mukherji**

| Sl. | Name | Folio No. | Cert. No. | Dist. No. | Qty. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Aditya Birla Nuvo Ltd. | IR Z 39082 | 496098 | 15428557-15428606 | 50 |
| 2. | Aditya Birla Nuvo Ltd. | IR Z 39082 | 496099 | 15428607-15428656 | 50 |
| 3. | Aditya Birla Nuvo Ltd. | IR Z 39082 | 496100 | 15428657-15428681 | 25 |
| 4. | Aditya Birla Nuvo Ltd. | IR Z 39082 | 711938 | 24726102-24726151 | 50 |
| 5. | Aditya Birla Nuvo Ltd. | IR Z 39082 | 711939 | 24726152-24726201 | 50 |
| 6. | Aditya Birla Nuvo Ltd. | IR Z 39082 | 711940 | 24726202-24726226 | 25 |
| 7. | Aditya Birla Nuvo Ltd. | I 076989 | 1979559 | 091316966-091317004 | 39 |
| 8. | Aditya Birla Nuvo Ltd. | D040812 | 1979557 | 091316908-091316951 | 44 |
| 9. | Aditya Birla Nuvo Ltd. | D040812 | 1473838 | 465444503-46544552 | 50 |
| 10. | Aditya Birla Nuvo Ltd. | D040812 | 1473839 | 46544553-46544602 | 50 |
| 11. | Aditya Birla Nuvo Ltd. | D040812 | 1473840 | 46544603-4654462 | 20 |
| 12. | Aditya Birla Nuvo Ltd. | D040812 | 1473842 | 46544623-46544627 | 5 |
| 13. | Gujarat Heavy Chemicals Ltd. | GC 903857 | 183594-183603 | 34141716-34142715 | 1000 |
| 14. | Ador Welding Ltd. | D1809 | 00005515 | 04701401-04701500 | 100 |
| 15. | Ador Welding Ltd. | D1809 | 0056651 | 07299874-07299923 | 50 |
| 16. | Ador Welding Ltd. | D1809 | 0056652 | 07299924-07299933 | 10 |
| 17. | Ador Welding Ltd. | D1809 | 00056653 | 07299934-07299938 | 5 |
| 18. | Ador Welding Ltd. | D1809 | 00110592 | 011159223-011159272 | 50 |
| 19. | Ador Welding Ltd. | D1809 | 00110593 | 011159273-011159282 | 10 |
| 20. | Ador Welding Ltd. | D1809 | 00110594 | 011159283-011159292 | 10 |
| 21 | Ador Welding Ltd. | D1809 | 00110595 | 011159293-011159302 | 10 |
| 22. | Ador Welding Ltd. | D1809 | 00110596 | 011159303-011159304 | 2 |
| 23. | ESCORTS Ltd. | 100325 | 610471-610480 | 027721359-027721608 | 250 |
| 24. | ESCORTS Ltd. | 100325 | 402714-402723 | 021471359-021471608 | 250 |
| 25. | ESCORTS Ltd. | ES 100325 | 1292499-1292502 | 64547351=64547550 | 200 |
| 26. | Samruddhi Cement ( Now Ultratech Cement) | 81304521 | 00030467 | 173799111-173799222 | 112(64) |
| 27. | Shrenuj & Com. Ltd. | D0000086 | 927 | 3061396-3062645 | 1250 |
| 28. | Ambuja Cements Ltd. | 0902754 | 104106 | 1515751809-1515751857 | 49 |
| 29. | Novopan Industries Limited | NI025562 | 047164 | 09384127-09848176 | 50 |
| 30. | Novopan Industries Limited | NI025562 | 047163 | 09848077-09848126 | 50 |

**Supti Mukherji**

| Sl. | Name | Folio No. | Cert. No. | Dist. No. | Qty. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | MAC Charles( India ) Ltd. | S10170 | 00043663-00043666 | 02183101-02183300 | 200 |
| 2. | Shrenuj & Com. | S0000578 | 4159 | 6054181-6055430 | 1250 |
| 3. | Reliance Comm. Ventures Ltd. | 012669861 | 001192386 | 0077678301-0077679000 | 700 |
| 4. | Reliance Capital Ltd. | 104807828 | 016580782 | 0226096892-0226096926 | 356 |
| 5. | Reliance Energy Ltd. (Now Reliance Infrastructure Ltd.) | 104807828 | 015980782 | 0215208026-0215208077 | 52 |
| 6. | Aditya Birla Nuvo Ltd. | S065756 | 1979558 | 091316952-091316965 | 14 |
| 7. | GRASIM Industries Ltd. | 0714703 | 2100923-2100925 | 00796711137-0079671248 | 112 |
| 8. | Samruddhi Cement ( Now Ultratech Cement) | 81436584 | 00043673 | 174255919-174256030 | 112 (64) |
| 9. | Reliance Industries Ltd. | 009575090 | 059137073-059137086 | 1279721047-1279721746 | 700 |
| 10. | Reliance Industries Ltd. | 009575090 | 62594634 | 002217803820-002217804519 | 700 Bonus 2009 |
| 11. | Reliance Industries Ltd. | 009575090 | 67074698 | 6909609673-6909611072 | 1400 Bonus 2017 IEPF A/c |

**Deb Kumar Mukherji and Supti Mukherji**

| Sl. | Name | Folio No. | Cert. No. | Dist. No. | Qty. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | ROLTA India Ltd. | RI902129 | 125663-125665 | 23966438-23966737 | 300 |
| 2. | ROLTA India Ltd. | RI902129 | 56192-56193 | 1404776-1404825 | 50 |
| 3. | ROLTA India Ltd. | RI902129 | 68323-68324 | 13959786-13959985 | 200 |
| 4. | ROLTA India Ltd. | 0902129 | 364051 | 36857324-36857423 | 100 |
| 5. | ROLTA India Ltd. | 0902129 | 000470504 | 0081961415-0081962014 | 600 |

**Bipasha Chatterji ( nee Mukherji) and Supti Mukherji**

| Sl. | Name | Folio No. | Cert. No. | Dist. No. | Qty. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Manali Petrochemicals Ltd. | Z0004868 | 94813 | 89828888-89829337 | 450 |
| 2. | Godrej Consumer Products Ld. | 0023321 | 508505 | 61755709-61755948 | 240 |

**Supti Mukherji and Bipasha Chatterji ( nee Mukherji)**

| Sl. | Name | Folio No. | Cert. No. | Dist. No. | Qty. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Manali Petrochemicals Ltd. | Z0004867 | 94812 | 89828438-89828887 | 450 |

**Deb Kumar Mukherji and Bipasha Chatterji ( nee Mukherji)**

| Sl. | Name | Folio No. | Cert. No. | Dist. No. | Qty. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Manali Petrochemicals Ltd. | Z0004869 | 94814 | 89829338-89829787 | 450 |

**Bipasha Chatterji ( nee Mukherji) and Deb Kumar Mukherji**

| Sl. | Name | Folio No. | Cert. No. | Dist. No. | Qty. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | ROLTA India Ltd. | 0903096 | 000470645 | 0082017000-0082017199 | 200 |
| 2. | ROLTA India Ltd. | RI 903096 | 70188-70189 | 14146286-14146485 | 200 |

**Bipasha Chatterji ( nee Mukherji) + Deb Kumar Mukherji +Supti Mukherji**

| Sl. | Name | Folio No. | Cert. No. | Dist. No. | Qty. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | IDBI Bank Ltd. | IDB293908 | 2731817 | 563738401-563738700 | |
| | | | | 834799061-834799240 | 480 |

**Deb Kumar Mukherji +Supti Mukherji +Bipasha Chatterji ( nee Mukherji)**

| Sl. | Name | Folio No. | Cert. No. | Dist. No. | Qty. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | IDBI Bank Ltd. | IDB293910 | 2731817 | 563738401-563738700 | |
| | | | | 834799061-834799240 | 480 |

**Bishasha Banerjee + Deb Kumar Mukherji + Supti Mukherji**

| Sl. | Name | Folio No. | Cert. No. | Dist. No. | Qty. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | IDBI Bank Ltd. | IDB293911 | 2731818 | 563738701-563739000 | |
| | | | | 834799241-834799420 | 480 |

**Supti Mukherji + Deb Kumar Mukherji + Bishakha Banerjee**

| Sl. | Name | Folio No. | Cert. No. | Dist. No. | Qty. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | IDBI Bank Ltd. | IDB293909 | 2731816 | 563738101-563738400 | |
| | | | | 834798881-834799060 | 480 |

If anybody has any objection, he is requested to file objection in person or by his authorized agent within 30 days after publication of this notice, otherwise the case will be disposed of expartee.

**For the applicant**
**Soroj Kumar Ghosh**
**Advocate**

**BY ORDER**
**Charan Singh**
**SERESTADAR**
**Ld. District Delegate Court, Hooghly at Chinsurah**

# সামান্য বৃষ্টিতেই জলবন্দি চাঁচল, প্রতীকী মাছ ধরে ক্ষোভ বাসিন্দাদের

**নিজস্ব প্রতিবেদন, মালদা:** বুধবারের সামান্য বৃষ্টিতেই জলবন্দি হয়ে পড়ল চাঁচল ১ ব্লকের মকদমপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের বিস্তীর্ণ এলাকা। আর এই ঘটনার পর রাস্তার জমা জলে জাল নিয়ে প্রতীকী মাছ ধরে অসন্তোষ প্রকাশ করলেন গ্রামবাসীরা। যদিও মালদায় গত কয়েকদিন ধরে একটানা তীব্র দাহদহের পর বুধবারের বৃষ্টিতে অনেকটাই গরম কমে স্বস্তির আবহাওয়া এনে দেয়।

এদিন চাঁচল ১ ব্লকের মকদমপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের টেংড়িয়া পাড়া এলাকার বাসিন্দারা রাস্তার জমা জলকে ঘিরেই বিক্ষোভ দেখান। স্থানীয় গ্রামবাসীরা জানিয়েছেন, বুধবার ভোর থেকে এক নাগাড়ে বৃষ্টিতে জলবন্দি হয়ে পড়ে গ্রামের বিস্তীর্ণ এলাকা। নিকাশি ব্যবস্থা না থাকায় গ্রামের রাস্তায় হাঁটু সমান জল জমে যায়। যার ফলে চরম দুর্ভোগে পড়তে হয়েছে গ্রামবাসীদের। ট্যাংরিয়া পাড়া এলাকার বাসিন্দা, নিজামুদ্দিন শেখ বাবলু শেখদের বক্তব্য, এই এলাকার রাস্তা দিয়ে বেশ কয়েকটি গ্রামের মানুষ যাতায়াত করেন। কিন্তু এদিনের

মাঝারি বৃষ্টির ফলে রাস্তা কার্যত পুকুরে পরিণত হয়েছে। জল নিকাশি ব্যবস্থা না থাকার কারণে রাস্তায় দাঁড়িয়ে রয়েছে হাঁটু সমান জল। সেই জল ভেঙে যাতায়াত করছেন গ্রামের সাধারণ মানুষ। শুধু তাই নয়, জল যন্ত্রণার শিকার হয়েছেন হাসপাতালে যাওয়া অসুস্থ রোগী

থেকে শুরু করে স্কুলের পড়ুয়ারা। জল ভেঙে রাস্তা দিয়ে যেতে মাঝ রাস্তায় খারাপ হয়ে যাচ্ছে অ্যাম্বুল্যান্স। এলাকায় তৈরি করা হোক নিকাশি ব্যবস্থা। একাধিক দাবি নিয়ে বহুবার পঞ্চায়েত ও ব্লক প্রশাসনের দ্বারস্থ হয়েছেন গ্রামের সাধারণ মানুষ। কিন্তু কাজের কাজ কিছুই হয়নি।

এদিন এই পরিস্থিতির পর দ্রুত নিকাশনালার দাবিতে জলমগ্ন রাস্তায় অভিনব প্রতিবাদে সরব হন গ্রামবাসীরা। রাস্তা যখন জমা জলে কার্যত জলাশয়ের রূপ নিয়েছে, তখন সেখানে মাছের জাল ফেলে বিক্ষোভে সামিল হন গ্রামবাসীরা। দীর্ঘক্ষণ ধরে চলে বিক্ষোভ। চাঁচলের বিধায়ক নীহাররঞ্জন ঘোষ জানিয়েছেন, বিষয়টি নিয়ে দ্রুত আলোচনা করে ব্যবস্থা নেওয়া হবে। স্থানীয় পঞ্চায়েতের সঙ্গে কথা বলা হবে। নির্বাচনী বিধি উঠে যাওয়ার পর প্রথশ্রী প্রকল্পের মাধ্যমে যাতে ওই এলাকার নতুন রাস্তা তৈরি করা হয় সে ব্যাপারে প্রয়োজনীয় উদ্যোগ নেওয়া হবে।

# সন্তানদের ও স্ত্রীকে বিষ খাইয়ে আত্মহত্যার চেষ্টা স্বামীর, মৃত ২

**নিজস্ব প্রতিবেদন, স্বরূপনগর:** পারিবারিক বিবাদের জেরে দুই সন্তান ও স্ত্রীকে বিষ খাইয়ে আত্মঘাতী হওয়ার চেষ্টা মদ্যপ স্বামীর। ঘটনায় দুই সন্তান বছর ১০ এর হৃদয় দাস ও বছর ৭ এর অঞ্জনা দাসের মৃত্যু হয়েছে। আশঙ্কাজনক অবস্থায় হাসপাতালে চিকিৎসাধীন স্বামী বছর ৪২ এর উত্তম দাস ও স্ত্রী বছর ৩৫ এর কণিকা দাস। মর্মান্তিক ঘটনাটি ঘটেছে উত্তর ২৪ পরগনা বসিরহাট মহকুমার স্বরূপনগর থানার শুগুনা গ্রাম পঞ্চায়েতের কাচদহ গ্রামে।

পুলিশ সুত্রে জানা গিয়েছে, উত্তম দাস ও কণিকা দাসের দুই সন্তান হৃদয় দাস ও অঞ্জনা দাস। মঙ্গলবার গভীর রাতে উত্তম দাস মদ্যপ অবস্থায় বাড়ি ফেরেন কীটনাশক নিয়ে। তারপর সুকৌশলে দই ও ভাতে বিষ মিশিয়ে দেন। স্বামী-স্ত্রী ও দুই সন্তানকে বিষ খাইয়ে নিজে আত্মহত্যা করার চেষ্টা করেন। পুত্র ও কন্যার মৃত্যু হয়। বাকি স্ত্রী কণিকা দাস আশঙ্কাজনক অবস্থায় বারাসত জেলা হাসপাতালে চিকিৎসাধীন। স্বামী উত্তম দাস তাঁর অবস্থাও আশঙ্কজনক, তাঁকে হাবরা হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। কী কারণে বিষ খেয়ে সপরিবারে আত্মহত্যা করার চেষ্টা করছিল, তা জানতেই তদন্ত শুরু করেছে স্বরূপনগর থানার পুলিশ।

এর পিছনে পারিবারিক অশান্তি না অর্থনৈতিক কারণ নাকি অন্য কিছু আছে সেটাও তদন্তকারীরা দেখে নিতে চাইছেন। ইতিমধ্যে মৃত দুই সন্তানকে ময়নাতদন্তের জন্য বসিরহাট স্বাস্থ্য জেলার পুলিশ মুর্গে পাঠানো হয়েছে। মৃত উত্তমের বৃদ্ধ মায়ের দাবি, ছেলে প্রতিদিন মদ খেত। কাউকে না জানিয়ে বসতবাড়ি বিক্রি করে দিয়েছিলেন। বিষয়টি জানাজানি হতেই শুরু হয় পারিবারিক বিবাদ। পরিবার ও পুলিশের প্রাথমিক অনুমান, সেই কারণেই সকলকে বিষ খাইয়ে মারার চেষ্টা করেন উত্তমবাবু।

# কার্তিক মহারাজ সম্পর্কে মমতার কটাক্ষের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ সভা

**নিজস্ব প্রতিবেদন, নদিয়া:** পূজপাদ স্বামী প্রদিপ্তানন্দ ওরফে কার্তিক মহারাজ। ভারত সেবাশ্রম সংঘের এই সন্ন্যাসী এখন রাজ্য রাজনীতিতে আলোচিত নাম। নির্বাচনী প্রচার থেকে তাঁকে কড়া ভাষায় আক্রমণ করেছেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। তাঁর নাম নিয়ে সমালোচনা করেছেন। মুখ্যমন্ত্রীর সমালোচনার পালটা হিসাবে দেশের প্রধানমন্ত্রী তাঁর পাশে দাঁড়িয়েছেন। নিন্দা করেছেন মুখ্যমন্ত্রীর মন্তব্যের। এত কিছু যাঁকে নিয়ে, তিনিও বোমা ফাটালেন মাত্র দু'দিন আগে। দাবি করলেন, বিজেপি তো বটেই তৃণমূলের তরফেও তাঁকে এই নির্বাচনে প্রার্থী করার প্রস্তাব দেওয়া হয়েছিল। কিন্তু তিনি রাজি হননি।

গোঘাটের জনসভা থেকে ভারত সেবাশ্রম সংঘের সাধু কার্তিক মহারাজের প্রবল সমালোচনা করেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। মুখ্যমন্ত্রী বলেন, 'সব সাধু তো সমান হয় না। সব স্বজন সমান হয় না। আমাদের মধ্যেও কি আমরা সবাই সমান? এই যে বহরমপুরে একজন মহরাজ আছেন, কার্তিক মহারাজ। ভারত সেবাশ্রম সংঘকে আমি খুব শ্রদ্ধা করতাম। আমার শ্রদ্ধার্ঘের তালিকায় তাঁরা দীর্ঘদিন ধরে আছেন। কিন্তু যে লোকটা বলে তৃণমূল কংগ্রেসের এজেন্ট বসতে দেব না সেই লোকটাকে আমি সাধু বলে মনে করি না। কারণ তিনি ডাইরেক্ট পলিটিক্স করে দেশটার সর্বনাশ করছেন। আমি আইডেন্টিফাই করেছি কে কে করেছেন।'

আর এই নিয়ে একদিকে যেমন ধর্মীয় আবেগে আঘাত লেগেছে তেমনই রাজনৈতিক পারদ চড়েছে লোকসভা নির্বাচন চলাকালীন সময়ে। দেশজুড়ে প্রায় সমস্ত হিন্দু সনাতনী ধর্মের পক্ষ থেকে এর তীব্র নিন্দা

জানানো হয়েছে। বুধবার নদিয়ার কৃষ্ণনগরে বিশ্ব হিন্দু পরিষদের উদ্যোগে জেলার সকল ধর্মীয় সংস্থা এবং ধর্ম প্রতিষ্ঠানের ধর্মগুরুরা একত্রিত হয়ে একটি প্রতিবাদ মিছিল করেন কৃষ্ণনগর রাজবাড়ি থেকে শুরু করে পোস্ট অফিস মোড় পর্যন্ত।

সংগঠনের সদস্য বঙ্গের সন্ত প্রমুখ জগদ্ধাত্র প্রিয় দাস জানান, একটি রাজনৈতিক দলের কাছ থেকে এটা কখনওই কাম্য নয় ভারত সেবাশ্রম, ইসকন এবং রামকৃষ্ণ মিশন সম্পর্কে হয়তো তাঁর ধারণা নেই। বিভিন্ন সময়ে প্রাকৃতিক দুর্যোগ মারণ রোগ সহ বিভিন্ন সমাজ কল্যাণে দাতব্য চিকিৎসায় শিক্ষা এমনকি জীবন জীবিকা বিষয়েও শোষিত নিপীড়িত দরিদ্র মানুষের সেবা করে থাকে এ ধরনের ধর্মীয় সংগঠনগুলি। তাই রাজনৈতিক সহজাত প্রবৃত্তিতে তিনি যে কথাগুলো বলেছেন তা নিছকই নিজেকে মূর্খ প্রমাণিত করা ছাড়া আর কিছু নয়। অবিলম্বে সকলের কাছে ক্ষমা চাওয়া উচিত এই বিরূপ মন্তব্যের জন্য না হলে সারা পশ্চিমবঙ্গ তো বটেই, সারা ভারতবর্ষের সমস্ত ধর্মীয় সংগঠন একত্রিত হয়ে এ বিষয়ে প্রতিবাদ জানাবে।

# অভিষেক উড়ে যেতেই সোনামুখীর মাটিকে নতমস্তকে প্রণাম সুজাতার

**নিজস্ব প্রতিবেদন, বাঁকুড়া:** মঙ্গলবার বিষ্ণুপুর লোকসভা কেন্দ্রের তৃণমূল কংগ্রেস প্রার্থী সুজাতা মণ্ডলের সমর্থনে ভোট প্রচারে সোনামুখী ব্লকের ধানশিমলাতে একটি জনসভায় উপস্থিত হয়েছিলেন অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। সেখানে দলীয় কর্মীদের উদ্দেশে বক্তব্য রাখার পর অস্থায়ী হেলিপ্যাড গ্রাউন থেকে অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের হেলিকপ্টার উড়ে যেতেই হঠাৎ করেই দেখা যায় বিষ্ণুপুর লোকসভা কেন্দ্রের তৃণমূল কংগ্রেস প্রার্থী সুজাতা মণ্ডল সোনামুখীর মাটিকে নতমস্তকে প্রণাম করছেন।

কেন তিনি এই কাজ করলেন তাঁর কাছে প্রশ্ন করলে, তিনি জানান, সোনামুখীর পবিত্র মাটি তো-মা কালীর মাটি, কার্তিকের মাটি, ঈশ্বর আল্লাহর মাটি সেই মাটিতে অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর কথা ভেবে যে জনজোয়ার যে উচ্ছ্বাস তাঁকে দিয়ে গেলেন, তিনি যেন শুধুমাত্র এই সিটটা দাদাকে উপহার দিতে পারেন গুরুদেবের কাছে এই প্রার্থনায় তিনি করলেন।

তিনি দাবি করেন, বেলিয়াতোড়ের সভা থেকে তিনি অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়কে বলেছিলেন সোনামুখীতে যেন একটি কর্মসূচি অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় রাখেন, তাঁর কথা শুনেছেন অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। হাজার ব্যস্ততার মধ্যেও সোনামুখীতে তিনি এসেছেন তাই অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়কে ধন্যবাদ জানানোর ভাষা তাঁর নেই। তিনি আরও দাবি করেন, 'অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁকে বলে গিয়েছেন তাঁর মাথায় হাত দিয়ে আশীর্বাদ করে গিয়েছেন, সুজাতা এই সিটটা আমাকে উপহার দাও, আমি আবার আসব, আমি সোনামুখী বিষ্ণুপুরকে ভরিয়ে দেব।'

# হঠাৎই মিঠুনের মিছিল বাতিল, করজোড়ে ক্ষমা সৌমিত্র খাঁর

**নিজস্ব প্রতিবেদন, বাঁকুড়া:** বিষ্ণুপুর লোকসভা কেন্দ্রের বিজেপি প্রার্থী সৌমিত্র খাঁর সমর্থনে বিষ্ণুপুরে মিছিল হওয়ার কথা ছিল মহাগুরু মিঠুন চক্রবর্তীর। মিঠুনকে দেখার জন্য ভিড় জমিয়েছিলেন হাজার হাজার ভক্ত। হঠাৎ করেই খবর আসে মিঠুন চক্রবর্তী মিছিলে উপস্থিত থাকতে পারছেন না। এরপরেই ঘটনাস্থলে আসেন বিষ্ণুপুর লোকসভা কেন্দ্রের বিজেপি প্রার্থী সৌমিত্র খাঁ। মিছিলে যোগদান করা মিঠুন ভক্তদের এবং বিজেপি কর্মীদের কাছে কখনও হাতজোড় করে, কখনও মাইকিং করে, কখনও টোটো চেপে প্রত্যেকের কাছে ক্ষমা চেয়ে নেন সৌমিত্র খাঁ।

সৌমিত্র খাঁ জনগণের উদ্দেশে জানান, প্রাকৃতিক দুর্যোগ এবং হেলিকপ্টার খারাপ হয়ে যাওয়ার কারণে মিঠুন চক্রবর্তী আসতে পারছেন না, যদি মিঠুন চক্রবর্তী আসে সকলকেই জানানো হবে। এরপরেই মনের কোণে কষ্ট নিয়ে এলাকা ছাড়েন মিঠুন ভক্ত বিজেপি কর্মীরা। তবে আসরে তৃণমূল। তৃণমূলের দাবি, বিজেপি কত বড় ধাপ্পাবাজ সে প্রমাণ বিষ্ণুপুরের মানুষকে দিল। মিঠুনের নাম করে লোক এনে এখন নাটক করে ক্ষমা চাইছে।

# উত্তরপ্রদেশে তৃণমূল প্রার্থীর প্রচারে রাজ্যসভার সাংসদ ও উত্তরপাড়ার পুর চেয়ারম্যান

**নিজস্ব প্রতিবেদন, উত্তরপাড়া:** উত্তরপ্রদেশে তৃণমূল কংগ্রেস প্রার্থী দিয়েছে, সেখানে সমাজবাদী পার্টির প্রধান অখিলেশ যাদবের সঙ্গে সমঝোতা হয়েছে তৃণমূল সুপ্রিম ও মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের। উত্তরপ্রদেশে তৃণমূল কংগ্রেস সমাজবাদী পার্টি ভারতের জাতীয় কংগ্রেস সমঝোতা করে লোকসভা নির্বাচনে আসন দিয়েছে তারপর প্রেক্ষিতে উত্তরপ্রদেশ ভাদুই লোকসভা আসনে তৃণমূল কংগ্রেস প্রার্থী ললিতেশ ত্রিপাঠীকে, যিনি উত্তরপ্রদেশের প্রয়াত কংগ্রেস নেতা ও কেন্দ্রীয় রেলমন্ত্রী কমলাপতি ত্রিপাঠীর নাতি ওই আসনে সমাজবাদী পার্টি ও জাতীয় কংগ্রেস প্রার্থী দেয়নি ভাদুই লোকসভা আসনে জনসভায় পশ্চিমবঙ্গ থেকে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় উত্তরপাড়া পুরসভার চেয়ারম্যান। দিলীপ যাদব ও রাজ্যসভার সাংসদ সুস্মিতা দেবকে

ওই নির্বাচনে জনসভায় পাঠিয়েছিলেন বক্তব্য রাখার জন্য। ছবিতে দেখা যাচ্ছে সমাজবাদী পার্টির প্রধান অখিলেশ যাদব, তৃণমূল প্রার্থী ললিতেশ ত্রিপাঠী, সুস্মিতা দেব, দিলীপ যাদব যিনি তৃণমূল কংগ্রেসের রাজ্য সম্পাদক ও উত্তরপ্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি সহ অন্যান্যরা। দিলীপ যাদব জানালেন, 'ওখানে গিয়ে তৃণমূল প্রার্থীর হয়ে আমরা জনসভায় প্রচার করলাম। প্রচুর তৃণমূল সমর্থক ছিলেন। মুখ্যমন্ত্রী আমাকে পাঠিয়েছিলেন। আমরা ওখানে জিতব বিশেষ করে সমাজবাদী পার্টি ওই লোকসভা আসনে খুব সহযোগিতা করছে। সঙ্গে কংগ্রেস।'

# প্রাতঃভ্রমণকারীদের সঙ্গে জনসংযোগ সুভাষ সরকারের

**নিজস্ব প্রতিবেদন, বাঁকুড়া:** ষষ্ঠ দফার নির্বাচন ২৫ মে। আগামিকালই শেষ হচ্ছে ওই দফার প্রচারের সময়সীমা। আগের দিনও প্রচারে খামতি দিলেন না বাঁকুড়া লোকসভার বিজেপি প্রার্থী সুভাষ সরকার। নির্বাচনের প্রার্থী হিসাবে নাম ঘোষণার পর গত দু'মাসেরও বেশি সময় ধরে নিজের লোকসভা কেন্দ্রে নিবিড় প্রচার চালাচ্ছেন বাঁকুড়া লোকসভার বিজেপি প্রার্থী সুভাষ সরকার। প্রচারের একেবারে শেষ ল্যাপেও প্রচারে খামতি রাখতে নারাজ তিনি। বুধবার সাত সকালেই দলের অনুগামীদের সঙ্গে নিয়ে বাঁকুড়া শহরের খ্রিস্টান কলেজ মাঠে হাজির হন তিনি। প্রাতঃভ্রমণকারীদের সঙ্গে শুভেচ্ছা বিনিময়ের মাধ্যমে জনসংযোগ সারেন তিনি।

## ভোট লুঠ করতে এলে ঘাড় ধাক্কার নিদান মীনাক্ষীর

**নিজস্ব প্রতিবেদন, হাবড়া:** ভোট লুঠ করতে এলে ঘাড় ধাক্কা দেবেন, হাবড়ায় ফরওয়ার্ড ব্লকের প্রার্থীর হয়ে প্রচারে এসে এমনটাই নিদান দিলেন মীনাক্ষী মুখোপাধ্যায়। বারাসত লোকসভা কেন্দ্রের ফরওয়ার্ড ব্লকের প্রার্থী সঞ্জীব চট্টোপাধ্যায়ের হয়ে প্রচারে এসে এদিন মীনাক্ষী মুখোপাধ্যায় হাবড়ার বানিপুর থেক হাবড়া জয়গাছি পর্যন্ত প্রায় চার কিলোমিটার রোড শো শেষে কর্মীদের উদ্দেশে বলেন, '১ তারিখ বুথের বাইরে থাকবেন, কেউ ভোট লুঠ করতে এলে ঘাড় ধাক্কা দেবেন।' পাশাপাশি ওবিসি শংসাপত্র বাতিল প্রসঙ্গে বলেন, 'সরকার যদি এনআরসি এবং সিএএকে মানুষের বিনা সম্মতিতে গোটা দেশের মধ্যে প্রতিষ্ঠিত করতে চায়, তা হলে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সরকার সেটা পারবে না। যে কারণ দেখিয়ে ওরা শংসাপত্রকে বাতিল করছে যদি সেটা ভ্যালিড না হয় তা হলে এদেরকেও জেলে যেতে হবে। সরকারি কাজ করে সরকারি কর্মচারীরাও বুঝে শুনে কাজে এগোন সরকার বেশিদিন টিকবে না, তখন এদেরকেও জেলে যেতে হবে।'

# জন্মদিনে রাজা রামমোহন রায়ের ভাবধারা প্রচার

**নিজস্ব প্রতিবেদন, আরামবাগ:** রাজা রামমোহন রায়ের ২৫৩তম জন্মদিন পালিত হল তাঁর জন্মভিটে খানাকুলের রাধানগরে। ১৭৭২ সালের ২২ মে এখানেই তিনি জন্মগ্রহণ করেছিলেন। রাধানগর রামমোহন মেমোরিয়াল অ্যান্ড কালচারাল অর্গানাইজেশনের পক্ষ থেকে নানা অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছিল সকাল থেকে। রঘুনাথপুরে রামমোহনের বসতবাটিতে সতীদাহ বেদি ও রামমোহনের আবক্ষ মূর্তিতে মাল্যদান করে অনুষ্ঠানের সূচনা হয়। এরপর রাধানগর পর্যন্ত একটি শোভাযাত্রা করা হয়। রাধানগরে জন্মবেদি, আবক্ষ মূর্তি ও স্মৃতিস্মারকে মাল্যদান করেন বিভিন্ন অতিথি ও রামমোহন প্রেমীরা।

রামমোহন সম্পর্কিত আলোচনা ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান পরিবেশিত হয়। এরপর একটি প্রশ্নোত্তর প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়। আরামবাগ মহকুমার বিভিন্ন প্রান্তের স্কুল থেকে কুড়িটি টিম এই প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করেন। বিজয়ী প্রতিযোগীদের হাতে পুরস্কার তুলে দেওয়া হয়। বিশিষ্টদের মধ্যে বিভিন্ন সময়ে উপস্থিত ছিলেন খানাকুলের বিধায়ক সুশান্ত ঘোষ, হুগলি জেলা পরিষদের শিক্ষা কর্মাধ্যক্ষ সুবীর মুখোপাধ্যায়, জেলা পরিষদের সদস্য পলাশ রায়, প্রধান শিক্ষক নভেন্দু সামন্ত, প্রধান শিক্ষক অমিত আঢ্য, বিশিষ্ট বাচিক শিল্পী সঞ্জয় ঘোষাল, সংগীত শিল্পী অভিজিৎ নিয়োগী, গৌরসুন্দর ঘোষ প্রমুখ।

সংস্থার সম্পাদক দেবাশিস শেঠ বলেন, 'রামমোহনের জন্মের সার্ধ-দ্বিশতবর্ষকে সামনে রেখে আমরা গত দু'বছর ধরে এই এলাকায় রামমোহনের ভাবধারার প্রচার করে চলেছি। এই এলাকার বহু স্কুল কলেজ এবং সাধারণ মানুষ আমাদের সঙ্গে যুক্ত হয়েছেন। এদিনও ছাত্র-ছাত্রীদের নিয়ে প্রশ্নোত্তর প্রতিযোগিতায় উল্লেখযোগ্য সাড়া পাওয়া গিয়েছে।'

# আইসিএসইতে ৯৯.৬ শতাংশ নম্বরে রাজ্যে প্রথম অভিমিতা

**নিজস্ব প্রতিবেদন, শ্রীরামপুর:** লেখাপড়াকে ভালোবেসেই জীবনে কিছু একটা করে দেখানোর জেদ ছিল। তাই প্রথম থেকেই পাঠ্য বইয়ের বাইরেও অন্যান্য বই খুঁটিয়ে পড়া ও তার থেকে নিজের মতো উত্তরপত্র তৈরি করার ঝোঁকই জীবনের প্রথম গুরুত্বপূর্ণ পরীক্ষায় সফল করে তুলেছে অভিমিতা চক্রবর্তীকে। ২০২৪ সালের আইসিএসই পরীক্ষায় ৯৯.৬ শতাংশ নম্বর পেয়ে মেধাতালিকায় রাজ্যে প্রথম হয়ে তাক লাগিয়ে দিয়েছে রিষড়ার এক বেসরকারি ইংরেজি মাধ্যমের কৃতি ছাত্রী। শেওড়াফুলির বাসিন্দা অভিমিতার এই কৃতিত্বে গর্বিত পাড়ার লোক থেকে স্কুলের শিক্ষক-শিক্ষিকারা। স্কুলের অন্য ছাত্রছাত্রীদের উৎসাহিত করার জন্য অভিমিতার ছবি ব্যবহার করে ফ্লেক্স টাঙানো হয়েছে। তবে মেধাতালিকায় রাজ্যের মধ্যে প্রথম হওয়ার জন্য স্কুল ও শিক্ষিকাদের যথেষ্ট অবদান রয়েছে বলে দাবি করেছে অভিমিতা।

তার কথায়, 'পড়াশোনাকে ভালোবাসা ও মনোযোগ দরকার। আমার স্কুলের পরিবেশ খুবই ভালো। কারণ জীবনের প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষার ক্ষেত্রে ছাত্রছাত্রীদের একটা মানসিক চাপ থাকে। স্কুলে যেহেতু দিনের অনেকটা সময় ছাত্রছাত্রীরা কাটায় তাই পড়াশোনা ও চরিত্র গঠনে স্কুলের ভূমিকা থাকে। জটিল বিষয়গুলিকে শিক্ষিকারা সহজ পদ্ধতিতে খুবই যত্ন সহকারে আমাদের পড়ান।' ভবিষ্যতে সে নিউরো সার্জেন হতে চায়। পরবর্তী ক্ষেত্রে গবেষণা করার ইচ্ছা আছে বলে জানিয়েছে সে। মেয়ের সাফল্যে উচ্ছ্বসিত বাবা

অভীক ও মা মৌমিতা চক্রবর্তী। সরকারি কর্মী বাবা ও মা উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষিকা। দু'জনেই জানিয়েছেন, মেয়ে ছোট থেকেই মেধাবী। নিজের মতো করেই পড়াশোনা করে। স্কুলের ডিরেক্টর জিবু স্যামুয়েল বলেন, 'অভিমিতা চক্রবর্তী রাজ্যের মধ্যে প্রথম ও দেশের মধ্যে দ্বিতীয় হয়েছে। এটা আমাদের কাছে খুব গর্বের। ছাত্রীর নজিরবিহীন সাফল্যে শুধু আমাদের স্কুলের ছাত্রছাত্রী নয় অন্য স্কুলের ছাত্রছাত্রীরা উৎসাহিত হবে।'

# মালেশিয়ান ভুট্টা চাষে বিকল্প অর্থনীতির দিশা সুশান্ত কর্মকারের

**মহেশ্বর চক্রবর্তী ● আরামবাগ**

প্রথাগত চাষ থেকে বেরিয়ে এসে অর্থকরী ফসল হিসাবে ভুট্টা চাষ করে বিকল্প অর্থনীতির দিশা দেখাচ্ছেন আরামবাগের এক চিকিৎসক। মানুষের সেবা করার পাশাপাশি এলাকার কৃষকদেরও মালেশিয়ান সুইট কর্ন তথা মালেশিয়ান ভুট্টা চাষে উৎসাহিত করছেন তিনি। আরামবাগের জনপ্রিয় চিকিৎসক ডা. সুশান্ত কর্মকার একজন প্রতিভাবান কৃষি বিশেষজ্ঞও বটে। একসময় সূর্যমুখী ও বানিয়াড মিলেট (মাইলো) চাষ করে তাক লাগিয়ে দিয়েছিলেন সবাইকে। এবার তাঁর বাগানে মালয়েশিয়ান সুইট কর্ন। এই ভুট্টা যেমন মিষ্টি তেমনই সুন্দর। নিজের জমিতে চাষ করে এলাকার কৃষকদের কাছে দৃষ্টান্ত স্থাপনের চেষ্টা করেন তিনি। ভারতবর্ষে এই ভুট্টা খুবই জনপ্রিয়। তাছাড়া বিদেশে রপ্তানি করে বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনের ক্ষেত্রে এটি একটি লাভজনক অর্থকরী ফসল। এটিকে তাই আন্তর্জাতিক স্তরে দানাশস্যের রানি হিসাবে

আখ্যায়িত করা হয়।

প্রসঙ্গত, কোভিডের সময় মহামারির ফলে উদ্ভূত নানা সমস্যা সত্ত্বেও ভুট্টার রপ্তানি ক্রমশ বৃদ্ধি পেয়েছে। বর্তমানে রপ্তানি আরও বেড়েছে। প্রতিবেশী দেশ বাংলাদেশ ও নেপাল ভারত থেকে সবেচেয়ে বেশি ভুট্টা আমদানি করে। সূত্র থেকে জানা গিয়েছে, ২০২২-২৩ অর্থবর্ষে এপ্রিল থেকে জানুয়ারি সময়কালে বাংলাদেশ ৩৪ কোটি ৫৫ লক্ষ মার্কিন ডলার এবং নেপাল ১৩ কোটি ২১ লক্ষ ৬০ হাজার মার্কিন ডলার মূল্যের ভুট্টা আমদানি করেছে। শিল্প ও বাণিজ্য মন্ত্রক ভুট্টার জন্য নতুন নতুন বাজারের সন্ধান করছে। ভিয়েতনাম ভারতের ভুট্টা কিনতে আগ্রহী।

এছাড়াও মালয়েশিয়া, মায়ানমার, শ্রীলঙ্কা, ভুটান, তাইওয়ান ও ওমানের মতো দেশগুলি ভারতের ভুট্টা আমদানি করছে। ভারতের মধ্যে কর্ণাটক, মধ্যপ্রদেশ, বিহার, তামিলনাড়ু, তেলেঙ্গানা, মহারাষ্ট্র এবং অন্ধ্রপ্রদেশে ভুট্টা চাষ হলেও পশ্চিমবঙ্গে সেই ভাবে ভুট্টা চাষ হয় না। তাই চাষিদের ভুট্টা চাষে অনুপ্রাণিত করতে পুষ্টিকর খাদ্য হিসেবে আরামবাগের চিকিৎসক সুশান্তবাবু নিজে ভুট্টা চাষ করে কৃষকদের উৎসাহিত করার চেষ্টা করছেন। যে কোনও আবহাওয়াতেই ভুট্টা চাষ করা যায়, ফলে কৃষকরা এই ফসলের চাষে আগ্রহ প্রকাশ করতেই পারেন। বিশেষ করে মালেশিয়ান ভুট্টা চাষে লাভ বেশি। এই ভুট্টার পুষ্টিগুন যেমন আছে, তেমনই সুস্বাদু। ভারতে মূলত খরিফ শস্য হিসাবে ভুট্টার চাষ হয়। দেশে মোট উৎপাদিত ভুট্টার ৮৫ শতাংশ খরিফ মরশুমে উৎপন্ন হয়। খাদ্য হিসাবে ভুট্টার ব্যবহার ছাড়াও স্টার্চ, তেল, প্রোটিন, মদ, খাবারে মিষ্টির উপাদান, ওষুধ প্রস্তুতিতে, প্রসাধনী সামগ্রী, বস্ত্র, কাগজ শিল্পে ভুট্টা ব্যবহার করা হয়। এমনটাই জানান হোমিওপ্যাথি চিকিৎসক ডা. সুশান্ত কর্মকার।

অপরদিকে আরামবাগের আঞ্চলিক ইতিহাসবিদ দেবাশিস শেঠ জানান,সুশান্তবাবু চিকিৎসা করার পাশাপাশি ভুট্টা ও মিলেট চাষ করে চাষিদের উৎসাহিত করার চেষ্টা করেন। এটা খুবই ওঁর ভালো দিক। সবমিলিয়ে এখন দেখার চিকিৎসকের অনুপ্রেরণায় ভারতে ধান এবং গমের পরে তৃতীয় গুরুত্বপূর্ণ শস্য ভুট্টা চাষে আরামবাগের কৃষকরা আগ্রহ প্রকাশ করে কিনা।

# লেটার বক্সে চিঠি, সাধু হতে গৃহত্যাগী উত্তরপাড়ার পড়ুয়া!

**নিজস্ব প্রতিবেদন, উত্তরপাড়া:** ‘সাধু হতে যাচ্ছি’ লেটার বক্সে চিঠি ফেলে গৃহত্যাগী উত্তরপাড়ার স্কুল পড়ুয়া! হাতে ঝোলা, লাঠি, লোটা নিয়ে গামছা পরে উত্তরপাড়া রেল স্টেশনে সিসি ক্যামেরায় ধরা পড়ল আদর্শ তিওয়ারির সাধু বেশের ছবি। উত্তরপাড়া পুরসভার ১৩ নম্বর ওয়ার্ডের রামসীতা ঘাট রোডের বাসিন্দা আদর্শ তিওয়ারি একটি বেসরকারি ইংরেজি মাধ্যম স্কুলের একাদশ শ্রেণির ছাত্র। মঙ্গলবার ভোরে বাড়ি থেকে নিখোঁজ হয়। গঙ্গা স্নান করতে যাচ্ছে বলে একটা ব্যাগ নিয়ে বাড়ি থেকে বের হয়। এরপর বাড়ি না ফেরায় খোঁজ শুরু হয়।

জানা গিয়েছে, হঠাৎই সাধু হওয়ার লক্ষ্যে গৃহত্যাগী হয়েছে সে। বাড়ির লেটার বক্সে রেখে যায় একটি চিঠি। যেখানে সে লিখে যায় নিজের ইচ্ছায় ঘর ছেড়ে আধ্যাত্মিক পথে যাচ্ছে। আগামী ২৪ মে তার জন্মদিন। সেদিন সে দীক্ষা নেবে।

যাওয়ার আগে গঙ্গায় স্নান করে, এরপর ঘরেই নিজের ফোন, মানিব্যাগ, চটি ফেলে যায়। চিঠিতে জানিয়ে যায়, সে প্রথমে নবদ্বীপ ও পরে বৃন্দাবন যাবে। ছাত্রের পরিবার জানতে পারে, সকাল সাড়ে পাঁচটা নাগাদ আদর্শকে উত্তরপাড়া স্টেশনে সাধু বেশে দেখা গিয়েছে।

আদর্শের দাদু প্রেমনাথ তিওয়ারি জানান, নাতিকে নিয়ে একবার মথুরা, বৃন্দাবন, অযোধ্যায় গিয়েছিলেন। সেখানে প্রেমানন্দ নামে এক সাধুর আশ্রমে যায়। বই কেনে। যমুনা নদীতে স্নান করে মাটি নিয়ে আসে, যেটা দিয়ে রোজ তিলক কাটত। প্রেমানন্দের লেখা বই পড়ত। কোরান-বাইবেল-গীতার মতো ধর্মীয় বই পড়ত। আদর্শের বোন অক্সিতা তিওয়ার বলে, ‘ক্লাস টেনের বোর্ড পরীক্ষার সময়ও বলেছিল আমি বাড়ি ছেড়ে পালাব। একবার কী স্বপ্ন দেখে পুজোপাঠ শুরু করে। হঠাৎ কী হল জানি না।’

# মাসিমা ডেকে গলার সোনার চেন ছিঁড়ে চম্পট দুষ্কৃতীরা

**নিজস্ব প্রতিবেদন, বাঁকুড়া:** সাত সকালে প্রাতঃভ্রমণে বেরিয়ে সোনার চেন খোয়া গেল এক বৃদ্ধার। জানা গিয়েছে, বিষ্ণুপুর পুরসভার ১৮ নম্বর ওয়ার্ডের আকঞ্জি ডাঙার বাসিন্দা গীতা বন্দ্যোপাধ্যায় প্রতিদিনের মতো বুধবারও এলাকায় প্রাতঃভ্রমণ করতে বেরিয়েছিলেন। হাঁটতে হাঁটতে উকিলপাড়ায় যখন এসে পৌঁছন ওই বৃদ্ধা, তখন দুই যুবক একটি মোটর বাইক নিয়ে রাস্তার পাশেই দাঁড়িয়েছিলেন। ওই বৃদ্ধা ওই যুবকদের পাশ দিয়ে পেরিয়ে যাওয়া মাত্রই মাসিমা বলে ডাকেন এক যুবক। অপর যুবক বৃদ্ধার গলা চেপে ধরে এবং বৃদ্ধার গলায় থাকা প্রায় লক্ষাধিক টাকার একটি সোনার চেন নিয়ে চম্পট দেয়।

ঘটনাস্থলে উপস্থিত এক কাজের মহিলা পাশে পড়ে থাকা বাঁশ নিয়ে দুষ্কৃতীদের উদ্দেশ্যে ধাওয়া করেন। যদিও ততক্ষণে এলাকা থেকে উধাও দুষ্কৃতীরা। এরপর বৃদ্ধা মহিলা বাড়িতে এসে ছেলে বউমাকে সম্পূর্ণ কথা জানালে পরিবারের পক্ষ থেকে বিষ্ণুপুর থানায় গিয়ে একটি লিখিত অভিযোগ দায়ের করা হয়। তবে দিনের আলোতে শহরের বুকে এই ধরনের ছিনতাইয়ের ঘটনায় স্বাভাবিক ভাবেই চাঞ্চল্যকর পরিবেশ তৈরি হয়। স্থানীয়দের দাবি, তাঁরা নিরাপত্তার অভাবে ভুগছেন, পুলিশ এর ব্যবস্থা করুক।

# মহিলাকে মারধরের অভিযোগে এক ব্যক্তি দোষীসাব্যস্ত আদালতে

**নিজস্ব প্রতিবেদন, বালুরঘাট:** বাঁশের মাচা ভেঙে ফেলাকে কেন্দ্র করে এক মহিলাকে মারধর করার অভিযোগে এক ব্যক্তিকে দোষীসাব্যস্ত করল আদালত। দোষীকে ৫ মাসের কারাদণ্ডের নির্দেশ দিলেন বিচারক। বুধবার সাংবাদিকদের এমনটাই জানালেন বালুরঘাট জেলা আদালতের সরকারি আইনজীবী।

জানা গিয়েছে, ঘটনার সূত্রপাত ২০১৮ সালের আগস্ট মাসে। সেই সময় বালুরঘাট ব্লকের অন্তর্গত পতিরাম এলাকার বাসিন্দা সুমল দাস নামে এক ব্যক্তির স্ত্রীকে মারধর করার অভিযোগ ওঠে তপন মণ্ডল নামে এক ব্যক্তি সহ চারজনের বিরুদ্ধে। বাঁশের মাচা ভেঙে ফেলাকে কেন্দ্র করে সুমল দাসের অনুপস্থিতিতে তাঁর স্ত্রী লতারানি দাস কে মারধর করার অভিযোগ ওঠে। পরবর্তীতে মোট চারজনের নামে থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করেন সুমল দাস। সেই ঘটনায় পুলিশ দু’জনের নামে চার্জশিট জমা দেয়। মামলাটি দীর্ঘদিন বালুরঘাট জেলা আদালতে চলার পর বুধবার জেলা আদালতের বিচারক মনোজ প্রসাদ মূল অভিযুক্ত তপন মণ্ডলকে দোষীসাব্যস্ত করেন এবং পাঁচ মাসের কারাদণ্ডের নির্দেশ দেন। অন্যদিকে, এই মামলায় আর এক অভিযুক্ত বেকসুর খালাস পেয়েছেন।

এ বিষয়ে বালুরঘাট জেলা আদালতের সরকারি আইনজীবী ঋতব্রত চক্রবর্তী বলেন, ‘২০১৮ সালে পতিরাম এলাকার বাসিন্দা সুমল দাস একটি অভিযোগ দায়ের করেন বালুরঘাট থানায়। এই ঘটনায় আসামি তপন মন্ডল কে দোষী সাব্যস্ত করে পাঁচ মাসের বিনাশ্রম কারাদণ্ডের নির্দেশ দেন বিচারক এবং পাঁচ হাজার টাকা জরিমানা করে। অনাদায়ে আরও এক বছর বিনাশ্রম কারাদণ্ডের আদেশ দেন।’

# আসানসোল স্টেশনে আগ্নেয়াস্ত্র সহ ধৃত

**নিজস্বপ্রতিবেদন, আসানসোল:** ষষ্ঠ দফা ভোটের আগে আসানসোল স্টেশন থেকে উদ্ধার আগ্নেয়াস্ত্রসহ এক দুষ্কৃতী। স্টেশনের ৫ নম্বর প্ল্যাটফর্মে এক যুবককে সন্দেহজনক ভাবে ঘোরাঘুরি করতে দেখে জিআরপি তল্লাশি চালায়। তল্লাশি করাকালীন যুবকের ব্যাগ থেকে একটি নাইন এমএম পিস্তল ও চার রাউন্ড কার্তুজ উদ্ধার হয়। রেল পুলিশের প্রাথমিক তদন্তে জানা গিয়েছে, যুবকের নাম করণ সাহা। জিজ্ঞাসাবাদে সে জানিয়েছে, ওই আগ্নেয়াস্ত্রটি আসানসোলে কাউকে দিতে এসেছিল। ধানবাদ থেকে ওই যুবক এসেছিল।

উল্লেখ্য ২৫ শে জুন আসানসোল সংলগ্ন পুরুলিয়া এবং বাঁকুড়ায় লোকসভা নির্বাচন। এই নির্বাচনকে কেন্দ্র করে ইতিমধ্যেই আসানসোল শহরের অদূরে পুরুলিয়া, বাঁকুড়া ছাড়াও ঝাড়খণ্ডের বর্ডার এলাকায় নাকা চেকিং শুরু করেছে রাজ্য এবং কেন্দ্রীয় বাহিনী। তারই মধ্যে আসানসোল স্টেশনে এই অস্ত্র উদ্ধারে চাঞ্চল্য সৃষ্টি হয়েছে রাজনৈতিক মহলে।

# ঘোড়ার গাড়ি করে মেধাবী ছাত্র, শিক্ষারত্ন প্রাপ্ত শিক্ষককে সংবর্ধনা

**নিজস্ব প্রতিবেদন, আরামবাগ:** করোনা অতিমারির ভয়ংকর অন্ধকার কাটিয়ে আলোর পথে আরামবাগ হাইস্কুল। তাই ২০২১ থেকে ২০২৪ পর্যন্ত মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষায় স্কুলের সর্বোচ্চ নম্বর প্রাপ্ত ও রাজ্যের মধ্যে প্রথম দশে কৃতিত্ব অর্জন করা সফল এই সমস্ত ছাত্র ও তাদের বাবা-মাকে নিয়ে এক অভিনব পদ্ধতিতে সংবর্ধনা জানানো হয়। বুধবার সকাল দশটায় স্কুল প্রাঙ্গণ থেকে সুসজ্জিত ঘোড়ার গাড়ি, অন্যান্য গাড়ি ও প্রায় ১৫টি টোটো করে আরামবাগ শহর পরিক্রমা করা হয়। যে পরিক্রমায় পা মেলান স্কুলের সমস্ত শিক্ষক-শিক্ষিকা, অভিভাবক অভিভাবিকা, পরিচালন সমিতির কর্তাব্যক্তি থেকে শুরু করে এলাকার মানুষজন। এই সুসজ্জিত ঘোড়ার গাড়িতে সামনে থাকে বাদ্যযন্ত্র। তারপরে থাকে সুসজ্জিত ঘোড়ার গাড়ি, টোটো। ঘোড়ার গাড়িতে কৃতি ছাত্র ও শিক্ষারত্ন শিক্ষক রোহিন্দ্রনাথ টুডু। পরের গাড়িগুলিতে থাকেন অভিভাবক ও অভিভাবিকারা।

উল্লেখ্য, এদিনই আবার রাজা রামমোহন রায়ের পবিত্র জন্মদিন। তাই সবার সামনে থাকে সমাজ সংস্কারক রাজা রামমোহন রায়ের ছবি। মাইকে বাজানো হয় রবীন্দ্রসংগীত। বিদ্যালয়ের সকল শিক্ষক-শিক্ষিকা, শিক্ষাকর্মী ও পরিচালন সমিতির সদস্যগণের উপস্থিতিতে গোটা এলাকার পরিবেশ যেন অন্য মাত্রায় সেজে ওঠে। গোটা শহর পরিক্রমা করার সময়ে আরামবাগবাসী তাঁদের স্বাগত জানান। যেহেতু পশ্চিমবঙ্গ সরকার কর্তৃক ছাত্রছাত্রীদের ছুটি চলছে, তাই স্কুলের সকল ছাত্রকে এই পরিক্রমায় নেওয়া সম্ভব হয়নি বলে জানান প্রধান শিক্ষক বিকাশ চন্দ্র রায়। তা সত্ত্বেও অনেকেই এসে হাজির হন।

এর পাশাপাশি প্রতিটি টোটোর পিছনে ও সুসজ্জিত গাড়িটিতে কৃতি ছাত্রদের ছবি ও প্রাপ্ত নম্বর সহ বাঁধানো ফ্লেক্স রাখা হয়। গ্রামবাংলার প্রাচীন ঐতিহ্য ঘোড়ার গাড়িকে সাজিয়ে নিয়ে ছাত্রদের শহর পরিক্রমা করানো প্রসঙ্গে প্রধান শিক্ষক বিকাশ চন্দ্র রায় বলেন, ‘আমরা খুবই গর্বিত এই ছাত্রদের জন্য। এরা রাজ্যে একটা স্থান অর্জন করে শিক্ষার মানচিত্রে নিজেদের মেলে ধরেছে। আমাদের ইচ্ছা গোটা বাংলার ছাত্ররা এই ভাবে চেষ্টা করুক। তারাও পারবে উন্নতির শিখরে পৌঁছতে। তারাও পড়াশোনা করে নিজেদের সাফল্যকে শিক্ষার মানচিত্রে স্থান করে নিক। আমরা তাই সেই প্রাচীন বাংলার ঐতিহ্য ঘোড়ার গাড়িতে চাপিয়ে আমাদের তথা গোটা রাজ্যের মধ্যে সেরাদের নিয়ে নগর পরিক্রমার মাধ্যমে সংবর্ধনার আয়োজন করেছি এবং সকলে মিলে অংশগ্রহণ করেছি।’

এই বছর উচ্চ মাধ্যমিকে রাজ্যের মধ্যে সপ্তম স্থানাধিকারী তথা আরামবাগ হাইস্কুলের মেধাবী ছাত্র এমডি সাহিদ বলে, ‘সত্যি খুব ভালো লাগছে। এই রকম এক অভিনব উদ্যোগ গ্রহণ করেছেন আমাদের স্কুলের প্রধান শিক্ষক। ঘোড়ার গাড়ি করে শহর পরিক্রমা করা হল। আমি খুবই উৎসাহিত হচ্ছি। অন্যান্যরাও উৎসাহিত হবে। সকল শিক্ষার্থীকে সেরাটা দিতে হবে। তা হলেই সাফল্য আসবে। লক্ষ্য হবে শুধু পরিবার নয়, দেশ সমাজ ও স্কুলের নাম যেন প্রদীপের মতো উজ্জ্বল করতে পারি।’ সাহিদের মা বলেন, ‘ছেলে মাধ্যমিকে দশম হয়। তারপর উচ্চ মাধ্যমিকে সপ্তম হয়। এদিন স্কুল যে ভাবে ছেলেকে সংবর্ধনা দিল তাতে স্কুল কর্তৃপক্ষকে ধন্যবাদ।’ মাধ্যমিকে সপ্তম স্থানাধিকারী প্রান্তিক গঙ্গোপাধ্যায় বলে, ‘সত্যি ঘোড়ার গাড়িতে চাপিয়ে শহর পরিক্রমা করে সংবর্ধনার বিষয়টি অভূতপূর্ব। লক্ষ্য স্থির থাকলে সাফল্য আসবেই।’


## এজিও পেপার অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রিজ লিমিটেড

AGIO PAPER
CIN No: L21090WB1984PLC037968
রেজিস্টার্ড অফিস: ৫০৫, ডায়মন্ড প্রেস্টিজ, ৪১এ, এ.জে.সি. বোস রোড, কলকাতা-৭০০০১৭
ওয়েবসাইট: www.agiopaper.co.in, মেল আইডি: ho@agiopaper.co.in

৩১ মার্চ, ২০২৪ তারিখে সমাপ্ত ত্রৈমাসিক এবং বর্ষের নিরীক্ষিত আর্থিক ফলাফলের বিবরণ

(ইপিএস ব্যতীত লক্ষ টাকায়)

| বিবরণ | ৩১.০৩.২০২৪ তারিখে সমাপ্ত ত্রৈমাসিকের জন্য (নিরীক্ষিত) | ৩১.০৩.২০২৪ তারিখে সমাপ্ত বর্ষের জন্য (নিরীক্ষিত) | ৩১.০৩.২০২৩ তারিখে সমাপ্ত ত্রৈমাসিকের জন্য (নিরীক্ষিত) |
|---|---|---|---|
| মোট রাজস্ব | ১৮.২০ | ৩১.৮২ | ০.১২ |
| করের পরবর্তী সময়ের জন্য নিট লাভ/(ক্ষতি) | (১৮.০৭) | (১০৮.০৫) | (৩১.৮৫) |
| আদায়ীকৃত ইক্যুইটি শেয়ার মূলধন (প্রতিটির ফেসভ্যালু ১০/- টাকা) | ১,৬১২.৭৪ | ১,৬১২.৭৪ | ১,৬১২.৭৪ |
| শেয়ার পিছু আয় (প্রতিটি ১০/- টাকা) (বার্ষিকীকৃত নয়): | | | |
| মূল ও মিশ্র | (০.১১) | (০.৬৭) | (০.২০) |

দ্রষ্টব্য:
১. উপরোক্তটি হল ত্রৈমাসিক/বার্ষিক সময়ের মাসিক আর্থিক ফলাফলের বিস্তারিত ফরম্যাটের নির্যাস যা ফাইল করা হয়েছে স্টক এক্সচেঞ্জগুলিতে ২০১৫ সালের সেবি (লিস্টিং অ্যান্ড আদার ডিসক্লোজার রিকোয়ারমেন্টস) রেগুলেশনস -এর রেগুলেশন ৩৩ অধীনে। ত্রৈমাসিক আর্থিক ফলাফলের সম্পূর্ণ ফরম্যাট স্টক এক্সচেঞ্জের ওয়েবসাইট (www.bseindia.com) এবং কোম্পানির ওয়েবসাইট (www.agiopaper.com)-এ পাওয়া যাবে।

পর্ষদের পক্ষে
এজিও পেপার অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রিজ লিঃ-র পক্ষে
এম চক্রবর্তী
ডিরেক্টর
DIN-03106149

স্থান: কলকাতা
তারিখ: ২২ মে, ২০২৪

## SOMA TEXTILES & INDUSTRIES LIMITED

Regd. Office: 2, Red Cross Place, Kolkata-700 001, Tel.: 033-22487406
Website: www.somatextiles.com; E-mail ID: investors@somatextiles.com
CIN:L51909WB1940PLC010070

EXTRACTS OF THE AUDITED CONSOLIDATED FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER AND YEAR ENDED 31ST MARCH, 2024

(Rs. In Lakhs)

| Particulars | Quarter Ended | | | Year Ended | |
|---|---|---|---|---|---|
| | 31.03.24 Audited | 31.12.23 Unaudited | 31.03.23 Audited | 31.03.24 Audited | 31.03.23 Audited |
| Total income from operations | 103 | 206 | 278 | 573 | 520 |
| Net Profit / (Loss) for the period (before Tax, Exceptional items) ^ | 298 | (41) | (134) | 174 | (216) |
| Net Profit / (Loss) for the period before tax (after exceptional items) ^ | 2230 | 84 | (63) | 2412 | 16726 |
| Net Profit / (Loss) for the period after tax (after exceptional items) | 1928 | 84 | (243) | 2110 | 16546 |
| Total comprehensive income for the period [{Comprising Profit/(Loss) for the period (after tax) and other comprehensive income(after tax)}] | 1931 | 84 | (242) | 2113 | 16547 |
| Paid up Equity Share Capital | 3303 | 3303 | 3303 | 3303 | 3303 |
| Earnings Per Share (of Rs. 10/- each) (for continuing and discontinued operations) Basic : | 5.85 | 0.25 | (0.73) | 6.40 | 50.09 |
| Diluted: | 5.85 | 0.25 | (0.73) | 6.40 | 50.09 |

^ Includes share in profit of associate.

Extract from the Standalone financial results:

(Rs. In Lakhs)

| Particulars | Quarter Ended | | | Year Ended | |
|---|---|---|---|---|---|
| | 31.03.24 Audited | 31.12.23 Unaudited | 31.03.23 Audited | 31.03.24 Audited | 31.03.23 Audited |
| Income from operations (Turnover) | 103 | 206 | 278 | 573 | 520 |
| Profit before tax | 2230 | 84 | (63) | 2412 | 16726 |
| Profit after tax | 1928 | 84 | (243) | 2110 | 16546 |

Note:
1) The above results for the quarter and year ended March 31, 2024 have been reviewed and recommended by the Audit Committee and approved by the Board of Directors at its meeting held on May 22, 2024. The Independent Auditor's Report of the Statutory Auditors is being filled with Stock Exchange.
2) The above is an extract of the detailed format of Quarterly and year ended Financial Results filed with the Stock Exchanges under Regulation 33 of the SEBI (Listing and Other Disclosure Requirements) Regulations, 2015 and SEBI Circular CIR/CFD/FAC/62/2016 dated July 05, 2016. The full format of the same are available on Stock Exchanges Website i.e. NSE (www.nseindia.com) and BSE (www.bseindia.com) and on Company's website www.somatextiles.com.

For **Soma Textiles & Industries Ltd.**
**A. K. Somany**
Managing Director
DIN: 00024903

Place: Ahmedabad
Date: 22nd May, 2024

## অ্যাকনিট ইন্ডাস্ট্রিজ লিমিটেড

CIN: L01113WB1990PLC050020
রেজিস্টার্ড এবং কর্পোরেট অফিস: "ইকোস্টেশন", ব্লক-বিপি, প্লট নং ৭, সেক্টর ৫, সুইট নং ৫০৪, সল্টলেক, কলকাতা-৭০০০৯১, ফোন: (০৩৩) ২৩৬৭-৫৫৫৫ / +৯১ ৮৪২০০ ৪৭৮০১
ই-মেল: calcutta@acknitindia.com, ওয়েবসাইট: www.acknitindia.com

৩১ মার্চ, ২০২৪ তারিখে সমাপ্ত ত্রৈমাসিক এবং বর্ষের নিরীক্ষিত আর্থিক ফলাফলের বিবরণের সারাংশ

(ইপিএস ব্যতীত লক্ষ টাকায়)

| বিবরণ | ত্রৈমাসিক সমাপ্ত ৩১.০৩.২০২৪ | বর্ষ সমাপ্ত ৩১.০৩.২০২৪ | ত্রৈমাসিক সমাপ্ত ৩১.০৩.২০২৩ |
|---|---|---|---|
| মোট আয় কার্যাদি থেকে | ৬৮৪৪.৫৯ | ২২০৬৫.৭৩ | ৫২৯৮.৩৯ |
| নিট লাভ/(ক্ষতি) সময়কালের জন্য (কর পূর্ব) | ৪১৪.৮০ | ১১৪৫.৮৪ | ৩১০.৯৩ |
| নিট লাভ/(ক্ষতি) সময়কালের জন্য (কর পরবর্তী) | ৩০৭.৪৮ | ৮৫৫.২০ | ২২৫.৬০ |
| মোট ব্যাপক আয় সময়কালের জন্য [এই সময়ের লাভ/(ক্ষতি) (কর পরবর্তী) এবং অন্যান্য ব্যাপক আয় (কর পরবর্তী)] | ৩৩৮.৯৮ | ৮৮৬.৭০ | ২৩৫.৯২ |
| ইক্যুইটি শেয়ার মূলধন | ৩০৪.০০ | ৩০৪.০০ | ৩০৪.০০ |
| অন্যান্য ইক্যুইটি | - | ৭,৫৭৬.৫৩ | - |
| শেয়ার প্রতি আয় (১০/- টাকা প্রতিটি) | | | |
| মৌলিক: | ১০.১১ | ২৮.১৩ | ৭.৪২ |
| মিশ্রিত: | ১০.১১ | ২৮.১৩ | ৭.৪২ |

দ্রষ্টব্য:
(ক) উপরোক্ত বিষয়টি সেবি (লিস্টিং ওবলিগেশন অ্যান্ড ডিসক্লোজার রিকোয়ারমেন্টস) রেগুলেশনস, ২০১৫-এর রেগুলেশন ৩৩ অনুযায়ী স্টক এক্সচেঞ্জে পেশ করা ৩১ মার্চ, ২০২৪ তারিখে সমাপ্ত ত্রৈমাসিকের নিরীক্ষিত ত্রৈমাসিক আর্থিক ফলাফলের বিস্তারিত ফরম্যাটের নির্যাস। ত্রৈমাসিক আর্থিক ফলাফলের সম্পূর্ণ ফরম্যাট বোম্বাই স্টক এক্সচেঞ্জের ওয়েবসাইট (www.bseindia.com) এবং কোম্পানির ওয়েবসাইট (www.acknitindia.com)-তে পাওয়া যাবে।
(খ) উপরিউক্ত ফলাফল অডিট কমিটি দ্বারা পুনরীক্ষিত এবং পরিচালন পর্ষদের ২২.০৫.২০২৪ তারিখের সভায় অনুমোদিত।
(গ) পূর্ববর্তী সময়ের সংখ্যাগুলিকে পুনর্দলভুক্ত এবং পুনর্সজ্জিত করা হয়েছে যাতে বর্তমান সময়ের জন্য নিশ্চিত করা যায়।

ডিরেক্টরস বোর্ডের আদেশক্রমে
স্বা/-
শ্রী কৃষাণ সরাফ
ম্যানেজিং ডিরেক্টর
DIN: 00128999

স্থান: কলকাতা
তারিখ: ২২.০৫.২০২৪

## দ্য গ্রোব টি কোং লিঃ

CIN: L15494WB1895PLC000963
রেজিঃ অফিস: "হাউটি স্ট্রিট" ১০তম তল, ৮৬এ, তপসিয়া রোড, কলকাতা-৭০০০৪৬
দূরভাষ নং. +৯১-৩৩-৪০০৩-১৩২৫/২৬
ই-মেল: grobtea@rawalwasia.co.in, ওয়েবসাইট: www.grobtea.com

৩১ মার্চ, ২০২৪ তারিখে সমাপ্ত ত্রৈমাসিক এবং বর্ষের নিরীক্ষিত আর্থিক ফলাফলের সারাংশ

(টাকা লাখে)

| ক্র. নং | বিবরণ | ত্রৈমাসিক সমাপ্ত ৩১/০৩/২০২৪ | ত্রৈমাসিক সমাপ্ত ৩১/১২/২০২৩ | ত্রৈমাসিক সমাপ্ত ৩১/০৩/২০২৩ | আর্থিক বর্ষ সমাপ্ত ৩১/০৩/২০২৪ | আর্থিক বর্ষ সমাপ্ত ৩১/০৩/২০২৩ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | (উল্লেখ্য নীচের দ্রষ্টব্য) | (নিরীক্ষিত) | (অনিরীক্ষিত) | (নিরীক্ষিত) | (নিরীক্ষিত) | (নিরীক্ষিত) |
| ১ | মোট আয় কার্যাদি থেকে (নিট) | ১,৫৪১.৪১ | ৩,৪০২.৫১ | ১,২৮৭.৬৪ | ৯,৯৯৬.৪৫ | ১০,২২৬.১৪ |
| ২ | নিট লাভ সময়কালের জন্য, কর, ব্যতিক্রমী এবং অতিরিক্ত দফাপূর্ব | (১,৩৮৩.২৮) | ২৪৯.৪৮ | (১,৫১০.৫১) | ১৩.০৫ | ৩৭১.২৮ |
| ৩ | নিট লাভ সময়কালের জন্য করপূর্ব, ব্যতিক্রমী এবং অতিরিক্ত দফা পরবর্তী | (১,৩৮৩.২৮) | ২৪৯.৪৮ | (১,৫১০.৫১) | ১৩.০৫ | ৩৭১.২৮ |
| ৪ | নিট লাভ সময়কালের জন্য কর, ব্যতিক্রমী এবং অতিরিক্ত দফা পরবর্তী | (১,৩৯৭.০৬) | ২৪৯.৪৮ | (১,৮২১.৩৭) | (০.৭৩) | ৬০.৪২ |
| ৫ | মোট ব্যাপক আয় সময়কালের জন্য [এই সময়ের লাভ কর পরবর্তী এবং অন্যান্য ব্যাপক আয় কর পরবর্তী] | (১,৩৫৩.৯৫) | ২৯১.৮২ | (১,৮৯৪.৩৩) | ১১৫.২৩ | (৪২.৫৪) |
| ৬ | ইক্যুইটি শেয়ার মূলধন | ১১৬.২৩ | ১১৬.২৩ | ১১৬.২৩ | ১১৬.২৩ | ১১৬.২৩ |
| ৭ | সংরক্ষণ (পুনর্মূল্যায়ন সংরক্ষণ ব্যতীত পূর্ব হিসাব বর্ষের ব্যালান্সসীটে প্রদর্শিতমতো) | - | - | - | ৭,৭৫১.৪৫ | ৭,৬৫৯.৪৬ |
| ৮ | ক) শেয়ার প্রতি আয় (১০/- টাকা প্রতিটি, চলতি এবং অচলতি কার্যক্রমের জন্য): | | | | | |
| | ১. মৌলিক এবং মিশ্রিত ইপিএস ব্যতিক্রমী দফা পূর্ব (বার্ষিকীকৃত নয়) | (১২০.১৯) | ২১.৪৬ | (১৫৬.৭০) | (০.০৬) | ৫.২০ |
| | ২. মৌলিক এবং মিশ্রিত ইপিএস ব্যতিক্রমী দফা পরবর্তী (বার্ষিকীকৃত নয়) | (১২০.১৯) | ২১.৪৬ | (১৫৬.৭০) | (০.০৬) | ৫.২০ |

দ্রষ্টব্য:
উপরোক্তটি সেবি (লিস্টিং অবলিগেশনস অ্যান্ড ডিসক্লোজার রিকোয়ারমেন্টস) রেগুলেশন, ২০১৫ -এর রেগুলেশন ৩৩ অধীনে স্টক এক্সচেঞ্জে ফাইল করা ৩১ মার্চ, ২০২৪ তারিখে সমাপ্ত ত্রৈমাসিক এবং বর্ষের আর্থিক ফলাফলের বিশদ ফর্ম্যাটের সারাংশ। ন্যাশনাল স্টক এক্সচেঞ্জ অফ ইন্ডিয়ার ওয়েবসাইট যথা **www.nseindia.com** এবং কোম্পানির ওয়েবসাইট যথা **www.grobtea.com** -এ ৩১ মার্চ, ২০২৪ তারিখে সমাপ্ত ত্রৈমাসিক এবং বর্ষের নিরীক্ষিত আর্থিক ফলাফলের সম্পূর্ণ ফর্ম্যাট পাওয়া যাবে।

বোর্ডের আদেশক্রমে
স্বা/-
(পি. কে. আগরওয়াল)
ম্যানেজিং ডিরেক্টর

স্থান: কলকাতা
তারিখ: ২২ মে, ২০২৪

## জিপিটি হেলথ্‌কেয়ার লিমিটেড

GPT group
রেজিস্টার্ড অফিস: জিপিটি সেন্টার, জেসি - ২৫, সেক্টর-৩, সল্টলেক, কলকাতা - ৭০০ ১০৬
CIN- U70101WB1989PLC047402, ওয়েবসাইট- www.ilshospitals.com,
ই-মেল- ghl.cosec@gptgroup.co.in, ফোন-০৩৩ - ৪০৫০ ৭০০০

৩১ মার্চ, ২০২৪ তারিখে সমাপ্ত ত্রৈমাসিক এবং বর্ষের নিরীক্ষিত আর্থিক ফলাফলের সারাংশ

(লক্ষ টাকায়)

| বিবরণ | ত্রৈমাসিক সমাপ্ত | | বর্ষ সমাপ্ত | |
|---|---|---|---|---|
| | ৩১.০৩.২০২৪ নিরীক্ষিত | ৩১.০৩.২০২৩ অনিরীক্ষিত | ৩১.০৩.২০২৪ নিরীক্ষিত | ৩১.০৩.২০২৩ নিরীক্ষিত |
| ১ কার্যাদি থেকে মোট আয় | ৯,৯৪২.৫৮ | ৯,৬০৮.৩০ | ৪০,০১৯.৩০ | ৩৬,১০৩.৭১ |
| ২ নিট লাভ কর পূর্ব সাধারণ কাজকর্ম থেকে | ১,৮৪১.৪৩ | ১,৯৩৫.০৫ | ৬,৮০৪.৩৪ | ৫,৫৯৬.৯৪ |
| ৩ নিট লাভ কর পরবর্তী সাধারণ কাজকর্ম থেকে | ১,২৮১.৬৩ | ১,০৩৫.৬১ | ৪,৭৭৬.৯০ | ৩,৯০০.৭৬ |
| ৪ বর্ষকালে মোট ব্যাপক আয় | ১,৩১১.৭৬ | ১,০২৯.১৩ | ৪,৭৭৮.৫০ | ৩,৯১৪.১৭ |
| ৫ ইক্যুইটি শেয়ার মূলধন ফেস ভ্যালু ১০/- টাকা প্রতিটি | ৮,২০৫.৪৮ | ৭,৯৯০.৪৩ | ৮,২০৫.৪৮ | ৭,৯৯০.৪৩ |
| ৬ অন্যান্য ইক্যুইটি (পুনর্মূল্যায়ণ সংরক্ষণ ব্যতীত) | | | ১৩,৬৪৩.৫৫ | ৮,৫৪৫.৮২ |
| ৭ শেয়ার প্রতি আয় (১০/- টাকা প্রতিটি) (বার্ষিকীকৃত নয়)* মৌলিক এবং মিশ্রিত | ১.৫৯ | ১.৩০ | ৫.৯৬ | ৪.৮৮ |

১ উপরোক্তটি ৩১ মার্চ, ২০২৪ তারিখে সমাপ্ত ত্রৈমাসিক এবং বার্ষিক আর্থিক ফলাফলের বিশদ ফর্ম্যাটের সারাংশ, যা সেবি (লিস্টিং অবলিগেশনস অ্যান্ড ডিসক্লোজার রিকোয়ারমেন্টস) রেগুলেশনস, ২০১৫-এর রেগুলেশনস ৩৩ অধীনে স্টক এক্সচেঞ্জে ফাইল করা হয়েছে। ৩১ মার্চ, ২০২৪ তারিখে সমাপ্ত ত্রৈমাসিক এবং বার্ষিক আর্থিক ফলাফলের সম্পূর্ণ ফরম্যাট স্টক এক্সচেঞ্জের ওয়েবসাইট (www.bseindia.com এবং www.nseindia.com) এবং কোম্পানির ওয়েবসাইট www.ilshospitals.com -তেও পাওয়া যাবে।
২ জিপিটি হেলথকেয়ার লিমিটেড (‘দ্য কোম্পানি’) ২১,৫০,৫৩৭ টি ইক্যুইটি শেয়ারের নতুন ইস্যুর সমন্বয়ে প্রাথমিক পাবলিক অফারিং (আইপিও) সম্পন্ন করেছে এবং প্রতিটিতে ১০ টাকা অভিহিত মূল্যের ২,৬০,৮২,৭৮৬ ইক্যুইটি শেয়ার বিক্রয়কারী শেয়ারহোল্ডারদের কাছ থেকে বিক্রয়ের জন্য অফার করেছে। নগদ বিবেচনার জন্য শেয়ার প্রতি ১৮৬ ইস্যু মূল্য ৫২৫.১৪ কোটি টাকা। আইপিও অনুসারে, কোম্পানির ইক্যুইটি শেয়ারগুলি বিএসই লিমিটেড এবং ন্যাশনাল স্টক এক্সচেঞ্জে তালিকাভুক্ত করা হয়েছিল যা ২৯ ফেব্রুয়ারি, ২০২৪ থেকে কার্যকর।
৩ কোম্পানী প্রাথমিক পাবলিক অফারিং (আইপিও) এর মাধ্যমে ইক্যুইটি শেয়ারের নতুন ইস্যু থেকে মোট আয় হিসাবে ৪,০০০ লক্ষ টাকা পেয়েছে। ২৪৭.৯ লাখের আনুপাতিক ইস্যু ব্যয় বাদ দেওয়ার পরে, ১৪ অক্টোবর, ২০২৩-এ অনুষ্ঠিত পরিচালন পর্ষদের সভাতে অনুমোদন অনুসারে ইস্যু আয় ব্যবহার করা হয়েছে। অফারটির বস্তুগুলির কোনও বিচ্যুতি নেই।
তহবিলের ব্যবহারের বিবরণ নীচে দেওয়া হল।

(লক্ষ টাকায়)

| প্রস্তাবের উদ্দেশ্য | প্রসপেক্টাস অনুযায়ী টাকার অঙ্ক | নিট আইপিও আয়ের ব্যবহার ৩১ মার্চ, ২০২৪ পর্যন্ত | অব্যবহৃত নিট আইপিও আয় ৩১ মার্চ, ২০২৪ পর্যন্ত |
|---|---|---|---|
| ঋণ পরিশোধ | ৩,০০০.০০ | ৩,০০০.০০ | - |
| সাধারণ কর্পোরেট উদ্দেশ্য | ৭৫২.১০ | ৭৫২.১০ | - |
| ইস্যু খরচ | ২৪৭.৯০ | ২৪৭.৯০ | - |
| মোট | ৪,০০০.০০ | ৪,০০০.০০ | - |

৪ পরিচালন পর্ষদ ৩১ মার্চ, ২০২৪-এ সমাপ্ত আর্থিক বছরের জন্য প্রতিটি ইক্যুইটি শেয়ারে ১.৫০ টাকা করে চূড়ান্ত লভ্যাংশের সুপারিশ করেছে। চূড়ান্ত লভ্যাংশের এই অর্থপ্রদান আগামী কোম্পানির বার্ষিক সাধারণ সভায় কোম্পানির সদস্যদের অনুমোদন সাপেক্ষে।
৫ উপরিউক্ত সময়ে কোম্পানির কোনও ব্যতিক্রমী দফা ছিল না।

ডিরেক্টর বোর্ডের পক্ষে
ডি. পি. তাঁতিয়া
এগজিকিউটিভ চেয়ারম্যান
DIN: 00001341

স্থান: কলকাতা
তারিখ: ২১ মে, ২০২৪

EKDIN, VOL. 17, ISSUE NO. 340, KOLKATA, THURSDAY 23 MAY 2024, PAGE 8

কলকাতা ২৩ মে ২০২৪

# আইপিএল থেকে বিদায় কোহলির

**নিজস্ব প্রতিনিধি:** আরও এক বার স্বপ্নভঙ্গ বিরাট কোহলির। ১৭ বছরেও অধরা থাকল আইপিএল ট্রফি। বুধবার আইপিএলের এলিমিনেটরে রাজস্থান রয়্যালের কাছে হারলেন কোহলিরা। আমদাবাদের মাঠে প্রথমে ব্যাট করে ১৭২ রান করে বেঙ্গালুরু। কোহলি করেন ৩৩ রান। রান তাড়া করতে বিশেষ সমস্যা হয়নি রাজস্থানের। বেঙ্গালুরুর বোলারেরা লড়াই করলেও দলকে জেতাতে পারেননি। ফলে আরও এক বার ব্যর্থ হয়ে ফিরতে হল বেঙ্গালুরুকে। এই ম্যাচ জিতে আইপিএলের দ্বিতীয় কোয়ালিফায়ারে উঠল রাজস্থান। সেখানে তাদের প্রতিপক্ষ সানরাইজার্স হায়দরাবাদ।

গুরুত্বপূর্ণ ম্যাচে টস হারেন বেঙ্গালুরুর অধিনায়ক ফাফ ডুপ্লেসি। প্রথমে বল করার সিদ্ধান্ত নেন রাজস্থানের অধিনায়ক সঞ্জু স্যামসন। পাওয়ার প্লে-র শুরুর ৩ ওভার ভাল করে রাজস্থান। বিশেষ করে ট্রেন্ট বোল্ট। তাঁর বল মারতে সমস্যা হচ্ছিল কোহলি ও ডুপ্লেসির। চতুর্থ ওভার থেকে হাত খোলেন দুই ব্যাটার। বোল্ট ভাল বল করছেন দেখে পাওয়ার প্লে-র শেষ ওভারেও তাঁর হাতে বল তুলে দেন সঞ্জু। সেই ওভারেই ডুপ্লেসিকে আউট করেন বোল্ট। মিড উইকেট অঞ্চলে তুলে মেরেছিলেন ডুপ্লেসি। সামনে ঝাঁপিয়ে ভাল ক্যাচ ধরেন রভম্যান পাওয়েল। ১৭ রানে ফেরেন ডুপ্লেসি।

কোহলি ভাল খেলছিলেন। কিন্তু তাঁকে হাত খোলার বেশি জায়গা দিচ্ছিলেন না রাজস্থানের বোলারেরা। বাধ্য হয়ে যুজবেন্দ্র চহালের বলে ছক্কা মারতে গিয়ে আউট হন কোহলি। ৩৩ রান করেন তিনি। তৃতীয় উইকেটে জুটি বাঁধেন ক্যামেরন গ্রিন ও রজত পাটীদার। ভাল খেলছিলেন তাঁরা। দলের রান ১০০-র কাছে নিয়ে যায় এই জুটি। ৯৭ রানের মাথায় বেঙ্গালুরুকে জোড়া ধাক্কা দেন রবিচন্দ্রন অশ্বিন। পর পর দু'বলে গ্রিন (২৭) ও গ্লেন ম্যাক্সওয়েলকে (০) আউট করেন তিনি।

জোড়া ধাক্কা খাওয়ার পরে বেঙ্গালুরুর ইনিংস সামলান পাটীদার ও মহীপাল লোমরোর। স্পিনারদের বিরুদ্ধে ভাল খেলছিলেন পাটীদার। বড় শট মারছিলেন। প্রথম স্পেলে রান দিলেও দ্বিতীয় স্পেলে এসে পাটীদারের গুরুত্বপূর্ণ উইকেট তুলে নেন আবেশ খান। ৩৪ রান করেন পাটীদার। আবেশের পরের বলেই আউট হতে পারতেন দীনেশ কার্তিক। বল তাঁর প্যাডে লাগলে আম্পায়ার আউট দেন। কার্তিক রিভিউ নেন। সেখানে স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছিল না যে বল ব্যাটে লেগেছে না ব্যাট প্যাডে লেগেছে। কিন্তু তৃতীয় আম্পায়ারের মনে হয় বল ব্যাটে লেগেছে। তিনি নট আউট দেন। এই সিদ্ধান্ত মানতে পারেননি রাজস্থানের কোচ কুমার সঙ্গকারা। বিরক্তি প্রকাশ করেন তিনি।

কার্তিক অবশ্য বেশি ক্ষণ ক্রিজে থাকেননি। ১১ রান করে ফেরেন তিনি। লোমরোর করেন ৩২ রান। ২০ ওভারে ৮ উইকেট হারিয়ে ১৭২ রান করে বেঙ্গালুরু।

জবাবে শুরুর ২ ওভারে রান করতে পারেনি রাজস্থান। স্বপ্নিল ও সিরাজের বলে সমস্যা হচ্ছিল যশস্বী জয়সওয়াল ও টম কোহলার-ক্যাডমোরের। তৃতীয় ওভারে যশ দয়ালের বলে জোরে শট মারতে যান যশস্বী। বল ব্যাটে লেগে স্লিপে যায়। ক্যাচ ধরার চেষ্টা করেন গ্রিন। কিন্তু বল তাঁর হাতে লেগে বেরিয়ে যায়। সেই ওভারে চারটি চার মারেন যশস্বী। পরের ওভারে সিরাজও রান দেন। ফলে রানের গতি বেড়ে যায় রাজস্থানের।

পাওয়ার প্লে-র মধ্যে আবার উইকেট নিতে পারতেন যশ। তাঁর বলে পুল করতে গিয়ে ক্যাচ তোলেন ক্যাডমোর। বাউন্ডারিতে সহজ ক্যাচ ফেলেন ম্যাক্সওয়েল। বার বার ক্যাচ ফস্কানোর খেসারত দিতে হয় বেঙ্গালুরুকে। আক্রমণাত্মক শট খেলা শুরু করেন রাজস্থানের দুই ওপেনার। কোহলিদের খেলায় ফেরান লকি ফার্গুসন। পাওয়ার প্লে-র শেষ ওভারে তাঁর ইয়র্কারে বোল্ড হন ক্যাডমোর। ২০ রান করেন তিনি।

ওপেন করতে নেমে ভাল খেলছিলেন যশস্বী। সাবলীল দেখাচ্ছিল তাঁকে। তিন নম্বরে নামেন সঞ্জু। পাওয়ার প্লে-র পরে ফিল্ডিং ছড়িয়ে যাওয়ায় সহজে রান আসছিল। শিশির পড়ায় বল ধরতে সমস্যা হচ্ছিল বোলারদের। ক্রিজ থেকেও বিশেষ সুবিধা পাচ্ছিলেন না তাঁরা। সেই সুবিধা কাজে লাগায় রাজস্থান।

বেঙ্গালুরুকে খেলায় ফেরান গ্রিন। ৪৫ রানের মাথায় যশস্বীকে আউট করেন তিনি। পরের ওভারেই আউট হন সঞ্জু। কর্ণ শর্মার বল এগিয়ে এসে খেলতে গিয়ে স্টাম্প আউট হন তিনি। অল্প রানের ব্যবধানে দুই ব্যাটারকে হারায় রাজস্থান। দলকে জেতানোর দায়িত্ব গিয়ে পড়ে রিয়ান পরাগ ও ধ্রুব জুরেলের কাঁধে। ভাল বল করছিলেন গ্রিন। চাপ কিছুটা বাড়ছিল। তখনই আরও এক বার তাড়াহুড়ো করে উইকেট হারায় রাজস্থান। ২ রান নিতে যান দুই ব্যাটার। বাউন্ডারি থেকে ভাল থ্রো করেন কোহলি। রান আউট হয়ে যান জুরেল।

# চেন্নাইয়ে রবির ফাইনালে বেগনি ঢেউ চান গম্ভীর

**নিজস্ব প্রতিনিধি:** আইপিএলে চেন্নাই মানেই গ্যালারিতে হলুদ রঙের ঢেউ। চেন্নাই সুপার কিংসের জার্সির রং হলুদ। সেই রঙের জার্সি এবং পতাকায় ঢেকে যায় চিপকের গ্যালারি। রবিবার সেই মাঠেই বেগনি রঙের ঢেউ চাইছেন গৌতম গম্ভীর। সমর্থকদের কাছে সেই আবেদন কেকেআর মেন্টরের।

মঙ্গলবার সানরাইজার্স হায়দরাবাদের বিরুদ্ধে সহজেই জেতে কলকাতা। শুরুতে মিচেল স্টার্ক বল হাতে ধাক্কা দেন হায়দরাবাদকে। কোনও রান না করেই আউট হয়ে যান ম্যাথু হেড। সেই ধাক্কা আর সামলে উঠতে পারেনি হায়দরাবাদ। ম্যাচ হেরে যায় তারা। ফাইনালে উঠে গম্ভীর সমাজমাধ্যমে পোস্ট করে লেখেন, ২৬ মে বেগনি ঢেউ চাই। কেকেআর পরিবার এগিয়ে এসো।

ধোনির শ্বশুরবাড়ি কলকাতায়। সেই শহরের দল খেলতে যাবে চেন্নাইয়ে। ধোনি চেন্নাইকে পাঁচ বার আইপিএল জিতিয়েছেন। এ বারে যদিও লিগ পর্ব থেকেই বিদায় নিতে হয়েছে চেন্নাইকে। গত বারের চ্যাম্পিয়ন ছিল তারা। সেই কারণেই আইপিএলের ফাইনাল এ বার চেন্নাইয়ে। সেই মাঠেই বেগনি ঢেউ চাইছেন গম্ভীর।

প্রথম কোয়ালিফায়ারে প্রথমে ব্যাট করে হায়দরাবাদ শেষ হয়ে যায় ১৫৯ রানে। ৩৮ বল বাকি থাকতেই ম্যাচ জিতে নেয় কলকাতা। বেঙ্কটেশ আয়ার ৫১ রান করেন। অধিনায়ক শ্রেয়স আয়ার করেন ৫৮ রান। তাঁদের ব্যাটে ভর করে সহজেই ম্যাচ জিতে নেয় কলকাতা।

হায়দরাবাদের কাছে এখনও সুযোগ রয়েছে ফাইনালে ওঠার। বুধবার এলিমিনেটরে রয়্যাল চ্যালেঞ্জার্স বেঙ্গালুরু এবং রাজস্থান রয়্যালসের মধ্যে যে দল জিতবে, সেই দলের বিরুদ্ধে দ্বিতীয় কোয়ালিফায়ার খেলবে হায়দরাবাদ। ওই ম্যাচের বিজয়ী ফাইনালে খেলবে কেকেআরের বিরুদ্ধে।

# এমবাপ্পের বিদায়ী পার্টিতে তাঁর মায়ের ইঙ্গিতপূর্ণ মন্তব্য

**নিজস্ব প্রতিনিধি:** সাত মৌসুম পর অবশেষে পিএসজি ছাড়তে যাচ্ছেন কিলিয়ান এমবাপ্পে। সম্প্রতি এক ভিডিও বার্তায় নিজের পিএসজি ছাড়ার খবর নিশ্চিত করেছেন এই ফরাসি তারকা। তাঁর পরবর্তী গন্তব্য সম্পর্কে এখনো আনুষ্ঠানিকভাবে কিছু জানা না গেলেও ইউরোপীয় সংবাদমাধ্যমগুলো রিয়াল মাদ্রিদের সঙ্গে তাঁর চুক্তির বিষয়টি নিশ্চিত করেছে।

পিএসজিকে এমবাপ্পে বিদায় জানালেও এখনো ক্লাবটির সঙ্গে তাঁর সম্পর্ক পুরোপুরি শেষ হয়ে যায়নি। ২৫ মে ফ্রেঞ্চ কাপের ম্যাচ দিয়ে শেষ হবে দুই পক্ষের সম্পর্ক।

সেদিন লুইস এনরিকের দল শিরোপা লড়াইয়ে অলিম্পিক লিওঁর মুখোমুখি হবে।

পিএসজির হয়ে বিদায়ী ম্যাচটি খেলতে এখনো বেশ কিছু সময় আছে এমবাপ্পের হাতে। ফলে এ সময়টা কাজে লাগিয়ে সোমবার বিদায়ী পার্টির আয়োজন করেছিলেন বিশ্বকাপজয়ী এই ফরাসি তারকা। যেখানে তিনি সতীর্থ, ক্লাব স্টাফ, পরিবার এবং বন্ধুদের আমন্ত্রণ জানান।

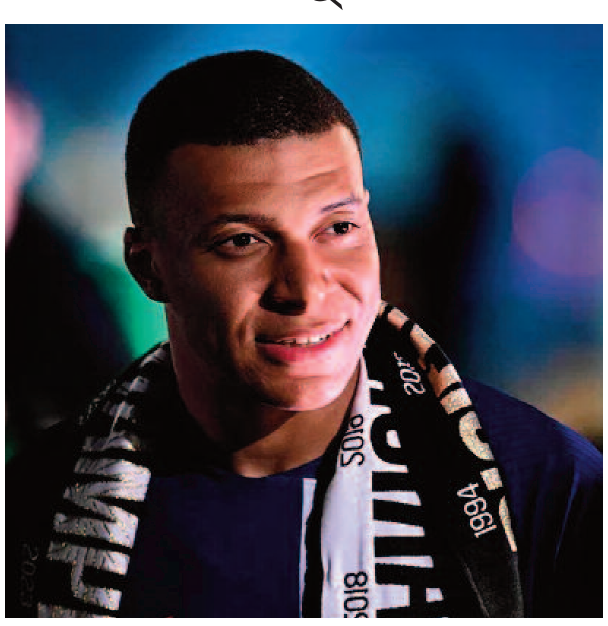

এমবাপ্পের বিদায়ী পার্টি ইতালিয়ান রেস্টুরেন্ট গিগি প্যারিসে আয়োজিত হয়েছে বলে নিশ্চিত করেছে ফরাসি সংবাদমাধ্যম 'লা পারিসিয়ান'। বিলাসবহুল এই রেস্টুরেন্টটি চ্যাম্পস,এলিস থিয়েটারে অবস্থিত এবং এখান থেকে আইফেল টাওয়ারে নান্দনিক দৃশ্যও উপভোগ করা যায়। মজার ব্যাপার হচ্ছে, জায়গাটি 'লা মাইসন ব্লানচে' নামেও পরিচিতি। স্প্যানিশ ভাষায় যার অর্থ 'লা কাসা ব্লাঙ্কা।' যেটি তাঁর ভবিষ্যতের সম্ভাব্য ক্লাব রিয়ালের ডাকনামগুলোর একটিও বটে।

এমবাপ্পের এই বিদায়ী পার্টিতে ২৫০ জন অতিথি উপস্থিত ছিলেন বলে জানা গেছে। ফ্রান্সের প্রেসিডেন্ট এমানুয়েল মাখোঁ আমন্ত্রিত অতিথিদের তালিকায় থাকলেও তিনি পার্টিতে আসেননি বলে জানিয়েছে একাধিক সংবাদমাধ্যম। এমবাপ্পের বিদায়ী পার্টিতে দেখা যায়নি পিএসজি কোচ লুইস এনরিকে ও সভাপতি নাসের আল,খেলাইফিকেও। এর আগে প্যারিসে এমবাপ্পের শেষ ম্যাচের আগে খেলাইফির সঙ্গে তাঁর ঝগড়ার বিষয়টিও সামনে আসে।

ক্লাবের কোচ ও সভাপতিকে দেখা না গেলেও পার্টিতে যোগ দিয়েছিলেন পিএসজি স্কোয়াডের বেশির ভাগ খেলোয়াড়। অনুষ্ঠানস্থলে সংবাদমাধ্যমের সঙ্গে এমবাপ্পের ভবিষ্যৎ নিয়ে কথা বলেছেন তাঁর মা ফাইজা লামারি। যেখানে তিনি বলেছেন, 'আমার মনে হয় আপনারা এরই মধ্যে জানেন, নাকি?' তাঁর এমন রহস্যময় উত্তরকে এমবাপ্পের রিয়ালে যাওয়ার ইঙ্গিত হিসেবে দেখছেন অনেকে।

বিদায়ী পার্টিতে বক্তব্যও দিয়েছেন এমবাপ্পে, 'এখানে আমরা সবাই একই পরিবারের। যাঁরা এখানে উপস্থিত হয়েছেন, তাঁদের সবাইকে আমি আপন মানুষ মনে করি। এখানে জানানোর মতো কোনো বার্তা নেই, কোনো অস্পষ্টতা নেই। আপনারা সেই মানুষ, যাঁদের আমি আন্তরিকভাবে ধন্যবাদ দিতে চাই।'

# আইপিএলে ২০ লক্ষ টাকা, শ্রীলঙ্কার প্রিমিয়ার লিগে এক কোটি দিয়ে কিনেছে পাথিরানাকে

**নিজস্ব প্রতিনিধি:** আইপিএল শেষ হওয়ার আগেই লঙ্কা প্রিমিয়ার লিগের দলগঠন হয়ে গেল। সেখানে সব থেকে বেশি দাম পেলেন মাথিসা পাথিরানা। চেন্নাই সুপার কিংসের এই পেসার আইপিএলে যে টাকা পান তার পাঁচ গুণ বেশি পেলেন লঙ্কা প্রিমিয়ার লিগে।

কলম্বো স্ট্রাইকার্স প্রায় ১ কোটি টাকা দিয়ে কিনেছে পাথিরানাকে। নিলামে একই দর দিয়েছিল গল স্ট্রাইকার্স। কিন্তু আগে কলম্বোয় ছিলেন তিনি। তাই 'রাইট টু ম্যাচ কার্ড' নিয়মের মাধ্যমে পাথিরানাকে দলে ফিরিয়ে নেয় কলম্বো।

২০২২ সালের আইপিএল নিলামে অবিক্রিত ছিলেন পাথিরানা। কিন্তু অ্যাডাম মিলনে চোট পেয়ে বাদ হয়ে যাওয়ার পর ২০ লক্ষ টাকা (পাথিরানার ন্যূনতম মূল্য) দিয়ে পাথিরানাকে নিয়েছিল চেন্নাই। মহেন্দ্র সিংহ ধোনির চেন্নাইয়ের হয়ে এ বারে দারুণ ফর্মে ছিলেন পাথিরানা। ৬ ম্যাচে ১৩ উইকেট নেন তিনি। কিন্তু তার পরেই চোট পেয়ে যান। লঙ্কা প্রিমিয়ার লিগে প্রায় পাঁচ গুণ বেশি টাকা পেলেন পাথিরানা।

১ জুলাই থেকে শুরু লঙ্কা প্রিমিয়ার লিগ। অর্থাৎ টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপের পরেই শুরু হবে শ্রীলঙ্কার আইপিএল। সেখানে খেলতে দেখা যাবে পাথিরানাকে। চেন্নাই ছাড়ার আগে তিনি বলেন, আইপিএল কোচদের থেকে অনেক কিছু শিখেছি। মাহি ভাইয়ের মতো সিনিয়রের থেকেও শিখেছি। আগামী দিনে এই শিক্ষা কাজে লাগবে।

# ৩৮২ দিন পর মাঠে ফেরা আর্চারকে ভয় পাচ্ছেন না বাবররা

**নিজস্ব প্রতিনিধি:** অবশেষে আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে ফিরছেন ইংল্যান্ডের ফাস্ট বোলার জফরা আর্চার। আজ পাকিস্তানের বিপক্ষে চার ম্যাচ টি-টোয়েন্টি সিরিজের প্রথম ম্যাচে খেলবেন আর্চার। ইংল্যান্ডের মাটিতে প্রায় ৪ বছর পর আন্তর্জাতিক ক্রিকেট খেলবেন তিনি।

সব মিলিয়ে ৩৮২ দিন পর আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে ফিরছেন এই ফাস্ট বোলার। চোটের সঙ্গে লড়া এই বোলার এখনো দারুণ গতিতেই বল করেন, যার নমুনা দেখা গেছে গত সপ্তাহে সাসেক্সের দ্বিতীয় একাদশের হয়ে কেন্টের বিপক্ষে ম্যাচে। তবে পাকিস্তান অধিনায়ক বাবর আজম আর্চারের বিপক্ষে খেলা নিয়ে মোটেই ভীত নন, বরং রোমাঞ্চের কথা জানিয়েছেন বাবর।

সংবাদ সম্মেলনে আর্চারের ফেরার বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন ইংলিশ অধিনায়ক জস বাটলার, 'ও পুরো ফিট, ওকে কীভাবে সামলাতে হবে, সে বিষয়ে চিকিৎসক দল পরামর্শ দেবে। ও খেলবে, যতটা সম্ভব খেলবে। এমনিতেই ও অনেক ম্যাচ মিস করেছে। আর্চার ফেরার জন্য ও দলের অংশ হতে মরিয়া হয়ে আছে।'

আর্চারের আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে ফেরা না,ফেরা কয়েক বছর ধরেই ইংল্যান্ড ক্রিকেটের আলোচিত বিষয়। কনুই ও আঙুলে পাওয়া চোটে প্রায় দুই বছর ক্রিকেট থেকে দূরে ছিলেন। এ সময়ে মিস করেন দুটি টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ।

তিন দফা শল্যবিদের ছুরির নিচেও যেতে হয়েছে। পুরোপুরি সেরে ওঠার পর গত বছরের শুরুতে দক্ষিণ আফ্রিকার নতুন ফ্র্যাঞ্চাইজি লিগ এসএ২০ দিয়ে মাঠে ফেরেন আর্চার। মার্চে বাংলাদেশ সফরে ওয়ানডে ও টি-টোয়েন্টি মিলিয়ে ৫ ম্যাচ খেলে ভারতে যান আইপিএলে অংশ নিতে। মুম্বাই ইন্ডিয়ানসের হয়ে কয়েকটি ম্যাচেও খেলেছিলেন।

তবে আবার কনুইয়ের চোটে পড়ায় ছিটকে যান মাঠের বাইরে। দলের সঙ্গে রিজার্ভ হিসেবে থাকলেও খেলা হয়নি ভারতে হওয়া ওয়ানডে বিশ্বকাপেও। সব মিলিয়ে গত তিন বছরে ইংল্যান্ডের হয়ে তিনি খেলতে পেরেছেন মাত্র ৭টি ম্যাচ। তবে এবার টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপের ১৫ সদস্যের দলে তাঁকে রেখেছে ইংল্যান্ড।

তবে আপাতত তিনি ফিরছেন পাকিস্তানের বিপক্ষে ম্যাচ দিয়ে। আর্চারের ফেরা নিয়ে বাবর বলেছেন, 'দল হিসেবে আর্চারের বিপক্ষে খেলতে আমরা উন্মুখ হয়ে আছি। আমাদের হারিস রউফ, মোহাম্মদ আমির, শাহিন শাহ আফ্রিদি আছে; আমরা তাদের প্রতিদিন মোকাবিলা করি। তাই আমরা ভীত নই, তবে রোমাঞ্চিত।'

আর্চারের ইংল্যান্ড দলে ফেরা নিয়ে অধিনায়ক বাটলার স্বাভাবিকভাবেই অনেক খুশি, 'ওর মুখে চওড়া একটা হাসি দেখেছি। আর্চারের ফিট হয়ে ফেরা, দ্রুতগতিতে বোলিং করা দারুণ কিছু। আমি জানি, ও এসব কতটা মিস করেছে। ওর মোকাবিলা করা মোটেই মজার কিছু নয়, ওকে পূর্ণ ফিটই মনে হচ্ছে।'

আর্চারের কাছ থেকে এখনই অনেক বেশি কিছু প্রত্যাশা করছেন না ইংল্যান্ড অধিনায়ক, 'আপনার প্রত্যাশার পরিমাণ ঠিকঠাক রাখতে হবে। ও আন্তর্জাতিক ক্রিকেট থেকে অনেক দিন বাইরে আছে, আপনি চাইলেই আগের পুনরাবৃত্তি করতে পারবেন না। আমরা জানি, ও কত বড় তারকা, তবে আমাদের প্রত্যাশা সামলে রাখতে হবে, খুব দ্রুতই বেশি কিছু প্রত্যাশা করা যাবে না। ওর যে সামর্থ্য আছে তাতে সামনে ও সব সময়ই ভালো পারফরম্যান্স করবে।'

# পারস্পরিক সম্মতির ভিত্তিতে চেলসি ছেড়েছেন মরিসিও পচেত্তিনো

**নিজস্ব প্রতিনিধি:** মাত্র এক মৌসুম কোচের দায়িত্ব পালনের পরই পারস্পরিক সম্মতির ভিত্তিতে চেলসি ছেড়েছেন মরিসিও পচেত্তিনো। গতকাল এই খবর জানিয়েছে ইংলিশ ক্লাবটি।

ইংলিশ প্রিমিয়ার লিগে ষষ্ঠ স্থান নিয়ে এবারের মৌসুম শেষ করেছে চেলসি। লিগে চেলসি নিজেদের সর্বশেষ পাঁচ ম্যাচেই জিতেছে। তবে চ্যাম্পিয়নস লিগে জায়গা হয়নি, জেতা হয়নি একটি ট্রফিও। পচেত্তিনোর কোচের দায়িত্ব ছেড়ে দেওয়ার ব্যাপারে চেলসির বিবৃতিতে বলা হয়, 'চেলসি নিশ্চিত করছে, ক্লাব এবং মরিসিও পচেত্তিনো পারস্পরিক সমঝোতার ভিত্তিতে বিচ্ছিন্ন হয়েছে।'

আমেরিকান ধনকুবের টড বোয়েলি ও ব্যক্তিগত ইকুইটি প্রতিষ্ঠান ক্লিয়ারলেক ক্যাপিটালের মালিকানায় মাত্র দুই বছরের মধ্যে নতুন খেলোয়াড় কেনায় ১০০ কোটি পাউন্ডের বেশি খরচ করেছে চেলসি। বেশির ভাগ অর্থ খরচ করা হয় উঠতি তরুণ খেলোয়াড়দের পেছনে। পচেত্তিনো তখন বলেছিলেন, দলে অভিজ্ঞতার অভাব আছে এবং ক্রমাগত চোটে ধারাবাহিকভাবে ভালো খেলা সম্ভব হচ্ছে না।

লিগ কাপ ফাইনালে লিভারপুলের কাছে ১-০ গোলে হেরেছে চেলসি। এফএ কাপ সেমিফাইনালে একই ব্যবধানে হেরেছে ম্যানচেস্টার সিটির কাছে। তবে লিগে নিজেদের সর্বশেষ ৫ ম্যাচ জিতে চেলসি ইউরোপিয়ান প্রতিযোগিতায় জায়গা নিশ্চিত করেছে। ২৫ মে ওয়েম্বলিতে এফএ কাপের ফাইনালে সিটির কাছে ম্যানচেস্টার ইউনাইটেড হারলে ইউরোপে দ্বিতীয় স্তরের প্রতিযোগিতা ইউরোপা লিগে জায়গা করে নেবে চেলসি। কিন্তু ইউনাইটেড এফএ কাপ জিতলে চেলসিকে খেলতে হবে কনফারেন্স লিগ।

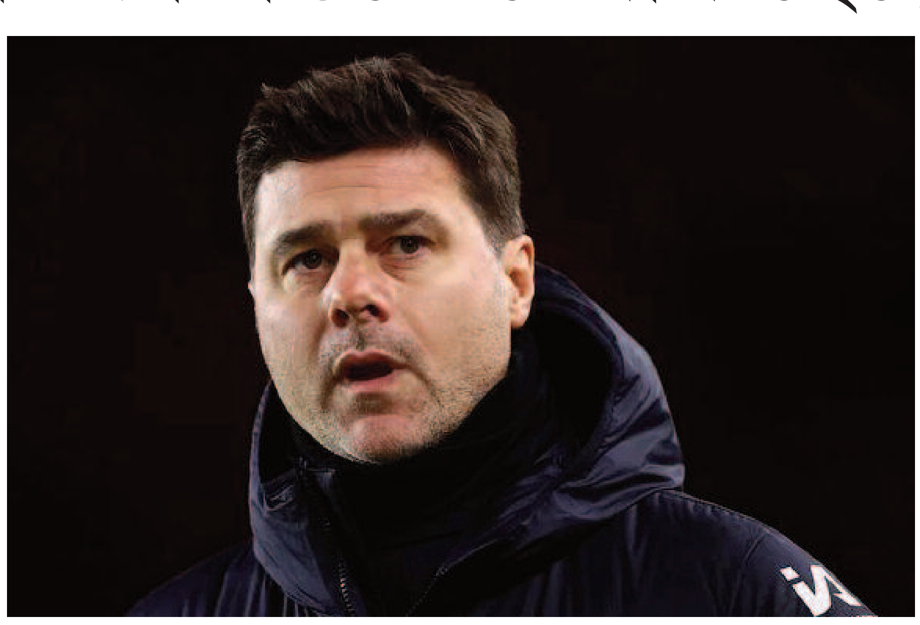

চেলসি থেকে বিদায়বেলায় পচেত্তিনো বলেছেন, 'এই ফুটবল ক্লাবের ইতিহাসের অংশ হওয়ার সুযোগ করে দেওয়ার জন্য চেলসির মালিকানা গ্রুপ ও ক্রীড়া পরিচালকদের ধন্যবাদ। ইউরোপে ও প্রিমিয়ার লিগে আগামী বছরগুলোয় এগিয়ে যেতে ক্লাব এখন ভালো অবস্থানে রয়েছে।' চেলসির ক্রীড়া পরিচালক লরেন্স স্টুয়ার্ট ও পল উইনস্ট্যানলি বলেছেন, 'এই মৌসুমের পারফরম্যান্সের জন্য চেলসির সবার পক্ষ থেকে আমরা মরিসিওর প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি।' বোয়েলি চেলসির মালিকানা বুঝে নেওয়ার পর এ দুই বছরে চারজন কোচ পাল্টাল ইংলিশ ক্লাবটি।

টমাস টুখেল, ফ্রাঙ্ক ল্যাম্পার্ড ও গ্রাহাম পটারের পর এবার পচেত্তিনোও বিদায় নিলেন। ব্রিটিশ সংবাদমাধ্যম ডেইলি টেলিগ্রাফ জানিয়েছে, মৌসুমের পারফরম্যান্সের পর্যালোচনা করতে দুই ক্রীড়া পরিচালক স্টুয়ার্ট ও উইনস্ট্যানলিকে নিয়ে গত শুক্রবার চেলসির সহমালিক বোয়েলির সঙ্গে ডিনারে বসেছিলেন পচেত্তিনো। এরপরই আর্জেন্টাইন কোচের বিদায় নিশ্চিত হয়। ৫২ বছর বয়সী পচেত্তিনো গত বছর জুলাইয়ে দুই বছর মেয়াদে চেলসি কোচের দায়িত্ব নেন। ২০২২-২৩ মৌসুমে ১২তম স্থান নিয়ে লিগ শেষ করা ক্লাবটিকে পথে ফেরানোর দায়িত্ব নিয়েছিলেন তিনি। তবে সে জন্য টাকাও ঢালতে হয়েছে। ১১ কোটি ৫০ লাখ পাউন্ডে ময়েজেস কাইসেদোকে কিনে ভেঙেছেন ব্রিটিশ ট্রান্সফার ফির রেকর্ড। তবে লিগে এবারের মৌসুমে চেলসির শুরুটা ভালো ছিল না। নিজেদের প্রথম ১০ ম্যাচের মধ্যে মাত্র তিন ম্যাচে জিতেছিল চেলসি। কিন্তু মৌসুমের দ্বিতীয় ভাগে এসে ঘুরে দাঁড়ায় ক্লাবটি। এ সময় শুধু সিটি, আর্সেনাল ও লিভারপুলই চেলসির চেয়ে বেশি পয়েন্ট তুলে নিতে পেরেছে। সংবাদমাধ্যম জানিয়েছে, চেলসির পরবর্তী কোচ হওয়ার দৌড়ে বিবেচনায় আছেন একাধিক ব্যক্তি; স্টুটগার্টের কোচের সেবাস্তিয়ান হোয়েনেস, জিরোনার কোচ মাইকেল, ইপসউইচ টাউনের কিয়েরন ম্যাককেনা ও লেস্টার সিটির কোচ এনজো মারেসকা। পচেত্তিনো ২০০৯ সালে এসপানিওলের দায়িত্ব নিয়ে কোচিং ক্যারিয়ার শুরু করেন। সেখান থেকে সাউদাম্পটন ঘুরে ২০১৪ সালে যোগ দেন টটেনহাম হটস্পারে। পাঁচ বছরের মধ্যে ক্লাবটিকে লিগ টেবিলে নিয়মিত শীর্ষ দলগুলোর মধ্যে রেখেছেন পচেত্তিনো, ২০১৯ সালে তুলেছিলেন চ্যাম্পিয়নস লিগের ফাইনালেও। ২০১৯ সালে টটেনহাম থেকে ছাঁটাই হওয়ার দুই বছর পর পিএসজি কোচের দায়িত্ব নেন পচেত্তিনো। ফরাসি ক্লাবটিতে ১৮ মাসের ব্যবধানে লিগ আঁ ও ফ্রেঞ্চ কাপ জেতেন। ২০২২ সালের জুলাইয়ে পিএসজির সঙ্গে সম্পর্ক চুকে যায় পচেত্তিনোর।

Printed and Published by **Krishnanand Singh** on behalf of **Narsingha Broadcasting Pvt. Ltd.** Printed at **LS.Publication, 4, Canal West Road, Kolkata 700015** and Published at **1, Old Court House Corner, 3rd Floor, Room no. 306(S), Tobacco House, Kolkata- 700001 RNI No. WBBEN/2006/17404,** Phone: 033-4001 9663 email# dailyekdin1@gmail.com **Editor: Santosh Kumar Singh**

**নরসিংহ ব্রডকাস্টিং প্রাইভেট লিমিটেড**-এর পক্ষে **কৃষ্ণানন্দ সিং** কর্তৃক ১, ওল্ড কোর্ট হাউস কর্ণার, ৪র্থ তল, রুম নম্বর ৩০৬ (এস), টোবাকো হাউস, কলকাতা-৭০০০০১ থেকে প্রকাশিত ও এলএস পাবলিকেশনস প্রাইভেট লিমিটেড, ৪ ক্যানাল ওয়েস্ট রোড, কলকাতা-৭০০০১৫ থেকে মুদ্রিত।
**RNI No. WBBEN/2006/17404,** ফোন-০৩৩-৪০০১ ৯৬৬৩, ইমেল dailyekdin1@gmail.com **সম্পাদক- সন্তোষ কুমার সিং**